সামসঙ্গীত

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

অধ্যায় 1

একজন ব্যক্তি প্রকৃত সুখী হবে যদি সে মন্দ লোকের পরামর্শে না চলে, যদি সে পাপীদের মত জীবনযাপন না করে, যদি সে তাদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করে - যারা ঈশ্বরকে অশ্রদ্ধা করে|

2 একজন সত্ ব্যক্তি প্রভুর শিক্ষাকে ভালোবাসে| সে প্রভুর শিক্ষা বিষয়ে দিনরাত চিন্তা করে|

3 এই জন্য সেই ব্যক্তি নদীর ধারে পোঁতা গাছের মত শক্ত ও দৃঢ় হয়| যে গাছ ঠিক সময় ফল দেয়, সেই লোক সেই গাছের মত হয়| সেই লোক, সেই গাছের মতই হয়, যার পাতা কোনদিন ঝরে যায় না| সে যা কিছু করে, সবই সফল হয়|

4 মন্দ লোকরা সে রকম নয়| মন্দ লোকরা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া তুষের মত|

5 সত্ লোকরা যদি একটা বিচারের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একত্রিত হয়, তবে মন্দ লোকরা অপরাধী হিসেবেই প্রমাণিত হবে| সেই পাপীরা, বিচারে সরল নিষ্পাপ বলে প্রমাণিত হবে না|

6 কেন? কারণ প্রভু সত্ লোকদের রক্ষা করেন, কিন্তু মন্দ লোকদের বিনাশ করেন|

অধ্যায় 2

অন্যান্য জাতিগুলোর লোকজন এত ক্রুদ্ধ কেন? কেন তারা বোকার মত পরিকল্পনা করছে?

2 তাদের রাজারা এবং নেতারা, প্রভু এবং তাঁর মনোনীত রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একত্রিত হচ্ছে|

3 সেই সব নেতা বলছে, “এস আমরা ঈশ্বর এবং তাঁর মনোনীত রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি| “এস আমরা ওদের থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এসে নিজেদের মুক্ত করি!”

4 কিন্তু আমার প্রভু, স্বর্গের রাজা, ওদের প্রতি বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন|

5 ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে সেই সব লোকদের বলেছেন, “এই ব্যক্তিকে আমি রাজা হিসেবে মনোনীত করেছি! এবং সে সিয়োন পর্বতে রাজত্ব করবে| সিয়োন আমার কাছে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্বত|” এই ঘটনা সেই সব নেতাদের ভীত করলো|

6

7 এখন আমি তোমাকে প্রভুর চুক্তির কথা বলবো| প্রভু আমায় বললেন, “আজ আমি তোমার পিতা হলাম! এবং তুমি আমার পুত্র|

8 যদি তুমি আমার কাছে চাও, আমি সমগ্র জাতিগুলি তোমার হাতে দিয়ে দেব!

9 ভেঙ্গে যেতে পারে না এমন ক্ষমতা নিয়ে তুমি তাদের ওপর শাসন করবে| তুমি তাদের ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়া মাটির পাত্রের মত ছড়িয়ে দেবে|"

10 সুতরাং হে রাজন্যবর্গ জ্ঞানী হও| অতএব হে শাসকগণ, চালাক-চতুর হও|

11 ভয় ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রভুর সেবা কর|

12 ঈশ্বরের পুত্রকে চুম্বন কর এবং প্রমাণ কর যে তুমি ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি ভক্তিতে একনিষ্ঠ যদি তুমি তা না কর তিনি ক্রুদ্ধ হবেন এবং তোমার বিনাশ করবেন| সেই সব লোক যারা প্রভুর ওপর আস্থা রাখে তারা ধন্য| কিন্তু অন্যদের সাবধান হতে হবে, কারণ প্রভু তাঁর ক্রোধ দেখাতে প্রায় প্রস্তুত|

অধ্যায় 3

"প্রভু, আমার অসংখ্য শত্রু| বহু লোক আমার বিরুদ্ধে চলে গেছে|

2 বহু লোক আমার বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলছে| তারা বলছে, "ঈশ্বর ওকে রক্ষা করবেন না!"

3 কিন্তু হে প্রভু, আপনিই আমার ঢালস্বরূপ| আপনি আমার গৌরব| প্রভু আপনি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ করেছেন!

4 আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করবো| পবিত্র পর্বত থেকে তিনি আমার ডাকে সাড়া দেবেন!

5 আমি শুয়ে পড়ি এবং বিশ্রাম নিই এবং আমি জানি, আবার আমি জেগে উঠবো| কেন? কারণ প্রভু আমায় আবৃত করে থাকেন| প্রভু আমায় রক্ষা করেন!

6 যদি হাজার সৈন্যও আমায় ঘিরে ফেলে, আমি ঐ শত্রুদের ভয়ে ভীত হব না!

7 প্রভু, উঠে দাঁড়ান|হে আমার ঈশ্বর, আপনি এসে আমায় উদ্ধার করুন! আপনি অসীম শক্তির অধিকারী! আমার শত্রুদের চোয়ালে আপনি যদি আঘাত করেন আপনি তাদের সবকটা দাঁতই ভেঙে দেবেন|

8 হে প্রভু, আপনার জয়! এবং আপনার আশীর্বাদ রয়েছে আপনার লোকদের ওপর|

অধ্যায় 4

হে আমার ধার্ম্মিকতার ঈশ্বর, যখন আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আমার ডাকে সাড়া দেবেন! আমার প্রার্থনা শুনুন, আমার প্রতি সদয় হোন! সঙ্কট থেকে আমায় পরিত্রাণ দিন!

2 হে মানব সন্তানগণ, আর কতদিন তোমরা আমার বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলতে থাকবে? আমার সম্পর্কে বলার জন্য তোমরা নতুন নতুন মিথ্যার সন্ধান করছো| তোমরা মিথ্যা কথা বলতে ভালোবাসো|

3 তোমরা জানো যে, ঈশ্বর তাঁর অনুগামী ভালো লোকদের কথাই শোনেন| সুতরাং যখন আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তখন তিনি আমার কথা শোনেন|

4 যদি কোন কিছু তোমায় বিব্রত করে, তুমি রেগে যেতে পারো, কিন্তু পাপ করো না| যখন তুমি বিছানায় ঘুমোতে যাও, তখন তুমি অবশ্যই ঐ সব বিষয়ে চিন্তা করবে না এবং শান্ত হবে|

5 ঈশ্বরকে ধার্ম্মিকতার বলি উৎসর্গ কর এবং প্রভুর ওপর আস্থা রাখ|

6 অনেকে বলে, "কে আমাদের ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা দেখাবে? প্রভু, আপনার দীপ্তিময় মুখখানি আমাদের দেখতে দিন!

7 প্রভু, আপনি আমায় প্রচণ্ড সুখী করেছেন! ফসলের সময়, যখন আমাদের কাছে প্রচুর শস্য এবং দ্রাক্ষারস ছিল তখনকার চেয়েও আমি এখন বেশী খুশী|

8 আমি বিছানায় গিয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়ি| কেন? কারণ, হে প্রভু, নিরাপদে ঘুমোবার জন্য আপনি আমাকে শুইয়ে দেন|

অধ্যায় 5

হে প্রভু, আমার কথা শুনুন| আমি যা বলতে চাইছি তা বুঝে নিন|

2 হে আমার ঈশ্বর, হে রাজন, আমার প্রার্থনা শুনুন|

3 হে প্রভু, প্রতিদিন সকালে আপনার সামনে আমার নৈবেদ্য রাখি এবং আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি| প্রতিদিন

সকালে আপনি আমার প্রার্থনা শোনেন|

4 হে ঈশ্বর, মন্দ লোকরা আপনার কাছে থাকুক, এ আপনি চান না| দুষ্ট লোকরা আপনার উপাসনা করে না|

5 বোকারা আপনার কাছে আসতে পারে না| লোকদের মন্দ কাজ করাকে আপনি ঘৃণা করেন|

6 আপনি মিথ্যাবাদীদের বিনাশ করেন| যারা অন্য লোকদের আঘাত করার জন্য গোপনে ফন্দি আঁটে সেইসব লোকদেরও আপনি ঘৃণা করেন|

7 কিন্তু প্রভু, আপনার বিশাল করুণাধন্য হয়ে, আমি আপনার মন্দিরে যাবো| প্রভু আমার, আপনার প্রতি ভীতি এবং শ্রদ্ধাসহ আমি আপনার মন্দিরে মাথা নত করবো|

8 প্রভু আমার, আপনার সঠিক জীবনযাত্রা আমার কাছে উদ্ঘাটন করুন| লোকেরা আমার দুর্বলতা খুঁজছে| তাই যেমনভাবে আমার বেঁচে থাকা উচিত্ তা আমায় দেখিয়ে দিন|

9 লোকজন সত্যি কথা বলে না| তারা মিথ্যাবাদী, সত্যকে বিকৃত করে| তাদের মুখ শূন্য কবরের মত| তারা অন্য লোকদের ভালো ভালো কথা বলছে, তারা কেবল তাদের ফাঁদে ফেলতে চাইছে|

10 ঈশ্বর, ওদের শাস্তি দিন| তাদের নিজেদের ফাঁদেই তাদের পড়তে দিন| ঐসব লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে গিয়েছে অতএব ওদের বহু অন্যায়ের জন্য ওদের শাস্তি দিন|

11 কিন্তু সেই সব লোক যারা ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে, তাদের সুখী করুন| চিরদিনের জন্য সুখী করুন! ঈশ্বর আমার, যারা আপনাকে ভালোবাসে, আপনি তাদের রক্ষা করুন ও শক্তি দিন|

12 হে প্রভু, সত্ লোকের জন্য আপনি যখন ভালো কাজ করেন, তখন আপনি বিরাট বড় ঢালের মত তাদের রক্ষা করেন|

অধ্যায় 6

হে প্রভু, ক্রুদ্ধ অবস্থায় আমাকে সংশোধন করবেন না| মহাক্রোধে আমাকে শাস্তি দেবেন না|

2 প্রভু, আমার প্রতি সদয় হোন, আমি দুর্বল এবং অসুস্থ| আমায় সুস্থ করে দিন কারণ আমার হাড়গুলো নড়বড় করছে|

3 প্রভু আমার সারা দেহ টল্মল্ করছে| প্রভু সুস্থ হতে আমার আর কতদিন লাগবে?

4 প্রভু ফিরে আসুন এবং আবার আমাকে শক্তিশালী এবং সবল করে দিন| আপনার দয়াগুনে আমাকে পরিত্রাণ করুন|

5 মৃত লোকরা তাদের কবরে আপনাকে স্মরণ করে না| মানুষ মৃত্যুর মুখে এসেও আপনার প্রশংসা করে না| তাই আমায় সুস্থ করে দিন!

6 হে প্রভু, সারা রাত ধরে প্রার্থনা করে আমি নিজেকে ক্ষয় করেছি| আমার চোখের জলে আমার বিছানা ভিজে গেছে|

7 আমার শত্রুরা আমাকে যা দুঃখ দিয়েছে তার দরুণ কেঁদে কেঁদে আমার চোখ দুর্বল হয়ে গেছে|

8 মন্দ লোকরা তোমরা চলে যাও| কেন? কারণ প্রভু আমার কান্না শুনেছেন|

9 প্রভু আমার বিনতি শুনেছেন| প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রহণ করেছেন এবং আমায় উত্তর দিয়েছেন|

10 আমার সকল শত্রু হতাশ এবং নিরাশ হবে| হঠাত্ একটা কিছু ঘটবে এবং ঐসব শত্রুরা লজ্জায় চলে যাবে|

অধ্যায় 7

প্রভু, আমার ঈশ্বর, আমি আপনার ওপর নির্ভর করি| যারা আমায় তাড়া করছে তাদের হাত থেকে আপনি আমায় রক্ষা করুন| আমায় উদ্ধার করুন!

2 যদি আপনি আমায় সাহায্য না করেন, আমি সিংহের হাতে ধরা পড়া পশুর মত অসহায় হয়ে পড়ব| তারা আমাকে টেনে নিয়ে যাবে| আমাকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না!

3 প্রভু আমার ঈশ্বর, আমি কোন অন্যায় করি নি| আমি শপথ করে বলছি আমি কোন অন্যায় করিনি!

4 প্রভু আমার ঈশ্বর, যদি আমার বাক্য কোন মন্দ কাজ করে থাকে এবং যদি আমি আমার বন্ধুর প্রতি কোন অন্যায় কাজ করে থাকি এবং যদি কোন কারণ ছাড়াই শত্রুর কাছ থেকে কোন জিনিস নিয়ে থাকি বা আক্রমণ করে থাকি

তাহলে আমার শত্রুরা যেন আমাকে খুঁজে ধরে ফেলে এবং আমাকে হত্যা করে আমার জীবন ধূলোয় মিশিয়ে দেয় এবং আমার আত্মাকে পাতালে পাঠিয়ে দেয়|”

5

6

7 প্রভু, লোকদের বিচার করুন| সকল জাতিদের আপনার সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ করুন|

8 এবং লোকদের বিচার করুন| হে প্রভু, আমারও বিচার করুন| প্রমাণ করুন আমি সত্য পথে আছি| প্রমাণ করুন আমি নিষ্পাপ|

9 মন্দ লোকদের শাস্তি দিন, সত্ লোকদের সাহায্য করুন| হে ঈশ্বর, আপনিই মঙ্গলময়| আপনি লোকের হৃদয়ের ভেতরে কি আছে তা দেখতে পান|

10 যাদের হৃদয় সত্ তাদের ঈশ্বর সাহায্য করেন| তাই ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন|

11 ঈশ্বর একজন সুবিচারক| সব সময় তিনি মন্দের বিরুদ্ধে বলেন|

12 ঈশ্বর তাঁর আক্রমণ থামাবেন না| তিনি তাঁর আক্রমণ থেকে পিছু হঠবেন না|তিনি তাঁর ধনুকে টান দিয়েছেন এবং শত্রুদের প্রতি তাঁর লক্ষ্য স্থির রেখেছেন|

13 তিনি মারণাস্ত্র তৈরী করে রেখেছেন এবং তাঁর তীরগুলো ধারালো করেছেন|

14 কিছু লোক সর্বদাই মন্দ ফন্দি আঁটে| তারা গোপনে ফন্দি করে এবং মিথ্যা কথা বলে|

15 তারা অন্য লোকদের ফাঁদে ফেলতে চায় এবং আঘাত করতে চায়| কিন্তু নিজেদের ফাঁদে পড়েই ওরা আহত হবে|

16 যা শাস্তি ওদের প্রাপ্য ওরা সেই শাস্তিই পাবে| অপরের প্রতি ওরা নির্দয় ছিল| ওদের যা প্রাপ্য ওরা তাই পাবে|

17 আমি প্রভুর প্রশংসা করি, কারণ তিনি ভালো| আমি পরাত্পর প্রভুর নামের প্রশংসা করি|

অধ্যায় 8

হে প্রভু আমাদের সদাপ্রভু, সারা পৃথিবীতে আপনার নামই সব থেকে মহিমান্বিত! আপনার নাম স্বর্গলোক জুড়ে আপনার প্রশংসা এনে দেয়|

2 শিশু ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ থেকে আপনার প্রশংসা গীত বেরিয়ে আসে| আপনার শত্রুদের নীরব করে দেওয়ার জন্য আপনি ওদের মুখে এইসব শক্তিশালী গান দিয়েছেন|

3 আপনি নিজের হাত দিয়ে যে স্বর্গ সৃষ্টি করেছেন তার দিকে চেয়ে দেখি| আপনার সৃষ্টি করা চাঁদ এবং তারা দেখি এবং আমি বিস্মিত হই|

4 লোকরা আপনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? কেন আপনি তাদের কথা স্মরণ করেন? কেন লোকরা আপনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ? আপনি তাদের দিকে তাকিয়েই বা দেখেন কেন?

5 কিন্তু মানুষ আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ! আপনি মানুষকে প্রায় দেবতার মত করেই বানিয়েছেন| এবং গৌরব ও সম্মান দিয়ে আপনি মানুষকে মহিমান্বিত করেছেন|

6 আপনি যা যা সৃষ্টি করেছেন তার দায়িত্ব আপনি মানুষের হাতেই দিয়েছেন| সব কিছুই আপনি মানুষের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন|

7 মেষ, গবাদিপশু সহ অন্যান্য বন্য জন্তুদের ওপরে মানুষ কর্তৃত্ব করেছে|

8 আকাশের পাখী ও জলের মাছের ওপর কর্তৃত্ব করেছে|

9 হে প্রভু আমাদের সদাপ্রভু, সমগ্র বিশ্বে আপনার নামই সব থেকে মহিমান্বিত|

অধ্যায় 9

আমি আমার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে প্রভুর প্রশংসা করি| প্রভু, আপনার সৃষ্টি করা প্রত্যেকটি আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পর্কে আমি বলবো|

2 আপনি আমাকে অত্যন্ত সুখী করেছেন| হে পরাত্পর ঈশ্বর, আমি আপনার নামের প্রশংসা করি|

3 আপনার কাছ থেকে আমার শত্রুরা দূরে পালিয়ে গেছে| কিন্তু তাদের পতন হবে ও তারা বিনষ্ট হবে|

4 আপনি একজন সুবিচারক| আপনার সিংহাসনে আপনি ধর্ম বিচারকের মতই বসেছিলেন| হে প্রভু, আপনি আমার

অবস্থার কথা শুনেছিলেন এবং আমার সম্বন্ধে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন|

5 আপনি সেসব লোকের সমালোচনা করেছেন| প্রভু, সেই সব দুষ্ট লোককে আপনি বিনষ্ট করেছেন| যারা বেঁচে রয়েছে, তাদের নামের তালিকা থেকে আপনি সেই সব দুষ্ট লোকের নাম চিরদিনের জন্য মুছে দিয়েছেন|

6 শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়েছে! প্রভু, আপনি তাদের নগরসমূহ ধ্বংস করেছেন! এখন শুধুমাত্র ভাঙ্গা বাড়ীগুলো পড়ে আছে| সেই সব দুষ্ট লোকদের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার মত কিছুই আর অবশিষ্ট নেই|

7 কিন্তু প্রভু চিরদিনের জন্য শাসন করেন| প্রভু তাঁর রাজ্যকে শক্তিশালী করেছেন| পৃথিবীতে ন্যায় আনবার জন্য তিনি এই কাজ করেছেন|

8 প্রভু পৃথিবীতে প্রত্যেককে ন্যায় বিচার দেন| প্রভু সব জাতিদের সত্‌ভাবে বিচার করেন|

9 বহু মানুষ তাদের নানাবিধ সমস্যার ফাঁদে আবদ্ধ এবং জর্জরিত| তাদের সমস্যার ভারের নীচে তারা পিষ্ট হয়ে গেছে| প্রভু, তাদের জন্য আপনি নিরাপদ স্থান হোন যেন তারা আপনার কাছে যেতে পারে|

10 লোকেরা যারা আপনার নাম জানে তারা আপনার ওপর বিশ্বাস রাখবে| প্রভু, লোকজন যদি আপনার কাছে আসে, আপনি তাদের সাহায্য না করে ফিরিয়ে দেবেন না|

11 হে সিয়োন-বাসীরা, তোমরা প্রভুর প্রশংসা কর| প্রভুর মহত্ কর্মের কথা অন্যান্য জাতিকে বল|

12 যারা প্রভুর কাছে সাহায্যের জন্য গিয়েছিল তিনি তাদের কথা মনে রেখেছেন| সেই বঞ্চিত দরিদ্র লোকেরা সাহায্য প্রার্থনা করেছিল| প্রভু তাদের ভুলে যান নি|

13 আমি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করেছিলাম: "প্রভু, আমার প্রতি সদয় হোন| দেখুন, আমার শত্রুরা আমায় আঘাত করেছে| আমাকে 'মৃত্যুর ফটকগুলি' থেকে রক্ষা করুন|

14 তাহলে, হে প্রভু, জেরুশালেম শহরের ফটকে আমি আপনার প্রশংসাগীত করতে পারবো| এতে আমি সুখী হবো| কারণ আপনি আমায় রক্ষা করেছিলেন|

15 অন্য সব জাতি, লোকদের ফাঁদে ফেলার জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়েছে| কিন্তু তারা নিজেরাই নিজের ফাঁদে পড়ে গেছে| অন্নব লোকজনকে ধরবে বলে ওরা লুকিয়ে জাল পেতেছিল কিন্তু ওরা নিজের জালেই ধরা পড়ে গেছে|

16 প্রভু ওই মন্দ লোকদের ধরেছেন| তাই লোকজন জানতে পারলো, যারা মন্দ কাজ করে প্রভু তাদের শাস্তি দেন|

17 যারা ঈশ্বরকে ভুলে যায় তারাই মন্দ| তারা পাতালে পতিত হবে|

18 কখনও কখনও এমন মনে হয় যে, সমস্যা জর্জরিত মানুষকে ঈশ্বর ভুলে গেছেন| এমনও মনে হচ্ছে যে, এইসব দরিদ্র লোকদের কোন আশা বাকী নেই| কিন্তু ঈশ্বর কখনই তাদের চিরদিনের মত ভোলেন না|

19 হে প্রভু, উঠুন এবং জাতিগণের বিচার করুন| মানুষকে একথা ভাবতে দেবেন না যে তারা শক্তিশালী|

20 লোকদের কিছু শিক্ষা দিন| তাদের একথা বুঝতে দিন যে তারা কেবলই মানুষ|

অধ্যায় 10

প্রভু, আপনি এত দূরে থাকেন কেন? সমস্যা জর্জরিত মানুষ আপনাকে দেখতে পায় না|

2 অহঙ্কারী এবং দুষ্ট লোকরা মন্দ ফন্দি আঁটছে এবং তারা দরিদ্র লোকেদের আঘাত করে|

3 মন্দ লোকরা যা চায় তার বড়াই করে| ঐসব লোভী লোকরা ঈশ্বরের নিন্দা করে| এই ভাবেই মন্দ লোকেরা প্রকাশ করে যে তারা প্রভুকে ঘৃণা করে|

4 মন্দ লোকরা ঈশ্বরকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দাম্ভিক| তারা রাশি রাশি মন্দ ফন্দি আঁটে| তারা এমনভাব করে যেন ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই|

5 মন্দ লোকরা সর্বদাই কুটিল কাজকর্ম করে| এমনকি তারা ঈশ্বরের বিধিসকল ও মহান শিক্ষামালাকে লক্ষ্য করে না| ঈশ্বরের শত্রুরা তাঁর শিক্ষামালাকে উপেক্ষা করে|

6 ঐসব লোকজন মনে করে, কোনদিন ওদের খারাপ কিছু হবে না| তারা বলে, "আমরা সব দিনই মজা করবো আমাদের কোন শাস্তি হবে না|"

7 ঐসব লোকরা সর্বদা অভিশাপ দিচ্ছে| অন্যান্য লোকজন সম্পর্কে তারা সর্বদাই কটু ও মিথ্যা কথা বলে চলেছে| সর্বদাই তারা অহিতকর কাজ করার ফন্দি আঁটে|

8 ঐসব লোক অন্যান্য লোকদের ধরার জন্য গোপন স্থানে লুকিয়ে থাকে| তারা লুকিয়ে থাকে, মানুষকে আঘাত করার জন্য খুঁজতে থাকে| নির্দোষ লোকদের ওরা হত্যা করে|

9 মন্দ লোকরা সেই সব সিংহের মত যারা তাদের আহার্য পশুকে ধরার জন্য ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে থাকে| তারা

দরিদ্র লোকদের আক্রমণ করে| মন্দ লোকদের তৈরী ফাঁদে দরিদ্র লোকরা ধরা পড়ে|

10 ঐসব লোক হতভাগ্য ও বিড়ম্বিত মানুষকে বার বার আঘাত করে|

11 এই কারণে ভাগ্যহত লোকরা ভাবে, "ঈশ্বর আমাদের ভুলেই গেছেন! আমাদের থেকে তিনি চিরদিনের জন্য বিমুখ হয়েছেন! আমাদের ওপর যা যা ঘটে চলেছে প্রভু তা দেখছেন না!"

12 প্রভু জেগে উঠুন এবং কিছু করুন! ঈশ্বর, ঐসব মন্দ লোককে শাস্তি দিন! ঐসব বঞ্চিত দরিদ্র লোকদের ভুলে যাবেন না!

13 মন্দ লোকরা কেন ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে? কারণ তারা ভাবে, ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন না|

14 প্রভু, মন্দ লোকরা যে সব নির্দয় ও অহিতকর কাজ করে, নিশ্চয় আপনি তা দেখতে পান| ঐসবের দিকে দেখুন এবং কিছু করুন! সমস্যাগ্রস্ত মানুষ আপনার সাহায্যের দিকে চেয়ে রয়েছে| হে প্রভু, আপনিই সেইজন যিনি অনাথদের সাহায্য করেন| অতএব তাদের সাহায্য করুন!

15 প্রভু, মন্দ লোকদের বিনাশ করুন|

16 প্রভু চিরকালের এবং অনন্তকালের রাজা| বিদেশী জাতিগুলি তাঁর দেশ থেকে অদৃশ্য হয়েছে|

17 হে প্রভু, দরিদ্র লোকরা কি চায় তা আপনি শুনেছেন| তাদের প্রার্থনা শুনুন এবং তারা যা চায় তাই করুন!

18 প্রভু পিতৃ-মাতৃহীন সন্তানদের রক্ষা করুন| দুঃখী লোকেদের অধিক যন্ত্রণার সম্মুখীন করবেন না| এমন করুন যেন মন্দ লোকরা এখানে থাকতে ভয় পায়|

অধ্যায় 11

আমি প্রভুর ওপর বিশ্বাস রাখি| তবে কেন তোমরা আমায় দৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলে? তুমি আমায় বলেছিলে, "পাখীর মত তোমার পর্বতে উড়ে যেতে!"

2 মন্দ লোকরা শিকারীর মত, তারা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে| তারা ধনুকের ছিলা টেনে ধরে| তারা তাদের তীর লোকের দিকে তাক করে এবং সাধু ও সত্ লোকের হৃদয়ে তা সরাসরি বিদ্ধ করে|

3 সমাজে ভিতগুলোই যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সত্ লোকরা কি করবে?

4 প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে রয়েছেন| প্রভু স্বর্গে তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন| এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, তার সবই তিনি দেখতে পান| লোকরা সত্যিকারের ভাল না মন্দ তা জানবার জন্য প্রভু লোকেদের খুব কাছ থেকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করেন|

5 প্রভু সত্ লোকদের খোঁজেন| কিন্তু হিংসাশ্রয়ী বদ লোকদের পরিত্যাগ করেন|

6 মন্দ লোকদের ওপর তিনি জ্বলন্ত কয়লা ও গন্ধক বর্ষণ করবেন| ঐসব মন্দ লোক উত্তপ্ত ও অগ্নিময় বাতাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না|

7 কিন্তু প্রভু ভালো| যেসব লোক ভাল কাজ করে তিনি তাদের ভালোবাসেন| সত্ লোকরা তাঁরই সঙ্গে থাকবে এবং তাঁকে দেখতে পাবে|

অধ্যায় 12

হে প্রভু, আমায় রক্ষা করুন! ভালো লোকরা সবাই চলে গেছে| প্রকৃত বিশ্বাসীদের এই পৃথিবীর লোকদের সঙ্গে রাখা হয় না|

2 লোক তার প্রতিবেশীদের মিথ্যা কথা বলে| প্রত্যেকটি লোক তার প্রতিবেশীকে তোষামোদ করে এবং ঠকাবার জন্য মিথ্যে কথা বলে|

3 যে ঠোঁট দিয়ে মানুষ মিথ্যা কথা বলে, সেই ঠোঁটগুলি প্রভুর কেটে ফেলা উচিত্| যে জিভ দিয়ে তারা বড় বড় গল্প বলেছে, প্রভুর সেই জিভগুলিও কেটে ফেলা উচিত্|

4 সেই লোকেরা বলছে, "আমরা প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা কথা বলবো এবং গুরুত্বপূর্ণ লোক হব| আমরা জানি কি বলতে হবে, তাই কেউই আমাদের মনিব হবে না|"

5 কিন্তু প্রভু বলছেন: "মন্দ লোকরা দুর্বলদের কাছ থেকে চুরি করেছে| নিঃসহায় লোকদের জিনিষ ওরা নিয়ে নিয়েছে| কিন্তু এখন আমি নিজে দাঁড়িয়ে, ঐসব ভারাক্রান্ত লোকদের রক্ষা করবো|"

6 প্রভুর কথাগুলি, জ্বলন্ত আগুনে গলানো রূপোর মত সত্য ও খাঁটি| কথাগুলি সেই রূপোর মত খাঁটি যাকে সাতবার

গলিয়ে শুদ্ধ করা হয়েছে|

7 হে প্রভু, নিঃসহায় মানুষের দেখাশুনা করুন| তাদের এখন এবং চিরদিনের জন্য রক্ষা করুন!

8 মন্দ লোকরা আমাদের চারদিকে রয়েছে| তারা সব জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ লোকের মত ব্যবহার করে| এদিকে মানুষের নির্লজ্জ কাজগুলি প্রশংসা পায়|

অধ্যায় 13

হে প্রভু, আর কতক্ষণ আপনি আমায় ভুলে থাকবেন? আপনি কি চিরদিনের জন্য আমায় ভুলে যাবেন? আর কতদিন আমার কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন?পরিচালকের প্রতি| দায়ূদের একটি গীত|

2 আর কতকাল আমি এই চিন্তাগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করব? আর কতকাল আমার হৃদয় এই দুঃখ ভোগ করবে? আর কতদিন আমার শত্রুরা আমায় পরাজিত করবে?

3 হে প্রভু আমার ঈশ্বর, আমার দিকে তাকান! আমার প্রশ্নের উত্তর দিন! আমার প্রশ্নের উত্তর আমায় জানিয়ে দিন; নয়তো আমি মরে যাবো!

4 যদি তাই ঘটে, আমার শত্রুরা বলবে, “আমি ওকে মেরেছিলাম!” আমাকে পরাজিত করতে পারলে আমার শত্রুরা খুশী হবে|

5 হে প্রভু, আমি আপনার প্রকৃত ভালবাসার ওপর আস্থা রেখেছিলাম| আপনি আমায় রক্ষা করেছেন এবং সুখী করেছেন!

6 আমি প্রভুর উদ্দেশ্যে আনন্দ গান গাই, কারণ তিনি আমার জন্য হিতকর কাজ করেছেন|

অধ্যায় 14

একজন দুষ্ট নির্বোধ লোক মনে মনে বলে, “ঈশ্বর নেই|” এইসব লোকরা ভয়ঙ্কর ও দুষ্ট কাজকর্ম করে| তাদের মধ্যে একজনও নেই যে ভালো কাজ করে|

2 ওদের মধ্যে ঈশ্বরের সাহায্য কামনা করে এমন দেখবার জন্য প্রভু স্বর্গ থেকে লোকদের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন| (জ্ঞানী লোকরা সাহায্যের জন্য ঈশ্বরমুখী হয়|)

3 কিন্তু প্রত্যেকটি লোকই ঈশ্বরের থেকে বিমুখ হয়ে গেছে| সব লোকই, মন্দ লোকে পরিণত হয়েছে| এমনকি একটা লোকও ভালো কাজ করে নি!

4 মন্দ লোকরা আমার লোকদের বিনষ্ট করেছে| ওই সব মন্দ লোকরা ঈশ্বরকে চেনে না| মন্দ লোকদের জন্য গলাধঃকরণ করার মত প্রচুর খাদ্য রয়েছে| এমনকি তারা প্রভুর উপাসনা পর্যন্ত করে না|

5 ঐসব মন্দ লোক, একজন দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে উপদেশ শুনতে চায় না| কেন? কারণ ওই দরিদ্র লোকটি ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে| কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সত্ লোকদের সঙ্গে থাকেন| সুতরাং মন্দ লোকদের ভয়ের অনেক কারণ আছে|

6

7 সিয়োন পর্বত থেকে কে ইস্রায়েলকে রক্ষা করে? তিনি বয়ং প্রভু যিনি ইস্রায়েলকে রক্ষা করেন! প্রভু যখন আবার তাঁর লোকদের তাদের দেশ থেকে সমৃদ্ধশালী করেন, তখন যাকোবের পরিবার আনন্দ করুক| ইস্রায়েলের লোকেরা সুখী হোক|

অধ্যায় 15

প্রভু, কে আপনার পবিত্র তাঁবুতে থাকতে পারে? কে আপনার পবিত্র পর্বতে থাকতে পারে?

2 একমাত্র সেই ব্যক্তি যে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করে, যে সত্ কাজ করে, যে অন্তর থেকে সত্য কথা বলে সেই আপনার পবিত্র পর্বতে বাস করতে পারে|

3 এই ধরণের লোক, অন্যান্য মানুষ সম্পর্কে খারাপ কথা বলে না| সেই লোক তার প্রতিবেশীদের প্রতি খারাপ আচরণ করে না| সেই লোক, তার নিজের পরিবার সম্পর্কে লজ্জাজনক কিছু বলে না|

4 ঈশ্বরকে যারা ঘৃণা করে সেই লোক, তাদের সম্মান করে না| কিন্তু যারা প্রভুর সেবা করে, সেই লোক তাদের সম্মান প্রদর্শন করে| যদি সে প্রতিবেশীর কাছে কোন প্রতিশ্রুতি করে থাকে, তবে সে তার প্রতিশ্রুতি পালন করে|
5 যদি সেই লোক কাউকে টাকা দেয়, সে সেই ঋণের জন্য সুদ চায় না| এমনকি সেই লোক, সহজ সরল মানুষের অমঙ্গল করার জন্য টাকা পয়সাও গ্রহণ করে না| যদি কোন লোক এই সত্ মানুষটির মত জীবনযাপন করে, তবে সে সর্বদাই ঈশ্বরের কাছে থাকবে|

অধ্যায় 16

হে ঈশ্বর, আমায় রক্ষা করুন| কারণ আমি আপনার ওপর নির্ভর করি|
2 আমি প্রভুকে বলেছিলাম, "প্রভু, আপনিই আমার সদাপ্রভু| যা কিছু ভালো জিনিস এখন আমার আছে তা আপনার কাছ থেকেই এসেছে|"
3 পৃথিবীতে তাঁর অনুচরদের জন্য প্রভু বিস্ময়কর কাজ করেন| প্রভু দেখিয়ে দেন যে প্রকৃতই তিনি ঐসব লোকেদের ভালোবাসেন|
4 কিন্তু যারা অন্যান্য দেবতার পূজা করতে ছুটে যায় তারা অনেক যন্ত্রণায় পড়বে| যে রক্ত তারা ঐসব দেবমূর্ত্তিতে উৎসর্গ করে, আমি সেই উৎসর্গের সামিল হব না| এমনকি আমি ঐসব দেবমূর্ত্তির নামও উচ্চারণ করবো না|
5 না, আমার ভাগের অংশ, আমার পানপাত্র প্রভুর কাছ থেকে আসে| প্রভু আপনি আমায় সহায়তা দিয়েছেন| আপনি আমায় আমার অংশ দিয়েছেন|
6 আমার অংশটুকু অবশ্যই চমৎকার| আমার উত্তরাধিকার সত্যিই সুন্দর|
7 আমি প্রভুর প্রশংসা করি, কারণ তিনি আমায় উত্তমরূপে শিক্ষাদান করেছেন| এমনকি নিশাকালে, তাঁর নির্দেশসমূহ তিনি আমার অন্তরের গভীরে রেখে যান|
8 আমি সর্বদাই প্রভুকে আমার সামনে রাখি| এবং আমি কখনই তাঁর দক্ষিণ পাশ ছেড়ে যাবো না|
9 তাই, আমার হৃদয় এবং আত্মা অত্যন্ত খুশী হবে| আমার দেহও নিরাপদে বেঁচে থাকবে|
10 কেন? কারণ হে প্রভু পাতালে আপনি আমার আত্মা ছেড়ে চলে যাবেন না| আপনার বিশ্বস্ত জনকে আপনি কবরে পচতে দেবেন না|
11 আপনি আমাকে বাঁচার প্রকৃত পথ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করবেন| হে প্রভু, শুধুমাত্র আপনার সঙ্গে থাকলেই জীবনের চরম শান্তি লাভ হবে| আপনার ডানদিকে থাকতে পারলেই চিরন্তন সুখ আসবে|

অধ্যায় 17

হে প্রভু, ন্যায্য বিচারের জন্য আমার প্রার্থনা শুনুন| আমি উচ্চস্বরে আপনাকে ডাকছি এবং আমি যা বলছি, সত্ভাবে বলছি| অতএব, আমার প্রার্থনা শুনুন|
2 আপনি আমার সম্পর্কে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবেন| আপনি সত্যকে দেখতে পান|
3 আপনি আমার অন্তরের গভীর পর্যন্ত দেখেছেন| সারারাত আপনি আমার সঙ্গে ছিলেন| আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছেন এবং আমার মধ্যে কোন ত্রুটি পান নি| আমি কোন মন্দ ফন্দি করি নি|
4 আপনার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে, মানুষের পক্ষে যতখানি কঠিন প্রচেষ্টা সম্ভব, তা আমি করেছি|
5 আমি আপনার পথ অনুসরণ করেছি| আমার দুটি পা, আপনার প্রদর্শিত জীবনের চলার পথ, কখনও পরিত্যাগ করে নি|
6 হে ঈশ্বর, আমি আপনাকে ডাকছি, দয়া করে আমায় উত্তর দিন| আমার কথা শুনুন, আমার প্রার্থনা শুনুন|
7 হে ঈশ্বর, যারা আপনার ওপর নির্ভর করে, তাদের আপনি সাহায্য করেন| সেই সব লোক আপনার ডানদিকে দাঁড়াবে| তাই দয়া করে, আপনার এক অনুগামীর প্রার্থনা শুনুন|
8 আপনার চোখের মণির মত আমায় রক্ষা করুন| আপনার ডানার ছায়ায় আমায় আশ্রয় দিন|
9 প্রভু, সেই সব মন্দ লোক, যারা আমাকে বিনষ্ট করতে চাইছে, তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন| যারা আমার চার পাশে থেকে আমাকে আঘাত করতে চাইছে, তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন|
10 ঐসব মন্দ লোক এত অহঙ্কারী যে তারা ঈশ্বরের বাক্য শুনতেই চায় না এবং তারা নিজেদের সম্পর্কে বড়াই করে|

11 ঐসব লোক আমাকে তাড়া করেছে| এখন তারা আমার চারপাশে রয়েছে| তারা আক্রমণ করার জন্য তৈরী হয়ে রয়েছে|

12 ঐসব মন্দ লোক সিংহের মত অন্য পশুকে হত্যা করে খাবার জন্য অপেক্ষা করছে| তারা সিংহের মত লুকিয়ে থাকে, আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকে|

13 প্রভু উঠুন এবং শত্রুদের কাছে যান| ওদের দিয়ে আত্মসমর্পণ করান| আপনার তরবারি ব্যবহার করে আমাকে মন্দ লোকদের হাত থেকে রক্ষা করুন|

14 প্রভু, আপনার ক্ষমতা দ্বারা দুষ্ট লোকদের বসতভূমি থেকে উচ্ছেদ করুন| প্রভু, বহু লোক আপনার সাহায্যের জন্য এসেছে| এই জীবনে এই সব লোকদের খুব বেশী কিছু নেই| ঐসব লোককে প্রচুর খাদ্য দিন| ওদের শিশুরা যা চায় সব দিন| ওদের শিশুদের এতই বেশী পরিমান দিন যেন, ওরা ওদের শিশুদের জন্যও উদ্বৃত্ত খাদ্য রেখে যেতে পারে|

15 আমি বিচারের জন্য প্রার্থনা করেছি| তাই হে প্রভু আমি আপনাকে দেখবো এবং হে প্রভু, আপনাকে দেখে পরিপূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হব|

অধ্যায় 18

তিনি বললেন, “প্রভু আমার শক্তি, আমি আপনাকে ভালোবাসি!”

2 প্রভুই আমার শিলা, আমার দুর্গ, আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল| আমার ঈশ্বর, আমার শিলা| আমি তাঁর কাছে নিরাপত্তার জন্য ছুটে যাই| ঈশ্বরই আমার ঢালস্বরূপ| তাঁর শক্তি আমায় রক্ষা করে| দুর্গম পাহাড়ে প্রভুই আমার গোপন আশ্রয়স্থল|

3 ওরা আমায় উপহাস করেছে| কিন্তু আমি প্রভুর কাছে সাহায্য চেয়েছি এবং আমার শত্রুদের কাছ থেকে রক্ষা পেয়েছি!

4 আমার শত্রুরা আমায় হত্যা করতে চাইছিল! আমার চারপাশে ছিল মৃত্যুর দড়ি| এক তীব্র বন্যা আমাকে পাতালের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল|

5 আমার চারপাশে ছিল কবরের রজ্জুগুলি| আমার সামনে পড়েছিল মৃত্যুর ফাঁদ|

6 ফাঁদে বদ্ধ হয়ে, আমি প্রভুর কাছে সাহায্য চাইলাম| হ্যাঁ, আমি আমার ঈশ্বরকে ডাকলাম| ঈশ্বর তাঁর মন্দিরে ছিলেন| তিনি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন| তিনি আমার সাহায্যের জন্য কান্না শুনতে পেলেন|

7 সারা পৃথিবী কেঁপে উঠলো, পর্বতের ভিতগুলো পর্যন্ত নড়ে উঠেছিল| কেন? কারণ প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন!

8 ঈশ্বরের নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে এলো| ঈশ্বরের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো জ্বলন্ত অগ্নিশিখা| তাঁর দেহ থেকে জ্বলন্ত আগুন বিচ্ছুরিত হতে লাগলো|

9 আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করে প্রভু নীচে নেমে এলেন! একটি ঘন কালো মেঘের ওপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন|

10 বাতাসের পাখায় চড়ে তিনি আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে উড়ে বেড়াচ্ছিলেন| বাতাসের ওপর ভর করো, তিনি সুদূর শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন|

11 প্রভু একটা ঘন কালো মেঘের মধ্যে লুকিয়েছিলেন, সেই মেঘ তাঁকে তাঁবুর মত ঘিরেছিল| তিনি ঘন বজ্রময় মেঘের মধ্যে লুকিয়েছিলেন|

12 তারপর মেঘ ভেদ করে ঈশ্বরের আলোকময় ঔজ্জ্বল্য বেরিয়ে এলো| সেখানে বজ্রসহ শিলাবৃষ্টি এবং বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা দিল|

13 আকাশ থেকে প্রভু বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠলেন! পরাত্পরের রব শোনা গেল| সেখানে তখন শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রসহ অগ্নিময় বিদ্যুতের ঝলক ছিল|

14 প্রভু তাঁর তীরসমূহনিক্ষেপ করে শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন| প্রভু তীরের মত ক্ষিপ্রগতিতে অনেকগুলো অশনিপাত করলেন এবং লোকরা বিভ্রান্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো|

15 প্রভু আপনি উচ্চস্বরে আপনার আজ্ঞা দিলেন এবং তীব্র বেগে বাতাস বইতে শুরু করলো| জল পেছনে সরে গেল এবং আমরা সমুদ্রের তলদেশ দেখতে সমর্থ হলাম| আমরা পৃথিবীর ভিত দেখতে পেলাম|

16 প্রভু ওপর থেকে নীচে পৌঁছলেন এবং আমাকে রক্ষা করলেন| প্রভু আমাকে গভীর জল থেকে টেনে তুললেন|

17 আমার শত্রুরা আমার চেয়ে শক্তিশালী ছিলো| ওই সব লোক আমায় ঘৃণা করেছে| আমার কাছে আমার শত্রুরা বেশ শক্তিশালীই ছিল, তাই ঈশ্বর আমায় রক্ষা করেছেন!

18 আমি সমস্যার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম এবং আমার শত্রুরা আমায় আক্রমণ করেছিল| কিন্তু আমাকে সহায়তা

দেওয়ার জন্য প্রভু সেখানে ছিলেন!

19 প্রভু আমায় ভালোবাসেন, তাই তিনি আমায় উদ্ধার করলেন. তিনি আমায় নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গেলেন|

20 আমি নিস্পাপ, তাই প্রভু আমাকে আমার যোগ্য পুরস্কার দেবেন| আমি কোন অন্যায় কাজ করি নি, তাই তিনি আমার জন্য হিতকর কাজই করবেন|

21 কেন? কারণ আমি প্রভুর নির্দেশ পালন করেছি! আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন পাপ করি নি|

22 আমি সর্বদাই প্রভুর নির্দেশসমূহ স্মরণে রাখি| আমি তাঁর নির্দেশিত বিধি পালন করি!

23 তাঁর সামনে আমি সর্বদাই সত্ ও বিশুদ্ধ ছিলাম| আমি নিজেকে অন্যায় কাজ থেকে দূরে রেখেছিলাম|

24 এই কারণে প্রভু আমাকে আমার পুরস্কার দেবেন! কেন? কারণ আমি নির্দোষ! প্রভু দেখেছেন, আমি কোন গর্হিত কাজ করি নি| তাই আমার প্রতি তিনি হিতকর কাজই করবেন|

25 প্রভু, যদি কোন লোক প্রকৃতই আপনাকে ভালোবাসে আপনিও তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা প্রদর্শন করুন| আপনার প্রতি কেউ যদি সত্ ও একনিষ্ঠ হয়, আপনিও তার প্রতি সত্ হন|

26 হে প্রভু, যারা ভাল এবং শুচি তাদের কাছে আপনিও ভাল এবং শুচি| কিন্তু, নীচতম এবং ক্রুরতম ব্যক্তিকেও আপনি পরাক্রমী করতে পারেন|

27 প্রভু, নম্র লোকদের আপনি সাহায্য করেন| কিন্তু উদ্ধত ও অহঙ্কারী লোকদের আপনি অবদমিত করেন|

28 প্রভু, আপনিই আমার প্রদীপ জ্বালান| আমার ঈশ্বর, আমার চারদিকের অন্ধকারকে আলোকিত করেন!

29 আপনার সাহায্যে হে প্রভু, আমি সৈন্যদের সঙ্গে ছুটতে পারি| ঈশ্বরের সাহায্য় পেয়ে, আমি শত্রুদের দেওয়ালের ওপর চড়তে পারি|

30 ঈশ্বর সর্বদাই যা সঠিক তাই করে থাকেন| প্রভুর বাক্য পরীক্ষা করা হয়েছে| যারা তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখে, তিনি তাদের রক্ষা করেন|

31 প্রভু ছাড়া আর অন্য কোন ঈশ্বর নেই| আমাদের প্রভু ছাড়া আর কোন শিলা নেই|

32 ঈশ্বর আমায় শক্তি দেন| তিনি আমাকে পবিত্র জীবনযাপন করতে সাহায্য করেন|

33 ঈশ্বর আমাকে হরিণের মত দ্রুত দৌড়তে সাহায্য করেন| উচ্চস্থানে তিনিই আমাকে অবিচল রাখেন|

34 ঈশ্বর আমাকে যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা দেন, তাই আমার বাহুগুলি একটি শক্তিশালী ধনুকে ছিলা পরাতে পারে|

35 ঈশ্বর আপনি আমায় রক্ষা করেছেন এবং জয়ী হতে সাহায্য করেছেন| আপনার ডান হাত দিয়ে আপনি সহায়তা করেছেন| আমার শত্রুকে পরাজিত করতে আপনি আমায় সাহায্য করেছেন|

36 আমার পা এবং গোড়ালি শক্ত করে দিন, যেন আমি হোঁচট না খেয়ে দ্রুত দৌড়তে পারি|

37 আমি যেন আমার শত্রুদের তাড়া করতে পারি এবং তাদের ধরে ফেলতে পারি| তাদের শেষ না করে আমি আর ফিরবো না!

38 আমি আমার শত্রুদের পরাজিত করবো| তারা আর উঠে দাঁড়াবে না| আমার সব শত্রু আমার পায়ের নীচে পড়ে থাকবে|

39 ঈশ্বর, যুদ্ধে আপনিই আমাকে শক্তিশালী করেছেন| আপনিই আমার শত্রুকে আমার সামনে ভূপতিত করেছেন|

40 আমার শত্রুদের পরাজিত করতে আপনি আমায় সাহায্য করেছেন এবং আমি আমার বিরোধীদের বিনষ্ট করেছি!

41 আমার শত্রুরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিল| কিন্তু তাদের সাহায্য করার কেউ ছিল না| তারা এমনকি প্রভুকেও ডেকেছিল, কিন্তু প্রভু তাদের উত্তর দেন নি|

42 আমি আমার শত্রুদের মেরে টুকরো টুকরো করে দিয়েছি| তারা ধূলোর মত বাতাসে উড়ে গিয়েছিল| আমি তাদের একেবারে খণ্ড বিখণ্ড করে ছেড়েছি|

43 যারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করুন| আমাকে সেই সব জাতির নেতা বানিয়ে দিন| যে সব লোকদের আমি জানি না, তারা আমার সেবা করবে|

44 সেই সব লোক আমার সম্পর্কে শোনামাত্রই আমার আজ্ঞাকারী হবে| ঐ বিদেশীরা আমায় ভয় করবে|

45 ঐসব বিদেশীরা ভয়ে শুকিয়ে যাবে| ভয়ে কম্পমান হয়ে ওরা ওদের গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে আসবে|

46 প্রভু জীবন্ত! আমি আমার শিলার প্রশংসা করি| ঈশ্বর আমায় রক্ষা করেন| তিনি মহান!

47 ঈশ্বর আমার জন্য আমার শত্রুদের শাস্তি দিয়েছেন| তিনি লোকদের আমার অধীনে এনে দিয়েছেন|

48 প্রভু, আপনি শত্রুর হাত থেকে আমায় বাঁচিয়েছেন| যারা আমার বিরুদ্ধে গিয়েছিল, তাদের পরাস্ত করতে আপনি আমায় সাহায্য করেছেন| নিষ্ঠুর মানুষের হাত থেকে আপনি আমায় রক্ষা করেছেন|

49 হে প্রভু, এই কারণে আমি সকল জাতির কাছে আপনার প্রশংসা করি| এই জন্যই আপনার নামে আমি স্তোত্র গান করি|

50 প্রভু তাঁর মনোনীত রাজাকে বহু যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করেন! তাঁর মনোনীত রাজার প্রতি তিনি প্রকৃত ভালোবাসা দেখান| তিনি দায়ূদ এবং তাঁর উত্তরপুরুষদের প্রতি চিরদিন বিশ্বস্ত থাকবেন!

অধ্যায় 19

আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা করে| বিতান তাঁর হাতের তৈরী শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কথা ঘোষণা করে|

2 প্রতিটি নতুন দিন, ঈশ্বরের মহত্ত্বের কথা বলে| প্রতিটি রাত্রি ঘোরতরভাবে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রকাশ করে|

3 প্রকৃতপক্ষে তুমি কোন কথা বা শব্দ শুনতে পাবে না| আমাদের কানে শোনার মত কোন শব্দ তারা সৃষ্টি করে না|

4 কিন্তু তাদের "রব" সারা পৃথিবী পরিব্যপ্ত করে রাখে| তাদের "শব্দসকল" পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছায়| সূর্য্যের কাছে আকাশ একটি বাড়ির মত|

5 সকালের সূর্য বাসরঘর থেকে পরিতৃপ্ত বরের মত বেরিয়ে আসে| সূর্য্য হচ্ছে একজন দৌড়বাজের মত| আকাশের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত তার দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দৌড়বার জন্য উদগ্রীব|

6 সূর্য্য আকাশের এক দিক থেকে দৌড় শুরু করে এবং সারা রাস্তা দৌড়ে দৌড়ে আকাশের অন্য প্রান্তে গিয়ে দৌড় শেষ করে| তার তাপ থেকে কিছুই লুকিয়ে থাকতে পারে না| প্রভুর শিক্ষাগুলিও ঠিক এই রকম|

7 প্রভুর শিক্ষামালা হচ্ছে নিখুঁত| সেগুলি ঈশ্বরের লোকদের শক্তি দেয়| প্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য| তা অজ্ঞ মানুষকে জ্ঞানী হতে সাহায্য করে|

8 প্রভুর সকল বিধি যথাযথ| সেগুলি মানুষকে সুখী করে| প্রভুর আজ্ঞাগুলিও উত্তম| সেগুলি মানুষকে বাঁচার যথার্থ পথ দেখায়|

9 প্রভুর উপাসনা সেই আলোর মত, যার দীপ্তি চিরদিন ভাস্বর| প্রভুর সিদ্ধান্তগুলি ভাল এবং ন্যায়সঙ্গত|

10 প্রভুর শিক্ষামালা সব থেকে খাঁটি সোনার চেয়েও মূল্যবান| তা শ্রেষ্ঠ মধু, যা মৌচাক থেকে সরাসরি পাওয়া যায় তার থেকেও মিষ্টি|

11 প্রভুর শিক্ষামালা তাঁর দাসকে সতর্ক করে| সেগুলি পালন করলে মহাফল হয়|

12 প্রভু, কোন ব্যক্তিই তার নিজের সব দোষ দেখতে পায় না| তাই হে প্রভু, গোপনে পাপ করা থেকে আমায় বিরত করুন|

13 আমার যে সব পাপ করতে ইচ্ছা হয়, সেগুলো আমায় করতে দেবেন না| ঐ পাপগুলিকে আমার ওপর প্রভুত্ব করতে দেবেন না| আপনি যদি আমায় সাহায্য করেন, তবে আমি পাপমুক্ত ও শুচি থাকবো|

14 আমার বাক্য এবং চিন্তাসমূহ আপনাকে প্রসন্ন করুক| হে প্রভু, আপনিই আমার শিলা| আপনিই সেই জন যিনি আমার রক্ষা করেন|

অধ্যায় 20

যখন তুমি সংকটের মধ্যে থাকো, তখন প্রভু যেন তোমার ডাকে সাড়া দেন| যাকোবের ঈশ্বর তোমায় সেগুলো অতিক্রম করতে সাহায্য করুন|

2 ঈশ্বর তাঁর পবিত্রস্থান থেকে তোমায় সাহায্য করুন| সিয়োন পর্বত থেকে তিনি যেন তোমায় সাহায্য করেন|

3 তোমার দেওয়া সকল উৎসর্গ ঈশ্বর স্মরণে রাখুন| তোমার দেওয়া সকল নৈবেদ্য যেন তিনি গ্রহণ করেন|

4 তুমি যা চাও, ঈশ্বর যেন তাই মঞ্জুর করেন| তিনি যেন, তোমার সব পরিকল্পনা সফল করেন|

5 ঈশ্বর যখন তোমাকে সাহায্য করেন তখন আমরা আনন্দ করব| এস, আমরা তাঁর নামের প্রশংসা করি| তুমি যা চাও প্রভু যেন তোমাকে তার সব কিছুই দেন!

6 এখন আমি জেনেছি, প্রভু তাঁর মনোনীত রাজাকে সাহায্য করেন! প্রভু তাঁর পবিত্র স্বর্গলোকে বিরাজিত ছিলেন এবং তাঁর মনোনীত রাজাকে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন|

7 কিছু লোক তাদের রথের ওপর নির্ভর করেছিল| কিছু লোক তাদের সৈন্যদের ওপর নির্ভর করেছিল| কিন্তু আমরা

স্মরণে রেখেছিলাম আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে|

8 সেই সব লোকগুলো পরাজিত হয়েছে, তারা যুদ্ধে মারা গেছে| কিন্তু আমরা জিতেছি! আমরা বিজয়ী হয়েছি!

9 প্রভু তাঁর মনোনীত রাজাকে রক্ষা করেছেন! ঈশ্বরের মনোনীত রাজা সাহায্য চাইলো| প্রভু তার উত্তর দিলেন!

অধ্যায় 21

প্রভু, আপনার শক্তি রাজাকে সুখী রাখে| আপনি যখন তাকে রক্ষা করেন তখন সে অত্যন্ত খুশী হয়|

2 রাজা যা যা চেয়েছিল, আপনি তাকে তাই দিয়েছেন| প্রভু, রাজা কিছু চেয়েছিল এবং আপনি তাকে ঠিক তাই দিয়েছেন সে যা চেয়েছিল|

3 প্রভু, সত্যিই আপনি রাজাকে আশীর্বাদ করেছেন| আপনিই তার মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন|

4 ঈশ্বর, রাজা আপনার কাছে জীবন চেয়েছিলো, আপনি তাকে তাই দিয়েছেন! আপনি তাকে দীর্ঘ জীবন দিয়েছেন, যা যুগ যুগ ধরে চলছে|

5 আপনি রাজাকে জয়ের পথে পরিচালিত করেছেন এবং তাকে মহান গৌরব এনে দিয়েছেন| আপনি তাকে সম্মান এবং প্রশংসা দিয়েছেন|

6 ঈশ্বর, সত্যিই আপনি রাজাকে চিরদিনের জন্য আশীর্বাদ করেছেন| যখন রাজা আপনার মুখ দর্শন করে, তখন সে ভীষণ খুশী হয়|

7 রাজা প্রভুর ওপর আস্থা রাখে| হে পরাত্পর, তাকে হতাশ করবেন না|

8 হে ঈশ্বর, আপনি আপনার শত্রুদের দেখাবেন যে আপনি শক্তিমান| যারা আপনাকে ঘৃণা করে, আপনার শক্তি তাদের পরাজিত করবে|

9 হে প্রভু, আপনি যখন রাজার সঙ্গে থাকেন, তখন সে একটা জ্বলন্ত চুল্লির মত যা সব কিছুকেই পুড়িয়ে দেয়| তার ক্রোধ লেলিহান আগুনের মত জ্বলতে থাকে এবং সে শত্রুদের বিনাশ করে|

10 আর তার শত্রুদের পরিবারসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে| তারা এই পৃথিবী থেকে সরে যাবে|

11 কেন? কারণ ঐসব লোক প্রভু, আপনার বিরুদ্ধে খারাপ কাজের ফন্দি এঁটেছিল কিন্তু তারা সফল হতে পারে নি|

12 প্রভু, ঐসব লোককে আপনি আপনার ক্রীতদাস করে রেখেছেন| আপনি ওদের একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধেছেন| আপনি ওদের গলায় দড়ি পরিয়েছেন| আপনি ওদের ক্রীতদাসের মত মাথা নত করিয়েছেন|

13 প্রভু, আমরা আপনার মহত্বের গৌরব-গাথা গাইবো! হে প্রভু, আপনার বিরাটত্বে আপনি মহিমান্বিত হউন!

অধ্যায় 22

হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর! কেন আপনি আমায় ছেড়ে চলে গেছেন? আপনি এত দূরে যে, আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না! আপনি এত দূরে যে, আমার সাহায্যের জন্য চিৎকার ও শুনতে পাবেন না!

2 ঈশ্বর আমার, সারাদিন ধরে আমি আপনাকে ডেকেছি| কিন্তু আপনি সাড়া দেন নি| সারারাত ধরে আমি আপনাকে ডেকেছি|

3 ঈশ্বর, আপনি হলেন সেই পবিত্র একজন| আপনি রাজার মত থেকে যান| ইস্রায়েলের প্রশংসাই আপনার সিংহাসন|

4 আমাদের পূর্বপুরুষরা আপনার ওপর বিশ্বাস করেছিলেন| হ্যাঁ, হে ঈশ্বর তাঁরা আপনার ওপর বিশ্বাস করেছিলেন এবং আপনি তাঁদের রক্ষা করেছেন|

5 ঈশ্বর, আমাদের পূর্বপুরুষরা আপনার কাছে সাহায্যের জন্য কেঁদে পড়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন| তাঁরা আপনার ওপর আস্থা রেখেছিলেন এবং তাই তাঁরা আশাহত হন নি!

6 সুতরাং, আমি কি কীট, মানুষ নই? লোকে আমার সম্পর্কে লজ্জা বোধ করে এবং আমাকে ঘৃণা করে|

7 প্রত্যেকে যারা আমাকে দেখে, আমায় নিয়ে ঠাট্টা করে| তারা তাদের মাথা নাড়ায় এবং আমায় জিভ ভেঙ্গায়|

8 তারা আমায় বলে: “প্রভুর কাছে সাহায্য চাও| হয়তো বা তিনি তোমার পরিত্রাণ করবেন| তিনি যদি সত্যিই তোমায় পছন্দ করেন, নিশ্চয়ই তিনি তোমায় উদ্ধার করবেন!”

9 হে ঈশ্বর, এটাই প্রকৃত সত্য যে, একমাত্র আপনার ওপরেই আমি নির্ভর করি| এমন কি আমি যখন আমার মায়ের বুকের দুধ খেতাম আপনি আমাকে আশ্বাস এবং স্বস্তি দিতেন|

10 যে দিন আমি জন্মেছি, সে দিন থেকেই আপনি আমার ঈশ্বর| মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পরেই আমি আপনার যত্নে লালিত হয়েছি|

11 তাই, হে আমার ঈশ্বর, আমাকে ছেড়ে যাবেন না! কারণ সংকট নিকটবর্তী| আমাকে সাহায্য করার মত কেউই নেই|

12 আমার চারপাশে লোকজন রয়েছে, শক্তিশালী বলদের মত তারা আমার চারদিকে ঘিরে রয়েছে|

13 তাদের মুখগুলো একটা গর্জনকারী সিংহের মত হাঁ করে খোলা, যেন তার শিকারের দিকে সবেগে ছুটে যাচ্ছে|

14 মাটিতে ফেলে দেওয়া জলের মত আমার শক্তি চলে গেছে| আমার অস্থিগুলো আলাদা হয়ে গেছে| আমি আমার সাহস হারিয়ে ফেলেছি!

15 আমার শক্তিভাঙ্গা মৃত্ পাত্রের মতই শুকিয়ে গেছে| আমার জিভ তালুতে আটকে যাচ্ছে| আপনি আমাকে "মৃত্যুর ধূলায়" পৌঁছে দিয়েছেন|

16 আমার চারপাশে "কুকুর" ঘুরে বেড়াচ্ছে| সেই সব মন্দ লোকেদের দল আমাকে ফাঁদে ফেলেছে| সিংহের মত তারা আমার হাত ও পা বিদ্ধ করে দিয়েছে|

17 আমি আমার হাড়গুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি| লোকজন আমার দিকে চেয়ে রয়েছে! তারা ক্রুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে!

18 ঐ লোকগুলো ওদের মধ্যে আমার কাপড়গুলো ভাগাভাগি করে নিচ্ছে| তারা আমার কাপড়ের জন্য ঘুঁটি চালছে|

19 প্রভু, আমাকে ছেড়ে যাবেন না! আপনিই আমার শক্তি| শীঘ্রই আমাকে সাহায্য করুন!

20 প্রভু, শত্রুর তরবারি হতে আমায় রক্ষা করুন| ওই সব কুকুরদের হাত থেকে আমার মূল্যবান জীবন রক্ষা করুন|

21 আমাকে সিংহের মুখ থেকে রক্ষা করুন| বলদের শিং এর আঘাত থেকে আমায় রক্ষা করুন|

22 প্রভু, আপনার সম্পর্কে আমি আমার ভাইদের বলবো| মহাসমাজের সামনে আমি আপনার প্রশংসা করব|

23 তোমরা যারা প্রভুর উপাসনা কর, তারা প্রভুর প্রশংসা কর! হে ইস্রায়েলের উত্তরপুরুষগণ প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর! হে ইস্রায়েলের মানুষ প্রভুকে ভয় ও শ্রদ্ধা কর|

24 কেন? কারণ প্রভু দরিদ্র লোকদের তাদের সংকটে সাহায্য করেন| প্রভু তাদের জন্য লজ্জিত নন| যদি মানুষ তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তিনি তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকেন না|

25 প্রভু, মহাসমাজে আমার প্রশংসা আপনার কাছ থেকেই আসে| এইসব উপাসনাকারী ভক্তদের সামনে, আমার মানত করা বলি আমি আপনাকে উৎসর্গ করবো|

26 দরিদ্র লোকরা খেয়ে তৃপ্ত হবে| তোমরা যারা প্রভুকে খুঁজছ, তারা তাঁর প্রশংসা কর! তোমাদের অন্তঃকরণ চিরজীবি হউক!

27 তোমরা, সুদূর দেশগুলির জনগণ, প্রভুকে মনে রেখো এবং তাঁর কাছে ফিরে এস! যে সব মানুষ বিদেশে থাকে তারাও যেন প্রভুরই উপাসনা করে|

28 কেন? কারণ প্রভুই রাজা| তিনি সব জাতিকে শাসন করেন|

29 বলিষ্ঠ এবং সুদেহী লোকেরা আহারান্তে ঈশ্বরের কাছে প্রণিপাত করবে| বস্তুতঃ সকলে যারা মারা যাবে এবং যারা ইতিমধ্যেই মারা গেছে তারা সকলেই ঈশ্বরের কাছে অবনত হবে!

30 এবং ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরপুরুষরা প্রভুর সেবা করবে| লোকে চিরদিন তাঁর কথা বলবে|

31 প্রত্যেকটি প্রজন্ম তাদের শিশুদের কাছে ঈশ্বর যে ভাল জিনিসগুলি করেছেন সে সম্পর্কে বলবে|

অধ্যায় 23

প্রভুই আমার মেষপালক| আমার যা কিছু চাই, সবসময় আমি তা-ই নেব|

2 তিনি আমাকে সবুজ চারণ ক্ষেত্রে শুইয়ে দেন| তিনি আমাকে বিশ্রাম জলাধারের পাশে পরিচালিত করেন|

3 তাঁর নামের মহিমা উপলব্ধি করার জন্য তিনি আমার আত্মাকে নতুন শক্তি দেন| তাঁর নামের জন্য তিনি আমায় ঠিক পথে পরিচালিত করেন|

4 এমনকি, যদি আমি কবরের মত গাঢ় অন্ধকারময় কোন উপত্যকা দিয়ে হেঁটে যাই, আমি কোন বিপদের দ্বারা ভীত হব না| কেন? কারণ আপনি যে আমার সঙ্গে রয়েছেন প্রভু| আপনার শাসনদণ্ড আমাকে স্বস্তি দেয়, নিরাপদে রাখে|

5 প্রভু, আপনি আমার শত্রুদের সামনে আমার টেবিল তৈরী করেছিলেন| আপনি আমার মাথায় তেল দিয়ে আমাকে অভিবাদন করেছিলেন| আমার পানপাত্র পরিপূর্ণ এবং তা উপচে পড়ছে|
6 ধার্ম্মিকতা এবং ক্ষমা আজীবন আমার সঙ্গে থাকবে| এবং আমি প্রভুর মন্দিরে দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকবো|

অধ্যায় 24

এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুই প্রভুর| এই জগত্ এবং জগতের সব লোকও তাঁর|
2 প্রভু জলের ওপর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন| তিনি নদীসমূহের ওপর এই সব তৈরী করেছেন|
3 কে প্রভুর পর্বতে আরোহণ করতে পারে? কে প্রভুর পবিত্র মন্দিরে গিয়ে দাঁড়াতে পারে?
4 সেই সব লোক যারা মন্দ কাজ করে নি, সেই সব লোক যাদের অন্তঃকরণ শুচি, সেই সব লোকরা যারা মিথ্যেকে সত্যের মত করে বলবার সময় আমার নাম নেয় নি, যারা মিথ্যা কথা বলে নি এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় নি একমাত্র সেই সব লোকই এখানে উপাসনা করতে পারে|
5 ভালো লোকরা প্রভুকে অন্যদের আশীর্বাদ করবার জন্য বলে| ঐসব ভালো লোকরাও ঈশ্বর, তাদের পরিত্রাতাকে ভাল কাজই করতে বলে|
6 সেই সব ভালো লোক ঈশ্বরকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে| তারা সাহায্যের জন্য যাকোবের ঈশ্বরের কাছে যায়|
7 হে ফটক সকল, তোমাদের মাথা তোল! হে প্রাচীন দ্বারসমূহ, খুলে যাও, কারণ মহিমান্বিত রাজা ভেতরে আসবেন|
8 কে সেই মহিমান্বিত রাজা? প্রভুই সেই রাজা| তিনিই পরাক্রমী সৈনিক| প্রভুই সেই রাজা, তিনিই যুদ্ধের নায়ক|
9 হে ফটক সকল তোমাদের মাথা তোল! হে প্রাচীন প্রবেশ দ্বারসমূহ, খুলে যাও, কারণ মহিমান্বিত রাজা ভেতরে আসবেন|
10 কে সেই মহিমান্বিত রাজা? সর্বশক্তিমান প্রভুই সেই রাজা| তিনিই সেই মহিমান্বিত রাজা!

অধ্যায় 25

প্রভু, আমি নিজেকে আপনার হাতে সমর্পণ করেছি|
2 হে আমার ঈশ্বর, আমি আপনাতে আস্থা রাখি| তাই আমাকে লজ্জিত করবেন না| আমার শত্রুরা যেন আমার ওপর জয়লাভ না করে|
3 যদি কোন ব্যক্তি আপনার ওপর নির্ভর করে, সে কখনও হতাশাগ্রস্থ হবে না| কিন্তু বিশ্বাসঘাতকরা হতাশ হবে| তারা কিছুই পাবে না|
4 হে প্রভু, আপনার পথগুলি আমাকে দেখান| আপনার পথ সম্পর্কে আমায় শিক্ষা দিন|
5 আমায় পরিচালিত করুন এবং আপনার সত্য সম্পর্কে আমায় শিক্ষা দিন| আপনিই আমার ঈশ্বর, আমার পরিত্রাতা| প্রতিদিন আমি আপনার ওপর নির্ভর করি|
6 হে প্রভু, আমার প্রতি দয়া করে আমায় স্মরণ করবেন| যে কোমল ভালোবাসা আপনি আমায় চিরদিন দিয়ে এসেছেন সেই ভালোবাসা আমার প্রতি প্রদর্শন করুন|
7 আমার তরুণ বয়সের কৃত কুকর্ম ও পাপ আপনি স্মরণে রাখবেন না| হে প্রভু, আপনার সুনামের জন্য, আমায় ভালোবেসে স্মরণ করবেন|
8 প্রভু প্রকৃতপক্ষেই ভাল এবং সত্| তিনি পাপীদের ঠিক পথে জীবনযাপন করবার শিক্ষা দেন|
9 যারা বিনীত, তাদেরই তিনি তাঁর পথগুলি শেখান| তিনি ন্যায়পথে তাদের পরিচালিত করেন|
10 প্রভুই রাজা, যারা তাঁর চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি অনুসরণ করে তিনি তাদের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হন|
11 হে প্রভু, আমি অনেক পাপ কাজ করেছি| কিন্তু আপনার মহত্ব দেখাবার জন্য, আমি যা যা করেছিলাম, সেগুলো সবই আপনি ক্ষমা করেছেন|
12 যদি কোন লোক প্রভুকেই অনুসরণ করবে বলে মনোনীত করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে বেঁচে থাকবার শ্রেষ্ঠ রাস্তা দেখাবেন|
13 সেই লোক ভাল জিনিস উপভোগ করতে পারবে, এবং তাঁর সন্তানরা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূখণ্ড পাবে|
14 প্রভু তাঁর গূঢ় কথা তাঁর অনুগামীদের বলেন| তাঁর চুক্তি সম্পর্কে তিনি তাদের শিক্ষা দেন|

15 সাহায্যের জন্য আমি সর্বদাই প্রভুর দিকে চেয়ে থাকি| তিনি সর্বদাই আমাকে সমস্যার জাল থেকে মুক্ত করেন|
16 হে প্রভু, আমি নিঃসহায় এবং নিঃসঙ্গ| আমার দিকে মুখ ফেরান, আমায় কৃপা করুন|
17 আমাকে আমার সংকটসমূহ থেকে মুক্ত করুন| আমার সমস্যাগুলির সমাধান করতে আমায় সাহায্য করুন|
18 আমার প্রচেষ্টা ও সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করুন| আমার সকল পাপ থেকে আমায় ক্ষমা করে দিন|
19 আমার যেসব শত্রু আছে তাদের দিকে দেখুন| তারা আমায় ঘৃণা করে, আমায় আঘাত করতে চায়|
20 হে ঈশ্বর, আমায় রক্ষা করুন এবং আমায় উদ্ধার করুন| আমি আপনার ওপর নির্ভর করি| দয়া করে আমায় হতাশ করবেন না|
21 হে ঈশ্বর, আপনি প্রকৃতই ভাল| আমি আপনাতে নির্ভর করি, তাই আমায় রক্ষা করুন|
22 হে ঈশ্বর, ইস্রায়েলের লোকদের, তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করুন|

অধ্যায় 26

প্রভু, আমার বিচার করুন| আমি যে সত্ পথে জীবনযাপন করেছি তা প্রমাণ করে দিন| আমি কখনও প্রভুতে আস্থা রাখা থেকে বিরত হই নি|
2 প্রভু আমায় পরীক্ষা করুন, আমার হৃদয় ও মনকে খুব ভালোভাবে দেখুন|
3 আমি সর্বদাই আপনার কোমল ভালোবাসা দেখতে পাই| আপনার সত্যে আমি বাঁচি|
4 আমি মিথ্যাবাদী ও কপটাচারীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করি না| আমি ঐসব অকেজো লোকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হই না|
5 ঐসব অপরাধীদের দলগুলিকে আমি ঘৃণা করি| ঐসব শয়তানদের দলে আমি যোগ দেবো না|
6 হে প্রভু আমি যে নিস্পাপ তা দেখাতে এবং আপনার যজ্ঞবেদীতে যাওয়ার জন্য আমি আমার হাত ধুই|
7 প্রভু আমি আপনার প্রশংসা গান গাই| আপনার সৃষ্টিকরা আশ্চর্য্য বিষয় সম্পর্কে আমি গান গাই|
8 প্রভু আমি আপনার মন্দিরকে ভালোবাসি| আমি আপনার মহিমাময় তাঁবু ভালোবাসি|
9 প্রভু আমাকে ঐসব পাপীদের দলভুক্ত করবেন না| ঐসব খুনীদের সঙ্গে আমার জীবন গ্রহণ করবেন না|
10 ঐ লোকগুলো সব সময় অন্যদের প্রতারিত করে| খারাপ কাজ করার জন্য ওরা সর্বদাই উত্কোচ নিতে প্রস্তুত|
11 কিন্তু আমি নির্দোষ| তাই হে ঈশ্বর, আমার প্রতি সদয় হোন এবং আমায় রক্ষা করুন|
12 সব বিপদ থেকে আমি সুরক্ষিত| হে প্রভু, আমি আপনার মণ্ডলীগণের সামনে আপনার প্রশংসা করি|

অধ্যায় 27

প্রভু, আপনিই আমার জ্যোতি এবং আমার পরিত্রাতা| আমি কাউকেই ভয় পাবো না! প্রভুই আমার জীবনের সুরক্ষা স্থান, তাই কোন লোককেই আমি ভয় পাবো না|
2 মন্দ লোকেরা আমায় আক্রমণ করতে পারে এবং আমার শত্রুরা আমায় ধ্বংস করবার চেষ্টা করতে পারে, তখন তারা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে|
3 যদি একদল সৈন্যও আমার চারদিকে ঘিরে থাকে, আমি ভয় করবো না| এমনকি যুদ্ধে যদি লোকজন আমায় আক্রমণ করে, আমি ভয় করবো না| কেন? কারণ আমি প্রভুকে বিশ্বাস করি|
4 প্রভুর কাছ থেকে আমি কেবলমাত্র একটা জিনিসই চাইবো: “আমাকে সারাজীবন মন্দিরে তাঁর সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য এবং তাঁকে সাক্ষাত্ করবার জন্য প্রভুর মন্দিরে বসে থাকতে দিন|”
5 যখন আমি বিপদগ্রস্থ তখন প্রভুই আমায় রক্ষা করবেন| তাঁর তাঁবুতেই তিনি আমায় লুকিয়ে রাখবেন| তিনি আমাকে তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ে তুলে নেবেন|
6 আমার শত্রুরা আমায় ঘিরে রয়েছে| কিন্তু ওদের পরাজিত করতে প্রভু আমায় সাহায্য করবেন! তারপর আমি তাঁর তাঁবুতে বলি উৎসর্গ করবো| আনন্দধ্বনি করে আমি উৎসর্গ নিবেদন করব| প্রভুর সম্মানে আমি গান-বাজনা করবো|
7 প্রভু আমার কথা শুনুন| আমায় উত্তর দিন| আমার প্রতি সদয় হোন|
8 প্রভু, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই| আমার অন্তর থেকে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই| আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি আপনার সামনে এসেছি|
9 প্রভু, আপনার দাস আমি, আমার দিক থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নেবেন না| আমায় সাহায্য করুন! আমায় সরিয়ে

দেবেন না! আমায় ফেলে চলে যাবেন না! ঈশ্বর আমার, আপনিই আমার পরিত্রাতা|

10 আমার মা বাবা আমায় ছেড়ে চলে গেছেন| কিন্তু প্রভু আমায় গ্রহণ করেছেন| তিনি আমায় তাঁর আপনজন করে নিয়েছেন|

11 প্রভু আমার প্রচুর শত্রু আছে| তাই আপনার পথ আমায় শেখান| আমায় সঠিক কাজ করতে শেখান|

12 প্রভু, আমার বিরোধী পক্ষকে আমায় পরাজিত করতে দেবেন না| কারণ মিথ্যে সাক্ষীরা আদালতে আমার বিরুদ্ধে কথা বলেছে| আমার বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কায়র্যকলাপ উদ্রেক করবার জন্য তারা এটা করেছিল|

13 আমি প্রকৃতই বিশ্বাস করি যে, আমার মৃত্যুর পূর্বেআমি প্রভুর ধার্মিকতা দেখে যাবো|

14 প্রভুর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা কর| শক্তিমান ও সাহসী হও এবং প্রভুর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা কর!

অধ্যায় 28

হে প্রভু, আপনি আমার শিলা| আপনার সাহায্যের জন্য আমি আপনাকে ডাকছি| আমার প্রার্থনা থেকে কান ফিরিয়ে নেবেন না| যদি আপনি আমার ডাকে সাড়া না দেন, লোকে ভাববে আমি কবরের মৃত ব্যক্তির চেয়ে উন্নত কিছু নই|

2 প্রভু, আমার দু হাত তুলে আপনার পবিত্রতম স্থানে আমি প্রার্থনা জানাই| যখন আমি আপনাকে ডাকি আমার ডাক শুনুন| আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন|

3 প্রভু, আমাকে খারাপ লোকদের একজন ভাববেন না| সেই সব লোক “সলোম” শব্দের দ্বারা তাদের প্রতিবেশীদের অভিনন্দন করে| কিন্তু মনে মনে তারা প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে মন্দ ফন্দি আঁটে|

4 প্রভু, ঐসব লোক অন্যান্য লোকদের প্রতি মন্দ আচরণ করে| অতএব তাদের যাতে খারাপ হয় তাই করুন| যেমন ওরা অন্যদের করেছিল|

5 মন্দ লোকরা কখনই প্রভুর ভালো কাজগুলো বুঝতে পারে না| প্রভু যে সব ভালো কাজ করেন তা তারা দেখে না| না তারা বুঝতে চায় না, তারা শুধু ধ্বংস করতে চায়|

6 প্রভুর প্রশংসা কর! তিনি আমার প্রতি করুণা করার প্রার্থনা শুনেছেন!

7 প্রভুই আমার শক্তি, তিনিই আমার ঢাল| আমি তাঁকে বিশ্বাস করেছি| তিনি আমায় সাহায্য করেছেন| আমি প্রচণ্ড খুশী! এবং তাই আমি তাঁর প্রশংসা করে গান গাইছি|

8 প্রভু যাকে পছন্দ করেন তাঁকে রক্ষা করেন| প্রভুই তাঁর শক্তি!

9 ঈশ্বর আপনার লোকদের রক্ষা করেন| আপনার অধিকারভুক্ত যারা তাদের আশীর্বাদ করুন| তাদের আপনি চিরকালের জন্য নেতৃত্ব দিন এবং তাদের সম্মান দিন!

অধ্যায় 29

হে ঈশ্বরের সন্তানরা, তোমরা প্রভুর প্রশংসা কর! তাঁর শক্তি এবং মহিমার প্রশংসা কর|

2 প্রভুর প্রশংসা কর এবং তাঁর নামের সম্মান কর! তোমরা পবিত্র বস্ত্র পরে তাঁর উপাসনা কর|

3 প্রভুর রব সমুদ্রের এপার থেকে ওপারে শোনা যায়| মহিমান্বিত ঈশ্বরের রব মহাসমুদ্রের বজ্রধ্বনির মত|

4 প্রভুর রব তাঁর শক্তি ঘোষণা করে| প্রভুর রব তাঁর মহিমা প্রকাশ করে|

5 প্রভুর রব বিরাট বড় এরস গাছদের ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয়| প্রভু লিবানোনের এরস গাছ ভেঙ্গে দিয়েছেন|

6 প্রভু লিবানোনকে প্রকম্পিত করেছেন| দেখে মনে হয় যেন একটি বাচ্চা বাছুর নাচছে| শিরিযোণপ্রকম্পিত হচ্ছে| দেখে মনে হয় যেন একটা বাচ্চা ছাগল লাফাচ্ছে|

7 বিদ্যুতের চমক দিয়ে প্রভুর রব বাতাসকে কেটে কেটে দিচ্ছে|

8 প্রভুর রব মরুভূমিকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে| প্রভুর রবে কাদেশ মরুভূমি কেঁপে উঠছে|

9 প্রভুর রব দেবদারু গাছকে কাঁপিয়ে দেয়| প্রভু বনস্থলী ধ্বংস করেন| কিন্তু তাঁর পবিত্র মন্দিরে, লোকে তাঁর মহিমার গান গায়|

10 প্লাবনের সময় প্রভুই ছিলেন রাজা এবং চিরদিনের জন্য প্রভুই রাজা থাকবেন|

11 প্রভু তাঁর লোকদের শক্তি দেন| তিনি তাঁর লোকেদের শান্তি দিয়ে আশীর্বাদ করেন|

অধ্যায় 30

প্রভু, আপনি আমায় আমার সংকটগুলি থেকে টেনে তুলেছেন| আপনি আমাকে আমার শত্রুদের হাতে পরাজিত হতে এবং বিদ্রূপ করতেও দেন নি| তাই আপনার প্রতি আমি সম্মান দেখাবো|

2 প্রভু, আমার ঈশ্বর, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম| এবং আমার প্রার্থনা শুনে আপনি আমায় আরোগ্য করে তুলেছেন|

3 আপনি আমায় কবর থেকে টেনে তুলেছেন| আপনি আমায় বাঁচতে দিয়েছেন| মৃত্যু লোকের মৃত মানুষদের সঙ্গে আমাকে থাকতে হয় নি|

4 ঈশ্বরের অনুগামীরা, প্রভুর প্রতি স্তবগান কর| তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসা কর!

5 যখন ঈশ্বর ক্রুদ্ধ ছিলেন তখন "মৃত্যু" ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত| কিন্তু তিনি আমার প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে আমাকে দিয়েছেন "জীবন|" রাত্রে আমি লুটিয়ে পড়ে কাঁদি| পরদিন সকালে আমি আনন্দে গান গাই!

6 যখন নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে ছিলাম আমি ভেবেছিলাম কিছুই আমাকে আঘাত করতে পারবে না!

7 হ্যাঁ, প্রভু যখন আপনি আমার প্রতি সদয় ছিলেন আমি অনুভব করেছিলাম কোন কিছুই আমাকে হারাতে পারবে না! কিন্তু যখন আপনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম|

8 তাই, হে ঈশ্বর আমি ফিরে এসে আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি| আমি আপনার কাছে করুণা প্রার্থনা করেছি|

9 আমি বলেছিলাম, "হে ঈশ্বর, যদি আমি মরে কবরে যাই, তাতে কি ভালো হবে? মৃত লোকরা শুধুই ধূলোয় শুয়ে থাকে! তারা আপনার প্রশংসা করে না| আমরা যে আপনার ওপর কতখানি নির্ভর করতে পারি, তা তারা অন্যান্য লোদের বলে না|

10 প্রভু আমার প্রার্থনা শুনুন এবং আমার প্রতি সদয় হোন! প্রভু আমায় সাহায্য করুন!

11 আমি প্রার্থনা করেছিলাম এবং আপনি আমায় সাহায্য করেছেন! আপনি আমার কান্নাকে নৃত্যে পরিণত করেছেন| আপনি আমায় চটের বস্ত্র সরিয়ে দিয়ে আনন্দ দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন|

12 প্রভু আমার ঈশ্বর, আমি চিরদিন আপনার প্রশংসা করবো, তাই কখনই নীরবতা থাকবে না| সর্বদাই কোন একজন থাকবে, যে আপনার সম্মানের জন্য আপনার প্রশংসা গীত গাইবে|

অধ্যায় 31

প্রভু, আমি আপনার ওপর নির্ভর করি| আমাকে হতাশ করবেন না| আমার প্রতি সদয় হোন এবং আমায় রক্ষা করুন|

2 হে ঈশ্বর, আমার কথা শুনুন| শীঘ্রই আপনি এসে আমায় রক্ষা করুন| আপনি আমার নিরাপদ আশ্রয় হোন| আপনি আমার নিরাপদ দুর্গ হোন| আমায় সুরক্ষিত করুন!

3 ঈশ্বর, আপনিই আমার শিলা; তাই, আপনার নামের স্বার্থে আমায় পরিচালিত করুন|

4 আমার শত্রুরা আমার সামনে এক ফাঁদ পেতে রেখেছে| ওদের ফাঁদ থেকে আমায় উদ্ধার করুন| আপনিই আমার নিরাপদ আশ্রয়|

5 প্রভু, আপনিই সেই ঈশ্বর যাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি| আমার জীবন আমি আপনার হাতে সমর্পণ করলাম| আমায় উদ্ধার করুন!

6 যারা মূর্তিসমূহের পূজা করে, তাদের আমি ঘৃণা করি| আমি একমাত্র প্রভুকেই বিশ্বাস করি|

7 হে ঈশ্বর, আপনার করুণায় আমি খুব খুশী| আপনি আমার দুর্ভোগ দেখেছেন| আমার যে সব সমস্যা ছিল তাও আপনি জানেন|

8 আপনি আমাকে আমার শত্রুদের হস্তগত করবেন না| ওদের ফাঁদ থেকে আপনি আমায় মুক্ত করবেন|

9 প্রভু, আমার অসংখ্য সমস্যা আছে| তাই আমার প্রতি সদয় হন| আমি মানসিকভাবে এমন বিপর্যস্ত যে কেঁদে কেঁদে আমার চোখ ব্যথা করছে| আমার গলা ও পেট জ্বালা করছে|

10 আমার জীবন দুঃখে শেষ হতে চলেছে| দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে আমার বছরগুলি কাটছে| আমার সংকটগুলি আমার সব শক্তিকে কেড়ে নিচ্ছে| আমার সব শক্তি, আমায় ত্যাগ করছে|

11 শত্রুরা আমায় ঘৃণা করছে| আমার প্রতিবেশীরাও আমায় ঘৃণা করছে| সমস্ত আত্মীয়রা আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা করে| তারা আমাকে ভয় পায় এবং এড়িয়ে চলে|

12 হারিয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতির মত লোকরা আমাকে ভুলে গেছে|

13 লোকরা আমার সম্পর্কে যে সব ভয়ঙ্কর কথা বলে, তা আমি শুনি| ঐসব লোক আমার বিরুদ্ধে গেছে| ওরা আমায় মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছে|

14 হে প্রভু, আমি আপনাতে আস্থা রাখি| আপনিই আমার ঈশ্বর|

15 আমার জীবন আপনার হাতে রয়েছে| আমার শত্রুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন| কিছু লোক আমায় তাড়া করছে| ওদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন|

16 দয়া করে আপনার দাসকে অভ্যর্থনা করুন এবং গ্রহণ করুন| আমার প্রতি সদয় হোন এবং আমাকে রক্ষা করুন!

17 প্রভু, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি, তাই আমি হতাশ হবো না, মন্দ লোকেরা হতাশ হবে| ওরা নীরবে কবরে যাবে|

18 ঐসব মন্দ লোক নিজেদের সম্পর্কে বড়াই করে এবং সত্ লোকেদের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে| ঐসব মন্দ লোকেরা প্রচণ্ড উদ্ধত| কিন্তু যে মুখ দিয়ে ওরা মিথ্যা কথা বলে তা নীরব হয়ে যাবে|

19 হে ঈশ্বর, আপনার অনুগামীদের জন্য আপনি অনেক ভালো জিনিষ বাঁচিয়ে রেখেছেন| যারা আপনাকে বিশ্বাস করে তাদের জন্য সকলের সামনেই আপনি ভাল কাজ করেন|

20 সত্ লোকদের আঘাত করার জন্য মন্দ লোকরা একসঙ্গে জড় হয়| ঐসব মন্দ লোক লড়াই শুরু করতে চায়| কিন্তু আপনি সেই সব সত্ লোকদের লুকিয়ে রাখেন এবং তাদের রক্ষা করেন| আপনার নিজের আশ্রয়ে আপনি তাদের রক্ষা করেন|

21 প্রভু ধন্য! সারা শহর যখন শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত, তখন তিনি আমার প্রতি, তাঁর আশ্চর্য্য করুণা দেখিয়েছেন|

22 আমি ভীত হয়ে বলেছিলাম, "আমি এমন এক জায়গায় রয়েছি সেখানে ঈশ্বরও আমাকে দেখতে পাবেন না|" কিন্তু হে ঈশ্বর, আপনার সাহায্য চেয়ে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম এবং আপনি আমার উচ্চস্বরের প্রার্থনা শুনেছিলেন|

23 হে ঈশ্বরের অনুগামীরা, তোমরা অবশ্যই প্রভুকে ভালোবেসো! যারা প্রভুর প্রতি নিষ্ঠাবান, প্রভু তাদের রক্ষা করেন| কিন্তু যারা নিজের ক্ষমতা নিয়ে দম্ভ করে প্রভু তাদের শাস্তি দেন| তারা তাদের প্রাপ্য শাস্তি পায়|

24 তোমরা যারা প্রভুর সাহায্যের জন্য প্রতীক্ষা করছো, তারা সাহসী হও, শক্তিশালী হও!

অধ্যায় 32

একজন ব্যক্তি, যার পাপসমূহ ক্ষমা করা হয়েছে, সে প্রকৃতই ধন্য| যার পাপ মুছে দেওয়া হয়েছে, সেই লোকও সত্যিই ধন্য|

2 একজন ব্যক্তি সত্যিকারের সুখী যখন প্রভু তাকে বলেন তার কোন দোষ নেই| সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান, সে তার গোপন পাপ লুকিয়ে রাখে নি|

3 ঈশ্বর, আমি বার বার আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি, কিন্তু আমার গোপন পাপের কথা আমি বলিনি| তাই যতবার আমি প্রার্থনা করেছি, ততবারই আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি|

4 দিন রাত আপনি আমার জীবনকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলেছেন| গ্রীষ্মকালের শুকনো জমির মত আমি শুকিয়ে গিয়েছিলাম|

5 তখন আমি আমার সব পাপ প্রভুর কাছে স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিলাম| প্রভু, আমি আপনাকে আমার পাপের কথা বলেছি| আমার কোন অপরাধ আমি লুকিয়ে রাখিনি এবং আপনি আমার সব পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন!

6 এই কারণে, হে ঈশ্বর, সব অনুগামীদের আপনার প্রতি প্রার্থনা করা উচিত্| এমনকি, যখন প্লাবনের মত বিপর্যয়গুলি অন্যদের ওপর আসে, তখনও তারা আপনার অনুগামীদের কাছে আসবে না|

7 হে ঈশ্বর, আমার কাছে আপনিই লুকোনোর স্থান| আমার সমস্যা থেকে আপনি আমায় রক্ষা করেছেন| আপনি আমায় ঘিরে থাকেন এবং আমায় রক্ষা করেন| তাই আপনি যে ভাবে আমায় উদ্ধার করেছেন আমি তারই গান গাই|

8 প্রভু বলেন, "যে পথে তুমি বাঁচবে আমি তোমাকে সেই পথের শিক্ষা দেবো| আমি তোমায় সেই পথে পরিচালিত করবো| আমি তোমায় রক্ষা করবো এবং তোমার পথ প্রদর্শক হবো|

9 একটা ঘোড়া বা গাধা যাদের বোধশক্তি নেই, তাদের মত নির্বোধ হয়ো না| এই সব জন্তুকে বশে আনতে গেলে, লোকদের বল্গা ও লাগাম ব্যবহার করা উচিত| এই সব জিনিস ছাড়া ঐসব জন্তু আপনার কাছে আসবে না|"

10 মন্দ লোকদের কাছে অনেক যন্ত্রণা আসবে| কিন্তু যারা প্রভুতে আস্থা রাখে, তাঁর প্রকৃত ভালোবাসা তাদের ঘিরে থাকবে|

11 ভালো লোকেরা, তোমরা আনন্দ কর এবং প্রভুতে আনন্দলাভ কর! তোমরা সত্ লোকেরা আনন্দ কর!

অধ্যায় 33

হে ভালো লোকরা, তোমরা প্রভুতে আনন্দ কর! ভাল লোকদের পক্ষে তাঁর প্রশংসা করাই ভালো!

2 বীণা বাজাও এবং প্রভুর প্রশংসা কর! দশতারা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে প্রভুর গান গাও|

3 তাঁর জন্য একটা নতুন গান গাও| অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাজাও এবং আনন্দ ধ্বনি দাও!

4 প্রভুর বাক্য সত্য| তিনি যা কিছু করেন, তাতে তোমরা নির্ভর করতে পারো|

5 ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ হতে ও ভাল কাজ করতে ভালবাসেন| প্রভুর প্রকৃত ভালোবাসা পৃথিবীকে ভরিয়ে দেয়!

6 প্রভু নির্দেশবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন এবং এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল| ঈশ্বরের মুখের নিঃশ্বাস থেকেই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে|

7 ঈশ্বর, সমুদ্রের জল এক জায়গায় জমা করেছেন| তিনি সমুদ্রকে তার জায়গায় রাখেন|

8 সমগ্র পৃথিবীর সকলের উচিত্ ঈশ্বরকে ভয় এবং শ্রদ্ধা করা| জগতের প্রত্যেকটি মানুষের তাঁকে ভয় করা উচিত|

9 কেন? কারণ ঈশ্বর একটি আজ্ঞা দেন এবং সেটি ঘটে| যদি তিনি বলেন “থাম” তাহলেই সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়|

10 প্রভু প্রত্যেকের উপদেশকেই অর্থহীন করে তুলতে পারেন| তিনি জাতিদের পরিকল্পনাগুলি মূল্যহীন করে দিতে পারেন|

11 কিন্তু প্রভুর উপদেশ চিরন্তন সত্য| তাঁর পরিকল্পনাগুলো বংশপরম্পরায় সত্য থাকে|

12 যারা প্রভুকে তাদের ঈশ্বররূপে পেয়েছে তারা সত্যিই ধন্য| কেন? কারণ ঈশ্বরই তাদের তাঁর নিজের লোক হিসেবে মনোনীত করেছেন|

13 প্রভু স্বর্গ থেকে নীচের দিকে তাকিয়েছিলেন এবং সমস্ত লোকদের দেখেছেন|

14 পৃথিবীতে যারা বসবাস করছে, তাঁর উচ্চ সিংহাসন থেকে তিনি সকলকে দেখেন|

15 ঈশ্বর প্রত্যেকটি লোকের মন সৃষ্টি করেছেন| প্রত্যেকটি লোক কি ভাবছে ঈশ্বর তাও জানেন|

16 একজন রাজা তাঁর বৃহত্ শক্তিতে উদ্ধার পায় না| একজন বলবান সৈনিক, তাঁর নিজের শক্তিতে রক্ষা পায় না|

17 ঘোড়াগুলো যুদ্ধের বিজয় এনে দেয় না| এমনকি তাদের শক্তিও সৈন্যদের পালাতে সাহায্য করতে পারে না|

18 তাঁর প্রকৃত ভালবাসায় আস্থা রেখে, যারা প্রভুকে অনুসরণ করে, প্রভু তাদের ওপর লক্ষ্য রাখেন এবং তাদের প্রতি যত্ন নেন|

19 সেই সব লোককে ঈশ্বর মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন| ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি তাদের শক্তি দেন|

20 তাই আমরা প্রভুর জন্য প্রতীক্ষা করবো| তিনি আমাদের সাহায্য করেন, রক্ষা করেন|

21 ঈশ্বর আমাদের সুখী করেন, আমরা তাঁর পবিত্র নামে প্রকৃতই আস্থা রাখি|

22 প্রভু, প্রকৃতই আমরা আপনার উপাসনা করি! তাই আমাদের প্রতি আপনার মহান ভালোবাসা দেখান|

অধ্যায় 34

সর্বদা আমি প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই| আমার মুখ সর্বদাই তাঁর প্রশংসা করে|

2 হে বিনীত লোকরা, যখন আমি প্রভুর সম্পর্কে বড়াই করি তোমরা শোন এবং সুখী হও|

3 আমার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রশংসা কর| এসো আমরা তাঁর নামের সম্মান করি|

4 আমি ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য গিয়েছিলাম এবং তিনি শুনেছেন| যা কিছু আমি ভয় করতাম, তা থেকে তিনি আমায় উদ্ধার করেছেন|

5 সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের দিকে চাও, তিনি তোমায় গ্রহণ করবেন| লজ্জিত হয়ো না|

6 এই দরিদ্র মানুষটি প্রভুকে ডেকে সাহায্য প্রার্থনা করে| প্রভু আমার কথা শুনেছেন এবং সব সমস্যা থেকে তিনি আমায় রক্ষা করেছেন|

7 যারা প্রভুকে অনুসরণ করে, প্রভুর দূত এসে তাদের চারিদিকে শিবির স্থাপন করেন| প্রভুর দূত তাদের রক্ষা করেন|
8 প্রভু কতখানি ভালো তা দেখাবার জন্য প্রভুর স্বাদ গ্রহণ কর| যে প্রভুর ওপর নির্ভর করে সে সত্যিই সুখী হয়|
9 তোমরা প্রভুর পবিত্র অনুগামীরা, প্রভুকে শ্রদ্ধা কর| কারণ অনুগামীদের কাছে প্রত্যেকটি জিনিস আছে যা তাদের প্রয়োজন|
10 বলবান লোকরাও ক্ষুধার্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়বে| কিন্তু যারা ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য যাবে, তারা সব ভালো জিনিসই পাবে|
11 শিশুরা, আমার কথা শোন, আমি তোমাদের শিখিয়ে দেবো কেমন করে প্রভুকে শ্রদ্ধা করতে হয়|
12 যদি কেউ জীবনকে ভালোবাসে এবং দীর্ঘ ও ভালো জীবনযাপন করতে চায়,
13 তাহলে, সেই ব্যক্তি যেন মন্দ কথা না বলে, সে যেন মিথ্যা কথা না বলে|
14 খারাপ কাজ করা বন্ধ করে দাও! ভালো কাজ কর| শান্তির জন্য কাজ কর| যতক্ষণ না শান্তি পাও, ততক্ষণ তার পেছনে ছুটে বেড়াও|
15 ভালো লোকদের প্রভু রক্ষা করেন| তিনি তাদের প্রার্থনা শোনেন|
16 কিন্তু যারা খারাপ কাজ করে প্রভু তাদের বিরোধী| তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন!
17 প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর এবং তিনি তোমার কথা শুনবেন এবং সব সংকট থেকে তিনি তোমায় উদ্ধার করবেন|
18 যখন সংকট আসে তখন কয়েকজন দম্ভ করা থেকে বিরত হয়| প্রভু সেই সব ভগ্ন হৃদয় লোকের কাছাকাছি থাকেন এবং তাদের উদ্ধার করেন|
19 ভালো লোকদের অনেক সমস্যা হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটা সমস্যা থেকে প্রভু তাদের উদ্ধার করবেন|
20 তাদের প্রত্যেকটি হাড় প্রভু রক্ষা করবেন| তাদের একটি হাড়ও ভাঙবে না|
21 দুষ্ট লোকদের শয়তানি তাদের ক্রমশঃ ধ্বংস করবে|
22 প্রভু তাঁর দাসদের আত্মাকে রক্ষা করেন| যারা তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাদের বিনষ্ট হতে দেবেন না|

অধ্যায় 35

হে প্রভু, আমার বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন! যারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তাদের সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করুন!
2 প্রভু, ঢাল এবং বর্ম তুলে নিন| উঠুন এবং আমায় সাহায্য করুন|
3 বর্শা এবং বল্লম হাতে তুলে নিন এবং যারা আমার বিরুদ্ধে রয়েছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর| হে প্রভু আমার আত্মাকে বলুন, “আমি তোমায় উদ্ধার করবো|”
4 লোক আমাকে হত্যা করতে চাইছে| ওদের পরাজিত এবং লজ্জিত করুন| এমন করুন যেন ওরা পিছন ফিরে পালিয়ে যায়| ওরা আমায় আঘাত করার চক্রান্ত করছে| ওদের পরাজিত ও নাস্তানাবুদ করে ছাড়ুন|
5 ওদের তুষের মত বাতাসে উড়িয়ে দিন| প্রভুর দূত যেন ওদের ধাওয়া করে|
6 প্রভু ওদের পথ অন্ধকারময় এবং পিচ্ছিল করে দিন| প্রভুর দূত যেন ওদের তাড়া করে|
7 আমি ওদের কাছে কোন ভুল কাজ করিনি কিন্তু ঐসব লোক আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে| সম্পূর্ণ বিনা কারণে ওরা আমায় ফাঁদে ফেলতে চাইছে|
8 তাই প্রভু, ওদের নিজেদের ফাঁদেই ওদের ফেলুন| নিজেদের জালেই ওরা হোঁচট খাক্| কোন অজানা বিপদ যেন ওদের উপরে বর্তায়|
9 তখন আমি প্রভুতে আনন্দ করবো| তিনি যখন আমায় উদ্ধার করবেন তখন আমি সুখী হবো|
10 আমার সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে আমি বলব, “প্রভু আপনার মত কেউই নেই| শক্তিশালী লোকেদের হাত থেকে আপনি একজন দুর্বল লোককে বাঁচিয়েছেন| আপনি একজন দরিদ্র লোককে উদ্ধার করেন যার কাছ থেকে লোকে চুরি করতে চেষ্টা করে|”
11 একদল মিথ্যা সাক্ষী আমায় আঘাত করবার জন্য পরিকল্পনা করছে| ওরা আমায় নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে| আমি কিন্তু জানি না ওরা কি বিষয়ে বলছে|
12 আমি কেবলমাত্র ভাল কাজই করেছি| কিন্তু ওরা আমার প্রতি খারাপ কাজই করবে| প্রভু, যে রকম ভালো জিনিস আমার প্রাপ্য তা আমায় দিন|
13 যখন ওরা অসুস্থ হয়েছিলো, আমি ওদের জন্য দুঃখ পেয়েছিলাম| উপবাসের মাধ্যমে আমি সেই দুঃখ প্রকাশ

করেছি| ওদের জন্য প্রার্থনা করে এটাই কি আমার প্রাপ্য?

14 ঐসব লোকদের জন্য আমি দুঃখের পোশাক পরেছিলাম| ওদের আমি আমার বন্ধুর মত, এমন কি ভাইয়ের মত দেখেছিলাম| মায়ের মৃত্যুর পর যে লোকটা কাঁদে আমি তার মতই দুঃখিত ছিলাম| ওদের দুঃখের কারণে আমি কালো কাপড় পরেছিলাম| দুঃখে মাথা নত করে আমি হাঁটাচলা করতাম|

15 কিন্তু যখন আমি একটু ভুল করলাম, ওরা আমায় উপহাস করলো| ওরা আসলে প্রকৃত বন্ধু ছিল না| আমি ওদের চিনতামও না| কিন্তু চারিদিক থেকে ওরা আমায় ঘিরেছিল এবং আক্রমণ করেছিল|

16 অত্যন্ত খারাপ ভাষায় ওরা আমায় বিদ্রূপ করেছে| ওরা আমার বিরুদ্ধে ক্রোধ দেখিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে|

17 হে আমার প্রভু, আর কতদিন আপনি এইসব খারাপ ঘটনা ঘটতে শুধুই দেখে যাবেন? ওরা আমায় ধ্বংস করতে চাইছে| হে প্রভু, আমার জীবন রক্ষা করুন| আমার প্রিয় জীবনকে ওদের থেকে রক্ষা করুন| ওরা সিংহের মত হিংস্র|

18 প্রভু মন্দিরের মহাসমাজে আমি আপনার প্রশংসা করবো| সেই বলবান জনতার সামনে আমি আপনার প্রশংসা করবো|

19 ঐসব শত্রুকে কোন কারণেই আমাকে ঘৃণা করতে অথবা পরাজিত করতে দেবেন না| আমাকে ওদের বিদ্রূপের পাত্র হতে দেবেন না| ওদের গোপন পরিকল্পনার জন্য ওরা অবশ্যই শাস্তি পাবে|

20 আমার শত্রুরা প্রকৃতপক্ষে শান্তির জন্য পরিকল্পনা করছে না| ওরা দেশের শান্তিপ্রিয় লোকদের বিরুদ্ধে অনিষ্টকর কাজ করার জন্য গোপনে পরিকল্পনা করছে|

21 শত্রুরা আমার সম্পর্কে বাজে কথা বলে চলেছে| ওরা মিথ্যা কথা বলে, ওরা বলে "হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, তুমি কি করছো|"

22 হে প্রভু আপনি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে| তাই, চুপ করে থাকবেন না| আমায় ছেড়ে যাবেন না|

23 প্রভু, উঠুন! জাগুন! হে আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার জন্য লড়াই করুন, আমাকে ন্যায় বিচার দিন|

24 প্রভু, আমার ঈশ্বর, আপনার নিরপেক্ষতা দিয়ে আমার বিচার করুন| ঐ লোকগুলোকে আমার প্রতি বিদ্রূপ করতে দেবেন না|

25 ওরা যেন বলতে না পারে, "হ্যাঁ! এইতো আমরা যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি!" ওরা যেন বলতে না পারে, "আমরা ওকে ধ্বংস করেছি!"

26 আমি আশা করি, আমার সব শত্রু লজ্জিত ও অপমানিত হবে| যখন আমার কিছু খারাপ হয়েছিল, তখন ওরা খুব খুশী হয়েছিল| ওরা ভেবেছিলো ওরা আমার থেকে বেশী ভালো! তাই, ওই সব লোক যেন লজ্জা ও অবমাননায় ঢেকে যায়|

27 কিছু লোক চায় আমার ভালো হোক্| আমি আশা করি, ওরা প্রচণ্ড সুখী হবে! ওরা সব সময় বলে, "প্রভু মহান! যা তাঁর দাসের পক্ষে মঙ্গলকর, তিনি তাই চান|"

28 তাই হে প্রভু, আমি লোকদের বলি, আপনি কত ভাল| প্রতিদিনই আমি আপনার প্রশংসা করি|

অধ্যায় 36

একজন খারাপ লোক নিজের উপরেই খুব খারাপ আচরণ করে, যখন সে বলে, "আমি ঈশ্বরকে ভয় বা শ্রদ্ধা করবো না|"

2 সেই লোক নিজের প্রতিই মিথ্যাচার করে| সেই লোক তার নিজের দোষ দেখে না| তাই সে ক্ষমাও চায় না|

3 তার কথামাত্রই অকাজের মিথ্যা কথা| ঐ লোকের কোনদিন সত্য জ্ঞান হবে না এবং কোনদিন সে ভাল কাজ করতে শিখবে না|

4 রাতের বেলায় সে অকাজের পরিকল্পনা করে সকালে উঠে সে কোনও ভাল কাজই করে না| এমনকি সে মন্দ করাকেও এড়িয়ে চলে না|

5 হে প্রভু, আপনার প্রকৃত প্রেম আকাশ ছুঁয়ে যায়, আর আপনার আনুগত্য স্বর্গে পৌঁছায়|

6 হে প্রভু আপনার ধার্মিকতা উচ্চতম পর্বতের চেয়েও উঁচু| আপনার ন্যায়নীতি গভীরতম সমুদ্রের চেয়েও গভীর| প্রভু, আপনিই মানুষ এবং পশুদের রক্ষা করেন|

7 আপনার বিশ্বস্ত প্রেমের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই| লোকরা এবং দূতরা আপনার পাখার ছায়ায় আশ্রয় নেয়|

8 হে প্রভু, আপনার মন্দিরের ভাল জিনিস থেকে তারা নতুন শক্তি পায়| আপনার আনন্দ -নদী থেকে আপনি ওদের

জল পান করতে দেন|

9 প্রভু আপনার থেকেই জীবনের ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হয়! আপনার আলো আমাদের আলো দেখতে সাহায্য করে|

10 প্রভু, যারা সত্যি সত্যিই আপনাকে চেনে, তাদের প্রতি আপনার ভালোবাসা অব্যাহত রাখুন| যারা আপনার প্রতি নিষ্ঠাবান আপনি তাদের মঙ্গল করুন|

11 প্রভু অহঙ্কারী লোকদের হাতে আমাকে ধরা পড়তে দেবেন না| দুষ্ট লোকদের আমাকে ধরতে দেবেন না|

12 ওদের কবরের ফলকে লিখে দিন, "এখানে দুষ্ট লোকদের দেহ পড়ে রয়েছে| ওদের ধ্বংস করা হয়েছে| আর কোনদিন ওরা জাগবে না|"

অধ্যায় 37

দুষ্ট লোকদের দেখে মর্মপীড়া বোধ করো না| যারা মন্দ কাজ করে, ওদের দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ো না|

2 মন্দ লোকরা সবুজ ঘাস-পাতার মত, যা তাড়াতাড়ি বিবর্ণ হয়ে মারা যায়|

3 যদি তুমি প্রভুতে আস্থা রাখ এবং ভালো কাজ কর, তাহলে তুমি বেঁচে থাকবে এবং এই পৃথিবীর ভাল বস্তুগুলি উপভোগ করবে|

4 প্রভুর সেবা করে নিজে উপভোগ কর এবং তাহলে তোমার যা প্রয়োজন, তিনি তোমায় তাই দেবেন|

5 প্রভুর ওপরে নির্ভর কর| তাঁকে বিশ্বাস কর, যা করার তিনি তাই করবেন|

6 প্রভু তোমার ধার্ম্মিকতা ও ন্যায়নীতি মধ্যাহ্নের সূর্য্যের মত উজ্জ্বল করুন|

7 প্রভুকে বিশ্বাস কর এবং তাঁর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা কর| মন্দ লোকরা যখন জয়ী হয় তখন হতাশ হয়ো না| দুষ্ট লোকেরা যখন কু-পরিকল্পনা করে জয়ী হয়, তখন মর্মপীড়া বোধ করো না|

8 ক্রুদ্ধ হয়ো না! রাগে আত্মহারা হয়ে যেও না! এতখানি হতাশ হয়ে যেও না, যাতে তোমারও খারাপ কাজ করতে ইচ্ছা হয়|

9 কেন? কারণ মন্দ লোকরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে| কিন্তু যারা সাহায্যের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করবে, তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমি পাবে|

10 খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দুষ্ট লোকরা আর সেখানে থাকবে না| তোমরা হয়তো তাদের খুঁজবে, কিন্তু ততদিনে তারা সবাই গত হয়েছে!

11 বিনয়ী লোকরা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমি পাবে এবং তারা শান্তি ভোগ করবে|

12 মন্দ লোকরা ভালো লোকদের বিরুদ্ধে মন্দ ফন্দি আঁটবে| ভালো লোকদের দিকে দাঁত কিড়মিড় করে ওরা ওদের ক্রোধ প্রকাশ করবে|

13 কিন্তু আমাদের প্রভু ওদের দেখে দেখে হাসেন| ওদের যে কি হবে, তা তিনি দেখতে পান|

14 মন্দ লোকরা তাদের তরবারি তুলে নেয়, ওদের তীর তাক করে| ওরা দরিদ্র সহায়সম্বলহীন লোককে হত্যা করতে চায়| সত্ এবং ভালো লোকদের ওরা হত্যা করতে চায়.

15 কিন্তু ওদের তরবারি ওদের বুকেই বিদ্ধ হবে, ওদের তীরও ভেঙ্গে যাবে|

16 মন্দ লোকদের বিপুল সমাবেশের চেয়ে মুষ্টিমেয় কিছু সত্ লোক অনেক ভালো|

17 কেন? কারণ মন্দ লোকরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে| কিন্তু প্রভু সত্ লোকদের প্রতি যত্ন নেন|

18 খাঁটি ভালো মানুষদের প্রভু আজীবন রক্ষা করেন| ওরা অনন্তকাল ধরে পুরস্কার পাবে|

19 সংকট এলে সত্ লোকরা হতাশ হবে না| দুর্ভিক্ষের সময় ভালো লোকদের জন্য প্রচুর আহার থাকবে|

20 কিন্তু মন্দ লোকরা প্রভুর শত্রু এবং ওরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে| ওদের উপত্যকা শুকিয়ে যাবে এবং পুড়ে যাবে| ওরা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হবে|

21 একজন দুষ্ট লোক খুব তাড়াতাড়ি টাকা ধার করে, কিন্তু কখনও সেটা ফেরত্ দেয় না| কিন্তু ভালো লোক মুক্ত হাতে অপরকে দেয়|

22 একজন ভালো লোক যদি লোকদের আশীর্বাদ করে, তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশ পাবে| যদি সে অন্যের খারাপ চায়, তাহলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে|

23 যে সৈন্য সাবধানে চলে, প্রভু তাকে সাহায্য করেন| প্রভু তাকে পড়ে যেতে দেন না|

24 যদি সেই সৈন্য দৌড়ে গিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে, প্রভু সেই সৈন্যের হাত ধরে তাকে পতন থেকে রক্ষা করেন|

25 একসময় আমি তরুণ ছিলাম, এখন আমি বৃদ্ধ হয়েছি| আমি কখনও ঈশ্বরকে ভালো লোকেদের পরিত্যাগ করতে দেখি নি| ভালো মানুষের সন্তানদের আমি কখনও খাবার ভিক্ষা করতে দেখি নি|

26 একজন সত্ লোক মুক্ত হাতে অন্যকে দেয়| সত্ লোকদের সন্তানরা আশীর্বাদের মত|

27 যদি তুমি খারাপ কাজ না কর, যদি তুমি ভালো কাজ কর, তুমি অনন্তকাল বেঁচে থাকবে|

28 প্রভু ন্যায় ভালবাসেন| সাহায্য না করে তিনি তাঁর অনুগামীদের পরিত্যাগ করেন না| প্রভু তাঁর অনুগামীদের সর্বদাই রক্ষা করেন| কিন্তু দুষ্ট লোকদের তিনি বিনাশ করেন|

29 সত্ লোকরা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত রাজ্য পাবে| সেখানে তারা চিরদিন বাস করবে|

30 একজন সত্ লোক সর্বদাই সুপরামর্শ দেয়| সে প্রত্যেকের জন্যই ন্যায্য সিদ্ধান্ত দেয়|

31 তার মনের মধ্যে সর্বদাই প্রভুর শিক্ষামালা থাকে| তাই সে সত্ পথে বাঁচা থেকে বিরত হবে না|

32 কিন্তু দুষ্ট লোকরা সব সময় সত্ লোকদের হত্যা করবার সুযোগ খোঁজে|

33 সত্ লোকরা যখন মন্দ লোকদের ফাঁদে পড়ে, তখন প্রভু সত্ লোকদের ত্যাগ করেন না| ঈশ্বর কখনই সত্ লোকদের দোষী বলে বিচারে সাব্যস্ত হতে দেবেন না|

34 ঈশ্বর যা বলেন তা কর এবং তাঁর সাহায্যের প্রতীক্ষা কর| যখন তিনি মন্দ লোকদের জোর করে তাড়িয়ে দেবেন, তখন প্রভু তোমাকেই জয়ী করবেন এবং তুমিই প্রভুর প্রতিশ্রুত রাজ্য পাবে|

35 আমি একজন দুষ্ট লোককে দেখেছিলাম যে ছিল ক্ষমতাশালী| তার ছিল একটা স্বাস্থ্যবান সবুজ গাছের মতো একটি শক্তিশালী দেহ|

36 পরে আমি সেই পথে গিয়েছি| আমি তাকে খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি|

37 সত্ এবং পবিত্র হও| শান্তিপ্রিয় লোকরা অনেক উত্তরপুরুষ পাবে|

38 কিন্তু যারা ঈশ্বরের বিধান ভাঙ্গে তারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে| এবং তাদের উত্তরপুরুষদেরও দেশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে|

39 প্রভু সত্ লোকেদের রক্ষা করেন| সত্ লোকেরা যখন সংকটে পড়ে, তখন প্রভুই তাদের আশ্রয়|

40 প্রভু সত্ লোকদের সাহায্য করেন, রক্ষা করেন| সত্ লোকরা প্রভুতে বিশ্বাস রাখে এবং তিনি তাদের দুষ্ট লোকদের হাত থেকে রক্ষা করেন|

অধ্যায় 38

প্রভু, ক্রুদ্ধ অবস্থায় আমার সমালোচনা করবেন না| রাগান্বিত অবস্থায় আমায় শাস্তি দেবেন না|

2 প্রভু আপনি আমায় আঘাত করেছেন| আপনার তীর আমার হৃদয়ের গভীরে বিদ্ধ হয়েছে|

3 আপনি আমায় শাস্তি দিয়েছেন| এখন আমার সারা শরীর যন্ত্রণা করছে| আমি পাপ করেছিলাম, আপনি আমায় শাস্তি দিলেন| আমার সমস্ত হাড় ব্যথা করছে|

4 মন্দ কাজ করার দায়ে আমি অপরাধী| আমার সেই পাপের এত ভার যে আমি লজ্জায় আমার মাথা তুলতে পারছি না|

5 আমি মূর্খের মত কাজ করেছি| এখন আমার আছে দুর্গন্ধময় ক্ষতস্থান|

6 এখন আমি সর্বদা বেদনায় বেঁকে রয়েছি| সারাদিনই আমি মানসিক অবসাদে কাটাই|

7 আমার সারা শরীর জ্বরে টন্-টন্ করছে|

8 আমি এমনই যন্ত্রণায় কাতর যে আমি কিছু অনুভব করতে পারছি না| আমার দ্রুত স্পন্দিত হৃদয় আমার আর্তনাদের কারণ!

9 হে প্রভু, আপনি আমার তীব্র আর্তনাদ শুনেছেন| আমি কোন্ কোন্ জিনিসের আকাঙ্খী তা আপনি জানেন|

10 আমার অন্তরে তীব্র ঘা দিচ্ছে| আমার সব শক্তি চলে গেছে এবং আমি অন্ধ হতে বসেছি|

11 আমার অসুস্থতার জন্য আমার বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের কেউই আমায় দেখতে আসে না| আমার পরিবারের কেউ আমার কাছে আসবে না|

12 শত্রুরা যারা আমায় হত্যা করতে চায় তারা আমার নামে মিথ্যা রটনা করে| ওরা যারা আমায় হত্যা করতে চায়, আমার নামে মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছে| সর্বদাই ওরা আমার বিষয়ে আলোচনা করছে|

13 কিন্তু যে কানে শোনে না আমি তার মতই বধির| যে কথা বলতে পারে না, আমি তার মতই মূক হয়ে আছি|

14 আমি সেই লোকের মত যে, লোকে তার সম্পর্কে কি বলছে, তা শুনতে পায় না| আমি যুক্তিতর্কে প্রমাণ করতে অক্ষম যে আমার শত্রুরা মিথ্যা বলছে|

15 তাই প্রভু, আপনি আমায় বাঁচান| হে প্রভু, আমার ঈশ্বর, আপনি আমার হয়ে কথা বলুন|

16 আমি যদি কিছু বলি, তবে আমার শত্রুরা আমায় নিয়ে মজা করবে| আমাকে অসুস্থ দেখলে তারা ভাববে কোন অন্যায় কাজের জন্য আমার শাস্তি হয়েছে|

17 আমি জানি খারাপ করার জন্য আমি দোষী| আমার যন্ত্রণা আমি ভুলতে পারছি না|

18 প্রভু, যে খারাপ কাজ আমি করেছি, তা আমি আপনাকে বলেছি| আমার পাপের জন্য আমি দুঃখিত|

19 আমার শত্রুরা স্বাস্থ্যবান ও বলবান| ওরা অনেক অনেক মিথ্যা কথা বলেছে|

20 আমার শত্রুরা আমার প্রতি অনেক খারাপ আচরণ করেছে| আমি কিন্তু ওদের শুধু ভালো করেছি| আমি শুধুমাত্র ভাল কাজই করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওই সব লোক আমার বিরুদ্ধে গেছে|

21 প্রভু আমায় ছেড়ে যাবেন না! হে আমার ঈশ্বর, আমার কাছে থাকুন!

22 শীঘ্র এসে আমায় সাহায্য করুন! হে ঈশ্বর, আপনি আমায় রক্ষা করুন!

অধ্যায় 39

আমি বলেছিলাম, "আমি যা বলবো সে সম্পর্কে সতর্ক থাকবো| আমার জিভকে আমাকে কোন পাপ করতে দেবো না| যখন আমি দুষ্ট লোকদের মধ্যে থাকবো তখন আমি চুপ করে থাকবো|"

2 তাই আমি কিছু বলি নি| এমন কি আমি কোন ভালো কথাও বলি নি! কিন্তু আমি আরো বেশী যন্ত্রণা বোধ করছি|

3 আমি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ছিলাম| এ বিষয়ে আমি যত ভেবেছি, ততই ক্রুদ্ধ হয়েছি| তাই আমি কিছু বলি নি|

4 হে প্রভু, আমায় বলে দিন, এখন আমার কী হবে? বলুন, আর কতদিন আমি বাঁচবো? আমাকে জানতে দিন আসলে আমার জীবন কত ছোট|

5 হে প্রভু আপনি আমায় একটি স্বল্প আয়ু দান করেছেন| আপনার তুলনায় আমার জীবন কিছুই নয়| প্রত্যেকটি মানুষের জীবন মেঘের মতই যা তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায়| কোন মানুষই চিরদিন বাঁচবে না|

6 আমাদের জীবন দর্পণের প্রতিবিম্বের মত, আমাদের সমস্যারও প্রকৃত কোন মূল্য নেই| আমাদের মৃত্যুর পর কারা এই সব ভোগ করবে তা না জেনেই আমরা সারা জীবন ধরে জিনিসপত্র সংগ্রহ করে চলেছি|

7 তাই প্রভু, আমি আর কী আশা রাখবো? আপনিই আমার আশা!

8 প্রভু আমি যে সব মন্দ কাজ করেছি, তা থেকে আমাকে বাঁচান| আমাকে যেন একজন দুষ্ট মূর্খের লজ্জার সম্মুখীন হতে না হয়|

9 আমি আমার মুখ খুলবো না| আমি কোন কিছুই বলবো না| প্রভু যা করণীয়, আপনি তাই করেছেন|

10 কিন্তু হে ঈশ্বর, আমাকে আর শাস্তি দেবেন না| আপনি যদি না থামেন আপনার হাতে আমি শেষ হয়ে যাবো!

11 হে প্রভু, বাঁচার প্রকৃত পথ সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য, যারা ভুল কাজ করে, তাদের আপনি শাস্তি দেন| মথ যেমন কাপড় কেটে নষ্ট করে, তেমন করে মানুষ যা ভালোবাসে, তা আপনি বিনষ্ট করে দেন| হ্যাঁ, আমাদের জীবন ক্ষুদ্র মেঘের মত, যা তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায়|

12 প্রভু, আমার প্রার্থনা শুনুন! চিৎকার করে আমি যে প্রার্থনা করি তা শুনুন| আমার চোখের জলের দিকে তাকান| আমি একজন পথিক মাত্র যে এই জীবন আপনার সঙ্গে ভোগ করছি| আমার পূর্বপুরুষদের মত আমি ক্ষণিকের জন্য এখানে থাকবো|

13 মৃত্যুর পূর্বে, আমার চলে যাওয়ার আগে, আমাকে একা থাকতে দিন, আমাকে সুখী হতে দিন|

অধ্যায় 40

আমি প্রভুকে ডেকেছিলাম, তিনি তা শুনেছেন| তিনি আমার ডাক শুনেছেন|

2 তিনি আমাকে কবর থেকে টেনে তুলেছেন| তিনি আমাকে সেই কাদাময় জায়গা থেকে টেনে তুলেছেন| তিনি আমায় উদ্ধার করে, আমাকে শক্ত মাটিতে দাঁড় করিয়েছেন| তিনি আমার পদস্খলন হতে দেন নি|

3 প্রভু আমার মুখে নতুন গান দিয়েছেন, সেই গান দিয়ে আমি আমার ঈশ্বরের প্রশংসা করি| বহুলোক দেখতে পাবে

আমার কি হবে এবং তারা ঈশ্বরের উপাসনা করবে| তাঁরা প্রভুকে বিশ্বাস করবে|

4 সেই ধন্য যে প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখে| যদি কেউ অপদেবতা এবং মূর্ত্তির দিকে সাহায্যের জন্য না যায় সে প্রকৃতই সুখী হবে|

5 প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, আপনি অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করেছেন! আমাদের জন্য আপনার ভীষণ ভালো পরিকল্পনা আছে| কোন লোকই তার সব তালিকা করতে পারবে না! আমি সেই সব জিনিসের কথা বার বার বলবো যা গুনে শেষ করা যায় না|

6 আপনি আমাকে প্রকৃত সত্য বাণী শোনাবার কান দিয়েছেন| হে প্রভু আপনি আমাকে এটা বুঝতে দিয়েছেন| আপনি প্রকৃতপক্ষে উৎসর্গ বা শস্য নৈবেদ্য কোনটাই চান নি| আপনি আসলে হোমবলি এবং পাপমোচনের নৈবেদ্যও চান না| কিন্তু আপনি যা চান তা হল অন্য আরো কিছু|

7 তাই আমি বলেছি,. "এই যে আমি, আমায় গ্রহণ করুন| আমি এসেছি| আমার সম্পর্কে বইতে এমনই লেখা আছে|

8 হে ঈশ্বর, আপনি যা চান, আমি সেইগুলোই করতে চাই| আমি আপনার শিক্ষামালাগুলো জানতে চাই|

9 মহাসভায় মানুষের সামনে আমি জয়ের কথা বলেছি| এবং প্রভু আপনি জানেন, সুসমাচার উচ্চারণ করা থেকে আমি কখনও বিরত হব না|

10 আপনার কৃত মহত্ কীর্তি সম্পর্কে আমি বলেছি| আমার অন্তরেও আমি সে সব কথা গোপন রাখি নি| প্রভু আমি লোকদের বলেছি, নিজেদের বাঁচানোর জন্য তারা আপনার ওপর নির্ভর করতে পারে| আমি মহাসভায় আপনার করুণা ও বিশ্বস্ততা গোপন করি নি|

11 তাই, প্রভু আপনার করুণা আমার কাছে লুকোবেন না! আপনার করুণা ও বিশ্বস্ততা দিয়ে আমায় রক্ষা করুন|"

12 মন্দ লোকরা আমার চারদিকে জড় হয়েছে| তাদের গুনে শেষ করা যাবে না! আমি আমার পাপের আবর্তে আটকে পড়েছি| আমি তা থেকে পালাতে পারছি না| আমার মাথার চুলের চেয়েও ওদের সংখ্যা বেশী| আমি সাহস হারিয়েছি|

13 প্রভু আমার কাছে ছুটে আসুন, আমায় বাঁচান! প্রভু তাড়াতাড়ি এসে আমায় সাহায্য করুন!

14 ঐসব মন্দ লোক আমায় হত্যা করতে চাইছে| প্রভু ঐসব লোককে হতাশ ও লজ্জিত করুন| ঐ লোকরা আমায় আঘাত করতে চাইছে| ওরা যেন লজ্জায় ছুটে পালিয়ে যায়!

15 ঐ মন্দ লোকরা আমায় নিয়ে হাসাহাসি করে| ঐসব লোক যেন অবমাননায় বোবা হয়ে যায়!

16 কিন্তু তারা, যারা আপনার কাছে আসে যেন সুখী হয় ও আনন্দ পায়| তারা আপনার হাতে উদ্ধার পেতে ভালবাসে| অতএব তারা বলুক, "প্রভুর প্রশংসা কর!"পরিচালকের প্রতি| দায়ূদের একটি গীত|

17 প্রভু, আমি একজন দরিদ্র ও অসহায় মানুষ| আমায় সাহায্য করুন, আমায় রক্ষা করুন| হে আমার ঈশ্বর, আর দেরী করবেন না!

অধ্যায় 41

সেই ব্যক্তি যে দীন দরিদ্রকে সফল হতে সাহায্য করে, সে বিপুল পরিমানে আশীর্বাদ পাবে| সমস্যার সময় প্রভু তাকে উদ্ধার করবেন|

2 প্রভু সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করবেন এবং জীবিত রাখবেন| পৃথিবীতে সেই লোকই আশীর্বাদ ধন্য হবে| তার সেই লোকের শত্রুর হাতে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস হতে দেবেন না|

3 যখন সেই ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে, প্রভু তাকে শক্তি দেন| সে বিছানায় অসুস্থ থাকতে পারে, কিন্তু প্রভু তাকে সুস্থ করে দেন!

4 আমি বলেছিলাম, "প্রভু, আমার প্রতি সদয় হোন, আমি আপনার বিরুদ্ধে পাপ করেছি, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন, সুস্থ করে তুলুন|"

5 আমার শত্রুরা আমার সম্পর্কে খারাপ কথা বলছে| তারা বলে, "যখন ও মারা যাবে তখন ওর নাম মুছে যাবে|"

6 লোকে আমাকে দেখতে আসে কিন্তু তারা প্রকৃতই কি ভাবছে, তা আমাকে বলে না| ওরা আমার সম্পর্কে খবর নিতে আসে এবং ফিরে গিয়ে গুজব ছড়ায়|

7 আমার শত্রু আমার সম্পর্কে কানাঘুষো করে| ওরা আমার বিরুদ্ধে খারাপ কাজ করার ষড়যন্ত্র করছে|

8 ওরা বলে, "ও নিশ্চয় কোন অন্যায় কাজ করেছিলো| তাই ও অসুস্থ হয়েছে এবং আর কখনও ভালো হয়ে উঠবে না|"

9 আমার প্রিয়তম বন্ধু, আমার সঙ্গে খেয়েছে| আমি ওকে বিশ্বাস করেছিলাম| কিন্তু এখন সেও আমার বিরুদ্ধে

গিয়েছে|

10 তাই প্রভু আমার প্রতি সদয় হোন| আমাকে উঠে দাঁড়াতে দিন| ওদের প্রাপ্য আমি ফেরত্ দেবো|

11 প্রভু শত্রুদের হাতে আমাকে আহত হতে দেবেন না| তাহলে আমি বুঝবো আমাকে আঘাত করার জন্য আপনি ওদের পাঠান নি|

12 আমি নির্দোষ ছিলাম, তাই আপনি আমায় সহায়তা দিয়েছিলেন| আমাকে উঠে দাঁড়াতে দিন, চিরদিন আপনার সেবা করতে দিন|

13 প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা কর! তিনি চিরদিন ছিলেন, তিনি চিরদিন বিরাজিত থাকবেন| আমেন|

অধ্যায় 42

হরিণ যেমন ঝর্ণার জলের জন্য তৃষ্ণার্ত থাকে, সেইভাবে হে ঈশ্বর, আমার আত্মাও আপনার জন্য তৃষ্ণার্ত|

2 জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য আমার আত্মা তৃষ্ণার্ত| আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত্ করতে পারি?

3 আমার শত্রু আমায় অনবরত উপহাস করে চলেছে| সে বলছে, "কোথায় তোমার ঈশ্বর? তিনি কি এখনও তোমায় বাঁচাতে আসেন নি?" আমি এমনই দুঃখী যে একমাত্র চোখের জলই আমার খাদ্য হয়েছে|

4 পবিত্র মন্দিরে যখন আমার সুসময় ছিল, সে কথা যখন স্মরণ করি তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়| আমার মনে পড়ে আমি ভীড়ের একেবারে সামনে গিয়ে জনতাকে ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে নেতৃত্ব দিতে নিয়ে যেতাম| উৎসব পালনের সময় প্রভুর প্রশংসায় জনতা যে আনন্দ গীত গাইতো আমি তা স্মরণ করি|

5 কেন আমি এত বিমর্ষ হব? কেন আমি এত মর্মপীড়া ভোগ করব? আমি ঈশ্বরের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করবো| তবু আমি তাঁর প্রশংসা করবার একটা সুযোগ পাবো| তিনি আমায় রক্ষা করবেন!

6 হে আমার ঈশ্বর, আমি এত দুঃখিত কারণ, এই ছোট্ট পাহাড়, এই জায়গা থেকে আমি আপনাকে স্মরণ করছি| যেখানে হর্মোণ পর্বত এ যর্দন নদী এসে মিলেছে|

7 পৃথিবীর গভীর অতল থেকে আগত জল, জলপ্রপাতের মধ্যে দিয়ে ঝড়ে পড়ছে, আমি সেই জলের গর্জন শুনেছি| প্রভু আপনার সব তরঙ্গ বিক্ষোভ আমার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে| আপনি আমায় সমস্যার মধ্যে ফেলেছেন!

8 প্রত্যেক দিন আমার প্রতি প্রভু তাঁর প্রকৃত ভালোবাসা দেখান| প্রতি রাতে আমার জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য আমার একটি প্রার্থনা সঙ্গীত আছে|

9 আমি আমার শৈলস্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলব, "প্রভু, কেন আপনি আমায় ভুলে গেছেন?" কেন আমি আমার শত্রুদের নিষ্ঠুরতার জন্য ভুগব?

10 আমার শত্রুরা আমাকে অনবরত অপমান করে চলেছে এবং তারা আমাকে চরম আঘাত হেনে জিজ্ঞাসা করছে, "কোথায় তোমার ঈশ্বর? তিনি কি এখনও তোমায় বাঁচাতে আসেন নি?"

11 কেন আমি অত দুঃখিত হবো? কেন আমি অবসন্ন হবো? আমাকে প্রভুর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে| আমি তবুও তাঁর প্রশংসা করবার একটা সুযোগ পাব| তিনি আমায় রক্ষা করবেন!

অধ্যায় 43

হে ঈশ্বর, একজন লোক আছে যে আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত নয়| সে লোক অত্যন্ত ঠগ ও মিথ্যাবাদী| হে ঈশ্বর, আমাকে ঐ লোকটার হাত থেকে রক্ষা করুন! আমাকে প্রতিরক্ষা করুন এবং প্রমাণ করে দিন যে আমি নির্দোষ|

2 ঈশ্বর, আপনিই আমার দুর্গস্বরূপ! প্রভু, কেন আপনি আমায় ত্যাগ করে গেছেন? কেন আমি আমার পীড়নকারী শত্রুর হাতে এত বিপর্যস্ত হবো?

3 হে ঈশ্বর, আপনার সত্য এবং আলো আমার ওপর বিকীর্ণ হোক্| আপনার আলো ও সত্য আমায় পথ দেখাবে| ঐগুলো আমায় আপনার পবিত্র পর্বতে নিয়ে যাবে| ঐগুলো আমাকে আপনার গৃহের পথ দেখাবে|

4 আমি ঈশ্বরের বেদীর কাছে যাবো| আমি সেই ঈশ্বরের কাছে যাবো, যিনি আমায় এত সুখী করেছেন| ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, আমি বীণা বাজিয়ে আপনার প্রশংসা করবো|

5 কেন আমি এত দুঃখিত? কেন আমি এত অবসন্ন? আমার ঈশ্বরের সাহায্যের জন্য প্রতীক্ষা করা উচিত্| আমি তবুও প্রভুর প্রশংসা করবার একটা সুযোগ পাব| তিনি আমায় রক্ষা করবেন!

অধ্যায় 44

ঈশ্বর, আমরা আপনার সম্পর্কে শুনেছি| আমাদের পিতৃপুরুষরা বলে গেছেন তাঁদের জীবদ্দশায় আপনি কি করেছেন| তাঁরা বলে গেছেন সুদূর অতীতে আপনি কী করেছেন|

2 ঈশ্বর আপনার পরাক্রমী শক্তিবলে এই ভূখণ্ড আপনি অন্যের কাছ থেকে নিয়ে আমাদের দিয়েছেন| সেই সব ভিন্দেশী লোকেদের আপনি একেবারে ধূলিস্যাত্ করে দিয়েছেন| এই ভূখণ্ড ছেড়ে যেতে আপনি তাদের বাধ্য করেছেন|

3 আমাদের পিতৃপুরুষরা তাঁদের তরবারির জোরে এই ভূখণ্ড অধিকার করেন নি| তাঁদের বলিষ্ঠ বাহুর জোরে তারা জয়ী হন নি| এই সব হয়েছে কারণ, আপনি আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে ছিলেন| ঈশ্বর আপনার বিপুল শক্তি আমার পিতৃপুরুষদের রক্ষা করেছেন| কেন? কারণ আপনি তাদের ভালোবাসতেন!

4 হে ঈশ্বর, আপনিই আমার রাজা| আপনি আজ্ঞা দিন এবং যাকোবের লোকদের জয়ের পথে পরিচালিত করুন|

5 হে ঈশ্বর, আপনার সাহায্য নিয়েই আমরা আমাদের শত্রুকে পিছু হটিয়ে দেবো| আপনার ক্ষমতা নিয়ে আমরা আমাদের শত্রুদের ওপর অনায়াসে বিজয়ী হব|

6 আমি আমার তীর-ধনুকে আস্থা রাখি না| আমি জানি অন্ততঃ আমার তরবারি আমাকে রক্ষা করবে না|

7 ঈশ্বর আপনিই আমাদের শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন| আপনিই শত্রুদের লজ্জার মুখে ঠেলে দিয়েছেন|

8 হে ঈশ্বর, সারাদিন ধরে আমরা আপনার প্রশংসা করেছি! চিরকাল আমরা আপনার প্রশংসা করবো!

9 কিন্তু হে ঈশ্বর আপনি আমাদের ত্যাগ করেছেন| আপনি আমাদের বিব্রত করেছেন| আপনি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে আসেন নি|

10 আপনিই আমাদের শত্রুদের আমাদের ঠেলে সরিয়ে দেবার সুযোগ করে দিয়েছেন| শত্রুরা আমাদের সম্পদ নিয়ে গেছে|

11 আপনি আমাদের সেই মেষের মত ফেলে রেখেছিলেন যাদের বধ করতে নিয়ে যাওয়া হয়| সেই সব মেষের মত আমাদের পরিত্যাগ করেছেন| আমাদের আপনি বিদেশী জাতিগুলির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন|

12 হে ঈশ্বর, আপনি আপনার লোকদের নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করেছেন| এমনকি আপনি মূল্য নিয়েও কোন তর্ক করলেন না|

13 প্রতিবেশীদের কাছে আপনি আমাদের হাস্যস্পদ করালেন| ওরা আমাদের নিয়ে হাসাহাসি ও মজা করে|

14 আমরা এখন লোকমুখে হাসির গল্পের মত| এমনকি সেই সব লোক যাদের নিজেদের কোন জাতি নেই তারাও আমাদের দেখে মাথা নাড়িয়ে হাসে|

15 আমি লজ্জায় ডুবে রয়েছি| সারাদিন ধরে আমি আমার লজ্জাকেই দেখি|

16 যারা আমার প্রতি প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছুক, সেই সব শত্রুর উপহাস এবং অপমান থেকে আমি লজ্জায় নিজেকে লুকিয়ে রাখি|

17 ঈশ্বর, আমরা আপনাকে ভুলি নি| তথাপি আপনি আমাদের প্রতি এসব করলেন| যখন আপনার চুক্তিতে আমরা স্বাক্ষর করেছিলাম, তখন আমরা আপনার সঙ্গে মিথ্যাচার করি নি!

18 ঈশ্বর, আমরা আপনার কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে দূরে চলে যাই নি| আমরা আপনাকে অনুসরণ করা থেকে বিরত হই নি|

19 কিন্তু হে ঈশ্বর, যেখানে শেয়ালের বাস, সেখানে আপনি আমাদের গুঁড়িয়ে ফেললেন| মৃত্যুর মত নীরন্ধ্র অন্ধকারে আপনি আমাদের ত্যাগ করে চলে গেছেন|

20 আমরা কি আমাদের ঈশ্বরের নাম ভুলে গিয়েছিলাম? আমরা কি অন্য কোন দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম? না! আমরা তা করি নি|

21 নিশ্চিতভাবে ঈশ্বর এইসব জানেন| আমাদের গভীরতম গোপন কথা পর্যন্ত তিনি জানেন|

22 ঈশ্বর, সারাদিন ধরে আমরা আপনার জন্য প্রাণ দিয়েছি! যে সব মেষদের কেটে ফেলা হবে আমরা তাদের মতই হয়েছি|

23 হে আমার প্রভু, উঠুন! কেন আপনি ঘুমাচ্ছেন? উঠুন! চিরদিনের জন্য আমাদের ত্যাগ করবেন না!

24 প্রভু, কেন আপনি আমাদের থেকে লুকোচ্ছেন? আপনি কি আমাদের দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে গেছেন?

25 আমাদের ধূলোর মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে| ধূলোতে উদর ঠেকিয়ে আমরা পড়ে আছি|

26 ঈশ্বর, উঠুন এবং আমাদের সাহায্য করুন! আপনার চিরন্তন প্রেম প্রদর্শন করে আমাদের উদ্ধার করুন!

অধ্যায় 45

রাজার জন্য যখন আমি এই গানটি লিখছি, আমার মন চমৎকার শব্দসমূহে ভরে যাচ্ছে| একজন দক্ষ লেখকের কলমে যেমন শব্দ আসে, তেমনি ভাবে আমার মুখে শব্দগুলো আসছে|

2 যে কোন লোকের থেকেই তুমি সুন্দর! তুমি একজন দারুণ বক্তা| তাই ঈশ্বর সর্বদাই তোমাকে আশীর্বাদ করবেন!

3 তোমার তরবারি কোমরে বেঁধে নাও| তোমার গৌরবময় উর্দি পরে নাও|

4 তোমাকে বড় সুন্দর দেখায়! যাও, ন্যায় এবং সত্যের যুদ্ধে বিজয়ী হও| তোমার বলবান ডান হাত বিস্ময়কর কাজ করবার শিক্ষা পেয়েছে|

5 হে রাজা আপনার ধারালো তীরসমূহ আপনার শত্রুদের হৃদয়ের গভীরে বিদ্ধ হয়েছে, আপনার সামনেই তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে| আপনি চিরকাল আপনার শত্রুদের ওপরে শাসন করবেন|

6 হে ঈশ্বর, আপনার সিংহাসন চিরবিরাজমান থাকবে! আপনি ন্যায়সঙ্গতভাবে শাসন করেন|

7 আপনি ন্যায় ভালোবাসেন এবং আপনি মন্দ ঘৃণা করেন| তাই ঈশ্বর, আপনার ঈশ্বর আপনাকে আপনার অনুগামীদের রাজা করেছেন|

8 আপনার পোশাক চন্দন, ঘৃতকুমারী ও দারুচিনির গন্ধে সুবাসিত| হাতির দাঁতের কাজ করা আপনার প্রাসাদ থেকে আপনার বিনোদনের জন্য সঙ্গীত ভেসে আসছে|

9 আপনার সভা-নন্দিনীরা সকলেই রাজকন্যা, রাণী আপনার ডানদিকে খাঁটি সোনার রাজমুকুট পরে বসে আছেন|

10 হে আমার নারী, আমার কথা শোন| খুব মন দিয়ে শোন, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে| নিজের লোকজন এবং বাপের বাড়ীর কথা ভুলে যাও|

11 তাহলে রাজা তোমার রূপে খুশী হবেন| তিনি তোমার নতুন প্রভু হবেন| তাই তাঁকে তোমার সম্মান করা উচিত্|

12 সোর প্রদেশের ধনী লোকরা, তোমার সাক্ষাত্ পাবার জন্য তোমার কাছে মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে আসবে|

13 সোনার সুতো দিয়ে বোনা তাঁর পোশাকে রাজকন্যাকে দেখতে মহিয়সী লাগছে|

14 সেই সুন্দর পোশাক পরে যখন তিনি রাজার কাছে যাবেন তখন রাজার সভা-নন্দিনীরা তাঁর পিছন পিছন যাবে|

15 নাচে, গানে, আনন্দে মশগুল হয়ে তারা রাজপ্রাসাদের দিকে যাবে|

16 হে রাজা, আপনার পরে, রাজ্য শাসন করার জন্য আপনি অনেক পুত্র সন্তান পাবেন| যাতে আপনার পরে তারা রাজ্য শাসন করতে পারে|

17 আমি আপনার নাম চিরদিনের জন্য বিখ্যাত করে যাবো| লোকে চিরকাল আপনার প্রশংসা করে যাবে!

অধ্যায় 46

ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় এবং আমাদের শক্তির উত্স| সমস্যার সময় তাঁর মধ্যেই আমরা সব সাহায্য খুঁজে পাবো|

2 তাই যখন ভূমিকম্প হয়, যখন পর্বত ভেঙে সমুদ্রে পড়ে যায় তখন আমরা ভয় পাই না|

3 যখন সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে আর গর্জন করে এবং পর্বত যখন কেঁপে ওঠে, তখন আমরা ভয় পাই না|

4 একটি নদী আছে যার স্রোত ঈশ্বরের শহরে পরাত্পরের পবিত্র শহরে আনন্দ বয়ে আনে|

5 সেই শহরে ঈশ্বর আছেন| তাই কোনদিন তা ধ্বংস হবে না. সূর্যোদয়ের আগেই ঈশ্বর সেখানে সাহায্যের জন্য উপস্থিত থাকবেন|

6 যখন প্রভু গর্জন করবেন, পৃথিবী ভেঙ্গে পড়বে, জাতিগুলি ভয়ে কাঁপবে এবং রাজত্বগুলি ভেঙে পড়বে|

7 সর্বশক্তিমান প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন| যাকোবের ঈশ্বরই আমাদের নিরাপদ স্থান|

8 প্রভু যে সব ক্ষমতা সম্পন্ন কাজ করেন তা দেখ| পৃথিবীতে তিনি যে সব বিস্ময়কর জিনিসগুলি করেছেন সেগুলো দেখ|

9 প্রভু এই পৃথিবীর যে কোন জায়গার যুদ্ধ থামিয়ে দিতে পারেন| তিনি একজন সৈনিকের ধনু ভেঙে দিতে পারেন| তিনি তাদের বল্লম চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারেন এবং তিনি তাদের রথও পুড়িয়ে দিতে পারেন|

10 ঈশ্বর বলেন, “লড়াই বন্ধ কর এবং আমিই যে ঈশ্বর এই শিক্ষা গ্রহণ কর! আমিই সেই জন, যে জাতিগণকে পরাজিত করি! আমিই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করি!”

11 সর্বশক্তিমান প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন| যাকোবের ঈশ্বরই আমাদের নিরাপদ স্থান|

অধ্যায় 47

হে পৃথিবীর জনগণ, তোমরা হাততালি দাও! মহানন্দে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ধ্বনি দাও!
2 পরাত্পর প্রভু বড় ভয়ঙ্কর| তিনি সারা পৃথিবীর মহান রাজা|
3 তিনি আমাদের অন্য লোকদের পরাজিত করতে সাহায্য করেন| ঐসব জাতিকে তিনি আমাদের অধীনস্থ করেছেন|
4 প্রভুই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড মনোনীত করেছেন| যাকোব যাকে তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর জন্য তিনিই সুন্দর ভূখণ্ড মনোনীত করেছেন|
5 শিঙা ও ভেরীর শব্দের মাঝে প্রভু তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করেন|
6 ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসা কর| তাঁর প্রশংসা কর| আমাদের রাজার প্রশংসাগীত গাও| তাঁর প্রশংসা কর|
7 ঈশ্বরই সারা পৃথিবীর রাজা| তাঁরই প্রশংসা কর|
8 ঈশ্বর তাঁর পবিত্র সিংহাসনে বসেন| তিনি সব জাতিকে শাসন করেন|
9 সব জাতির নেতারা অব্রাহামের ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে একত্র হয়| পৃথিবীর সব জাতির সকল নেতা ঈশ্বরের অধীন| ঈশ্বর তাদের সবার ওপরে বিরাজ করেন!

অধ্যায় 48

প্রভু মহান! আমাদের ঈশ্বরের শহরে, তাঁর পবিত্র পর্বতে লোকরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর প্রশংসা করে|
2 ঈশ্বরের পবিত্র শহর একটি মনোরম উচ্চতায় অবস্থিত! তা সারা পৃথিবীর লোকদের সুখী করে! সিয়োন পর্বতই ঈশ্বরের প্রকৃত পর্বত|এটাই মহান রাজার নগর|
3 ঐ শহরের রাজপ্রাসাদগুলোর মধ্যে, ঈশ্বর নগর দুর্গ হিসাবে জ্ঞাত|
4 এক সময় কিছু রাজা একসঙ্গে মিলে এই শহর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করলো| তারা সবাই দলে দলে শহরের দিকে এগিয়ে এলো|
5 কিন্তু যখন তারা এই শহর দেখলো, তখন তারা অভিভূত হয়ে গেল; তারা ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল!
6 ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে তারা কেঁপে উঠল| তারা প্রসব যন্ত্রণায় ব্যথিত একজন মহিলার মত কাঁপতে লাগল!
7 ঈশ্বর একটা দমকা পূবের বাতাস দিয়েই আপনি ওদের বড় জাহাজ ধ্বংস করে দিয়েছেন|
8 হ্যাঁ, আমরা আপনার পরাক্রমের কথা শুনেছি| আমরা আমাদের ঈশ্বরের নগরে এবং আমাদের সর্বশক্তিমান প্রভুর নগরে তা ঘটতেও দেখেছি| ঈশ্বর সেই নগরকে চিরদিনের জন্য দৃঢ় রাখবেন!
9 হে ঈশ্বর, আপনার মন্দিরে, আমরা আপনার প্রেমময় দয়ার কথা ধ্যান করি|
10 ঈশ্বর, আপনি বিখ্যাত| সারা পৃথিবী জুড়ে লোকরা আপনার প্রশংসা করে| প্রত্যেকেই জানে আপনি কত ভাল|
11 ঈশ্বর, সিয়োন পর্বত সত্যই সুখী| আপনার সিদ্ধান্তের জন্য যিহূদার শহরগুলি আনন্দ করছে|
12 সিয়োন শহরে ঘুরুন| এই শহরকে দেখুন| দুর্গসমূহ গুনে দেখুন|
13 এর দেওয়ালগুলো দেখুন| সিয়োনের প্রাসাদগুলিকে মুগ্ধভাবে প্রশংসা করুন. তাহলে আপনি পরবর্তী প্রজন্মকে এ বিষয়ে বলতে পারবেন|
14 এই আমাদের ঈশ্বর চিরদিনের ঈশ্বর! চিরদিনের জন্য তিনি আমাদের পরিচালিত করবেন!

অধ্যায় 49

হে জাতিসকল, তোমরা শোন| পৃথিবীর সকল মানুষ, তোমরা শোন|
2 ধনী দরিদ্র প্রত্যেকটি লোক, তোমরা শোন|
3 আমি তোমাদের অত্যন্ত জ্ঞানের এবং চিন্তনের কথা কিছু বলবো|
4 আমি নিজে এই কাহিনীগুলি শুনেছি| এখন আমার বীণার সহযোগে গান গেয়ে, সেই বাণী আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবো|
5 যদি সংকট আসে কেন আমি ভীত হব? যদি দুষ্ট লোকেরা আমাকে ঘিরে থাকে এবং আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টায় থাকে, আমি কেন ভয় পাবো?

6 কিছু লোক ভাবে তাদের শক্তি এবং সম্পত্তি তাদের রক্ষা করবে| প্রকৃতপক্ষে ওরা বোকা লোক|
7 কোন লোকরা, বন্ধু, তোমাকে বাঁচাতে পারবে না| লোকরা ঈশ্বরকে উত্কোচ দিতে পারে না|
8 নিজের জীবনকে কিনে ফেলার মত যথেষ্ট টাকা একটা মানুষ কখনই পাবে না|
9 নিজের কবরের পচন থেকে শরীরকে রক্ষা করার মত এবং চিরকাল বেঁচে থাকার অধিকার কেনার মত টাকা একটা মানুষ কখনই পাবে না|
10 দেখ, জ্ঞানী লোকরা বোকা এবং অজ্ঞ লোকের মতই মরে| অন্য লোকরা তাদের সম্পদ নিয়ে যায়|
11 চিরদিনের জন্য ওদের কবর ওদের ঘর হয়| যদিও জীবিত অবস্থায় তাদের অনেক জমি ছিল|
12 লোকরা ধনী হয়ে যেতে পারে কিন্তু চিরদিন তারা এখানে থাকবে না| আর পাঁচটা পশুর মত তারাও মরবে|
13 যারা তাদের সম্পদ নিয়ে তুষ্ট হবে, সেই বোকা লোকদের ঐ পরিণতিই হবে|
14 ওই সব লোক মেষের মত| ওদের কবরের মধ্যে রাখা হবে, মৃত্যু ওদের শাসন করবে| তারপর সেই সকালে সত্ লোকরাই জয়ী হবে, অন্যদিকে অহঙ্কারী লোকদের দেহ তাদের সুদৃশ্য ঘর থেকে বহু দূরে কবরের মধ্যে নীরবে পচে যাবে|
15 কিন্তু প্রভু আমায় মৃত্যু থেকে মুক্তি দেবেন এবং আমার জীবনকে রক্ষা করবেন| যখন তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবেন, তখন তিনি আমায় কবরের দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করবেন!
16 মানুষ শুধুমাত্র ধনী বলে ওদের ভয় পেও না| তাদেরও ভয় পেও না যাদের খুব সুদৃশ্য বাড়ী আছে|
17 মৃত্যুর সময় তারা কোন জিনিসই সঙ্গে নিয়ে যাবে না| ঐসব সুন্দর জিনিসের মধ্যে একটাও সঙ্গে নিয়ে যাবে না|
18 একজন সম্পদশালী লোক তার ইহজীবনে যে সাফল্য লাভ করেছে, সে বিষয়ে সে নিজেকে অভিনন্দন জানাতে পারে| এমনকি নিজের জন্য সে যা করেছে, তার জন্য অন্য লোকও তার গুণগান করতে পারে|
19 কিন্তু এমন সময় আসবে যখন তাকে মরতে হবে, এবং মৃত্যুলোকে গিয়ে তাকে তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে থাকতে হবে| আর কোনদিন সে দিনের আলো দেখবে না|
20 লোকেরা খুব ধনশালী হতে পারে, কিন্তু তবু তারা প্রকৃত সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না| কিন্তু নিছক একটা প্রাণীর মত তাদেরও মরতে হবে|

অধ্যায় 50

প্রভু, যিনি ঈশ্বরদেরও ঈশ্বর বয়ং তিনি কথা বলছেন| তিনি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, অর্থাত্ এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে চিৎকার করে ডাক দিচ্ছেন|
2 সিয়োন থেকে দীপ্তিমান ঈশ্বর অসীম সুন্দর!
3 আমাদের ঈশ্বর আসছেন এবং তিনি নীরব থাকবেন না| তাঁর সামনে সর্বগ্রাসী আগুন জ্বলছে| তাঁর চারদিকে প্রচণ্ড ঝড় বইছে|
4 যখন তিনি তাঁর লোকদের বিচার করেন তখন তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সাক্ষী থাকতে ডাকেন|
5 ঈশ্বর বলেন, “হে আমার অনুগামীরা আমার চারিদিকে এস| হে আমার ভক্তসকল, আমরা একে অন্যের সঙ্গে চুক্তি করেছি|
6 ঈশ্বর হলেন বিচারক, আকাশ তাঁর যথায়থ ধার্মিকতার কথা ঘোষণা করে|
7 ঈশ্বর বলেন, “আমার লোকরা, আমার কথা শোন! হে ইস্রায়েলের লোকরা, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেব| আমিই ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর|
8 আমি তোমাদের বলি সম্পর্কে অভিযোগ করছি না| তোমরা ইস্রায়েলের লোকেরা সর্বদাই আমার কাছে হোমবলি দিয়েছ| প্রতিদিনই তোমরা তা আমায় দিয়েছ|
9 তোমাদের ঘর থেকে আমি ষাঁড় নেব না| তোমাদের খোঁয়াড় থেকে আমি ছাগলও নেব না|
10 ঐ পশুগুলো আমি চাই না| ইতিমধ্যেই জঙ্গলের সমস্ত পশুসমুহের আমি অধিকারী| হাজার হাজার পর্বতের ওপরের সমস্ত পশুগুলি ইতিমধ্যে আমার অধিকারে|
11 উচ্চতম পর্বতের প্রত্যেকটি পাখিকে আমি চিনি| পাহাড়ের প্রত্যেকটি চলমান বস্তুই আমার|
12 আমি ক্ষুধার্ত নই! যদি আমি ক্ষুধার্তও হতাম আমি তোমাদের কাছে আহার চাইতাম না| সারা পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা যা আছে, আমিই পৃথিবীর এবং পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের মালিক|
13 আমি ষাঁড়ের মাংস খাই না| আমি ছাগলের দেহ থেকে রক্ত পান করি না|”

14 অতএব, অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য তোমাদের ঈশ্বরের কাছে দেয় ধন্যবাদ নৈবেদ্য নিয়ে এস
এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার জন্য এসো এবং তোমাদের পরাত্পরের কাছে যা প্রতিশ্রুতি করেছিলে তোমরা তাঁকে
তাই দাও|
15 ঈশ্বর বলেন, "যখন তুমি সংকটে পড়বে তখন আমায় ডেকো! আমি তোমাকে সাহায্য করবো! তারপর তুমি
আমাকে সম্মান করতে পারবে|"
16 কিন্তু দুষ্ট লোকেদের ঈশ্বর বলেন, "তোমরা আমার বিধির সম্বন্ধে কথা বল| তোমরা আমার চুক্তির সম্বন্ধে কথা বল|
17 আমি যখন তোমাদের ভুল সংশোধন করে দিই, তখন কেন তোমরা তা ঘৃণা কর? আমি যা বলি কেন তোমরা তা
উপেক্ষা কর?
18 তোমরা একটা চোরকে দেখ এবং তার সঙ্গে যোগ দিতে ছুটে যাও| যারা ব্যভিচার করে তোমরা তাদের সঙ্গে
বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়|
19 তোমরা মিথ্যা কথা বল এবং অশুভ ব্যাপারে কথা বল|
20 অন্য লোকদের সম্পর্কে তোমরা সব সময় খারাপ কথা বল| এমনকি তোমরা নিজের ভাইদের সম্পর্কেও খারাপ
কথা বল|
21 তোমরা ঐসব বাজে কাজ করেছো| এবং আমি কিছু বলি নি| তাই তোমরা ভেবেছো আমিও ঠিক তোমাদের মত|
তবে হ্যাঁ, আর বেশীদিন আমি চুপ করে থাকবো না! এটা আমি তোমার পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবো এবং আমি
সামনাসামনি তোমার সমালোচনা করবো!
22 তোমরা ঈশ্বরকে ভুলে গেছ| তাই আমি তোমাদের ছিন্নভিন্ন করার আগে যদি তোমরা উপলব্ধি কর তো ভাল!
আর যদি না বোঝ কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না!
23 তাই যদি কোন লোক আমায় ধন্যবাদ বলি দেয় তবে সে আমার সম্মান করে| যদি সে সত্ উপায়ে বাঁচে তাকে
বাঁচানোর জন্য আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা প্রদর্শন করবো|"

অধ্যায় 51

আপনার মহান প্রেমময় দয়ার জন্য এবং আপনার মহান করুণা দিয়ে আমার সমস্ত পাপসমূহ ধুয়ে মুছে দিন!
2 ঈশ্বর, আমার অপরাধ মুছে দিন. আমার সব পাপ ধুয়ে দিন| আবার আমায় পাপমুক্ত করে দিন!
3 আমি জানি আমি পাপ করেছি| সব সময় আমি সেই সব পাপ দেখতে পাই|
4 যে সব কাজকে আপনি গর্হিত বলেন, সেই সব কাজই আমি করেছি| ঈশ্বর আপনিই সেই 'পরম এক' যার বিরুদ্ধে
আমি পাপ করেছি| এইসব কথা আমি স্বীকার করেছি যাতে মানুষ বোঝে আমি ভুল কিন্তু আপনি সঠিক| আপনার
সব সিদ্ধান্ত যথায়থ নিরপেক্ষ|
5 আমি পাপের মধ্যে দিয়ে জন্মেছিলাম এবং পাপের মধ্যেই আমার মা আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলেন|
6 হে ঈশ্বর, আপনি চান আমি প্রকৃতভাবে অনুগত হই| তাই আমার মনের গভীরে প্রকৃত জ্ঞান দান করুন|
7 এসবের দ্বারা আমার সব পাপ মুছে দিন, আমায় পবিত্র করে দিন| সমস্ত পাপ ধুয়ে দিয়ে আমাকে তুষারের থেকেও
শুভ্র করে দিন!
8 আমায় সুখী করুন! আবার কি করে সুখী হতে পারবো তা বলে দিন| আপনি যে হাড়গুলো চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন
সেগুলো আবার সুখী হোক্!
9 আমার পাপের দিকে তাকাবেন না! আমার সব পাপ মুছে দিন!
10 ঈশ্বর আমার মধ্যে বিশুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি করুন! আমার আত্মাকে আবার শক্তিশালী করুন!
11 আমাকে দূরে ঠেলে দেবেন না! আমার কাছ থেকে আপনার পবিত্র আত্মাকে সরিয়ে নেবেন না!
12 আপনার সাহায্য আমাকে প্রচণ্ড সুখী করেছে! সেই আনন্দ আবার আমায় ফিরিয়ে দিন| আপনার নির্দেশ মান্য
করার জন্য, আমার আত্মাকে শক্তিশালী করে দিন|
13 পাপীদের কেমন ধারা জীবনযাত্রা আপনি চান তা আমি ওদের শেখাবো এবং ওরা আপনার কাছে ফিরে আসবে|
14 ঈশ্বর, মৃত্যুর শাস্তি থেকে আমায় নিষ্কৃতি দিন| হে আমার ঈশ্বর, আপনিই সেই, যিনি আমায় রক্ষা করেন! আমার
জন্য আপনি যে সব ভালো কাজ করেছেন, তা নিয়ে আমায় গান গাইতে দিন!
15 প্রভু আমার, আপনার সম্মানে আমি মুখ খুলবো এবং আপনার প্রশংসা গান গাইবো!
16 প্রকৃতপক্ষে আপনি কোন বলি চান না| যদি আপনি চাইতেন আমি তা আপনার উদ্দেশ্যে দিতাম| তাহলে কেন

আপনাকে হোমবলি দেব যা আপনি প্রকৃত পক্ষে চান না!

17 ঈশ্বর যে বলি চান তা হল এক অনুতপ্ত আত্মা| হে ঈশ্বর, যদি একজন লোক নম্র হৃদয়ে ও বশ্যতার মন নিয়ে আপনার কাছে আসে তাকে আপনি ফিরিয়ে দেবেন না|

18 ঈশ্বর, সিয়োনের প্রতি প্রসন্ন ও ভাল ব্যবহার করুন| জেরুশালেমের প্রাচীর আবার গড়ে দিন.

19 তাহলে আপনি হোমবলি এবং সব উত্তম বলি উপভোগ করতে পারবেন| লোকরা আবার আপনার বেদীতে ষাঁড় বলি দেবে|

অধ্যায় 52

হে যোদ্ধা, তোমার কৃত অন্যায় নিয়ে তুমি এত বড়াই কর কেন? তুমি অনবরত ঈশ্বরের সম্মানহানি ঘটাও|

2 তোমরা সবসময় অন্য লোকদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কর| তোমাদের জিভ বিপজ্জনক, খুরের মতই ধারালো| তোমরা সর্বদাই মিথ্যা কথা বল এবং কাউকে না কাউকে ঠকাতে চেষ্টা কর!

3 ভালোর থেকে মন্দটাই তোমরা বেশী পছন্দ কর| তোমরা সত্যের থেকে মিথ্যা বলতেই বেশী পছন্দ কর|

4 তোমরা এবং তোমাদের মিথ্যাবাদী জিভ মানুষকে আঘাত করতে ভালোবাসে|

5 তাই ঈশ্বর চিরদিনের জন্য তোমাদের ধ্বংস করবেন! যেমন করে একটা লোক একটা গাছকে মূলসহ উপড়ে ফেলে, একইভাবে ঈশ্বর তোমাদের বাড়ীথেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবেন!

6 ভালো লোকরা তা দেখবে এবং ঈশ্বরকে ভয় ও শ্রদ্ধা করতে শিখবে| তারা তোমাদের দেখে উপহাস করে বলবে,

7 "দেখ, ঈশ্বরে যে ব্যক্তি নির্ভর করত না, তার কি অবস্থা হয়েছে| ঐ লোকটা ভেবেছিলো ওর সম্পদ এবং মিথ্যাচার ওকে রক্ষা করবে|"

8 কিন্তু আমি সবুজ জলপাই গাছের মত প্রভুর মন্দিরে বড় হয়ে উঠছি| আমি প্রভুর সত্য প্রেমে চিরদিন আস্থা রাখবো|

9 ঈশ্বর যা কিছু আপনি করেছেন তার জন্য চিরদিন আমি আপনার প্রশংসা করবো| আপনার ভক্তদের সামনে আমি আপনার নামের প্রশস্তি গীত করবো,কারণ সেটা খুব ভালো!

অধ্যায় 53

একমাত্র বোকারা ভাবে ঈশ্বর বলে কিছু নেই| এই ধরণের লোকরা দুর্নীতিগ্রস্ত, দুর্জন এবং ক্ষতিকর, ওরা ভাল কিছু করে না|

2 প্রকৃতপক্ষে একজন ঈশ্বর আছেন যিনি স্বর্গ থেকে আমাদের লক্ষ্য করছেন| ঈশ্বর সেইসব জ্ঞানী মানুষের খোঁজ করছেন যারা ঈশ্বরের খোঁজ করে!

3 কিন্তু প্রত্যেকে ঈশ্বরের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে| প্রত্যেকটি লোকই খারাপ| কেউ ভাল কিছু করে না| না, একটা লোকও না|

4 ঈশ্বর বলেন, "ওই সব মন্দ লোকরা নিশ্চয় জানে সত্য কী! কিন্তু ওরা আমার কাছে প্রার্থনা করে না| দুষ্ট লোকরা এমনভাবে আমার লোকদের গ্রাস করে যেন ওরা খাবার খাচ্ছে|

5 ঐসব মন্দ লোক এমন আতঙ্কিত হবে, যে আতঙ্ক ওরা আগে কখনও পায় নি! ঐ মন্দ লোকরা ঈস্রায়েলের শত্রু| ঈশ্বর ঐ মন্দ লোকদের বাতিল করে দিয়েছেন| তাই ঈশ্বরের লোকরা ওদের পরাজিত করবে এবং ওদের হাড়গুলো ঈশ্বর দ্বারা ছিন্নভিন্ন হবে|

6 ঈশ্বর, ইস্রায়েলের জন্য সিয়োন পর্বতে জয় নিয়ে আসুন! ঈশ্বর যখন তাঁর লোকদের নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনবেন তখন যাকোবের লোকরা যেন আনন্দ করে|

অধ্যায় 54

ঈশ্বর, আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমায় রক্ষা করুন| আমাকে মুক্তি দিতে আপনার পরাক্রম কাজে লাগান|
2 ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনুন| আমি যা বলি তা শুনুন|
3 বিদেশী লোকরা যারা ঈশ্বরের উপাসনা করে না তারা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে| ঐসব শক্তিশালী লোকরা আমায় হত্যা করার চেষ্টা করছে|
4 দেখ, আমার ঈশ্বর আমায় সাহায্য করবেন| আমার প্রভু আমায় সহায়তা দেবেন|
5 যারা আমার বিরুদ্ধে গিয়েছে, আমার ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন| ঈশ্বর আমার প্রতি বিশ্বস্ত হবেন এবং ঐসব লোকের বিনাশ করবেন|
6 হে ঈশ্বর, আমি আপনাকে স্বেচ্ছাবলি উৎসর্গ করব| প্রভু, আমি আপনার নামের প্রশংসা করবো কারণ সেটি এত ভালো!
7 আমি আপনার নামের প্রশংসা করব কারণ আমার সব সঙ্কট থেকে আপনি আমায় রক্ষা করেছেন| আমি আমার শত্রুদের পরাজিত হতে দেখেছি| 8

অধ্যায় 55

ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনুন| করুণার জন্য আমার যে প্রার্থনা তাকে উপেক্ষা করবেন না|
2 ঈশ্বর, দয়া করে আমার প্রার্থনা শুনুন এবং উত্তর দিন| আমাকে কোন্ জিনিস মানসিকভাবে যন্ত্রণা দেয় তা আপনার কাছে বলতে দিন|
3 আমি যে সব জিনিষে ভয় পাই আমার শত্রু সেইগুলো বলছে| ঐ দুষ্ট লোকটি আমাকে বলছে| আমার শত্রুরা যারা ক্রোধে উন্মত্ত তারা আমায় আক্রমণ করছে| ওরা আমার মাথার ওপর হুড়মুড় করে সংকটসমূহ এনে ফেলেছে|
4 আমার হৃদয়ের ভিতরে ঘাত-প্রতিঘাত হয়ে যাচ্ছে| মৃত্যু ভয়ে আমি ভীত হয়ে রয়েছি|
5 আতঙ্কে আমি কাঁপছি| আমি সন্ত্রস্ত|
6 আহা, আমার যদি ঘুঘু পাখীর মত ডানা থাকত! তাহলে আমি উড়ে গিয়ে একটা বিশ্রামের জায়গা খুঁজে বের করতাম|
7 আমি মরুভূমির অনেক দূরের কোন জায়গায় চলে যেতাম|
8 আমি ছুট দিতাম| আমি পালিয়ে যেতাম| এই সমস্যার ঝড় থেকে আমি পালিয়ে যেতাম|
9 প্রভু আমার, ওদের মিথ্যা বলা আপনি বন্ধ করুন| আমি এই শহরে হিংসাত্মক ব্যাপার এবং লড়াই দেখছি|
10 এই শহরের প্রতিটি জায়গায় দিনরাত্রি জুড়ে অপরাধ ও ধ্বংসাত্মক কাজ লেগেই রয়েছে|
11 রাস্তাগুলোতে অপরাধ বেড়ে গেছে| লোকজন সর্বত্র মিথ্যা কথা বলছে এবং ঠকাচ্ছে|
12 এটা যদি আমার শত্রুরা আমাকে অপমান করতো, আমি সহ্য করতে পারতাম| এটা যদি আমার শত্রুরা আমায় আক্রমণ করতো আমি লুকোতে পারতাম|
13 কিন্তু হে আমার সখা, বন্ধু, আপনি বয়ং আমায় আক্রমণ করেছেন|
14 যখন আমরা একসঙ্গে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের মন্দিরে হেঁটে যেতাম, তখন নিজেদের গোপন কথা একে অপরের সঙ্গে বিনিময় করে কত নিকটভাবে কথা বলেছি|
15 যেন অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে মৃত্যু এসে আমার শত্রুদের গ্রাস করে! পৃথিবী ফাঁক হয়ে যাক্ এবং ওদের জীবন্ত গিলে ফেলুক! কেন? কারণ ওরা সবাই মিলে ভয়ঙ্কর সব কু-পরিকল্পনা করে|
16 সাহায্যের জন্য আমি ঈশ্বরকে ডাকবো, প্রভু অবশ্যই আমাকে উদ্ধার করবেন|
17 সন্ধ্যায়, সকালে, দুপুরে আমি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলি| আমি তাঁকে বলব, কোন্ বিষয় আমাকে ক্লেশগ্রস্ত করে এবং তিনি আমার কথা শোনেন|
18 আমি অনেক যুদ্ধ করেছি| সর্বদাই ঈশ্বর আমায় উদ্ধার করেছেন এবং নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন|
19 ঈশ্বর, আমার কথা শোনেন| সেই অনন্ত রাজা অবশ্যই আমায় সাহায্য করবেন|
20 কিন্তু আমার শত্রুরা ঈশ্বরকে ভয় করে না বা তাঁকে শ্রদ্ধাও করে না| তারা তাদের হৃদয় এবং জীবন বদলাবে না|
21 ওরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং নিজের বন্ধুদের আক্রমণ করে|
22 আমার শত্রুরা খুব মসৃণভাবে কথা বলে, শান্তির কথা বললেও ওরা যুদ্ধের পরিকল্পনা করে| ওদের কথা মাখনের মত মসৃণ, কিন্তু ঐসব কথা ছুরির মতই কাটে|

23 তোমার যোদ্ধাদের প্রভুর কাছে সমর্পণ কর তিনি তোমাদের যত্ন নেবেন| ঈশ্বর ভালো লোকদের পরাজিত হতে দেবেন না| [24] তোমার চুক্তির অঙ্গ অনুসারে, ঐসব খুনী ও মিথ্যাবাদীদের অর্ধেক জীবন শেষ হওয়ার আগেই হে ঈশ্বর আপনি ওদের কবরে পাঠান এবং আমার চুক্তির একটি অংশ হিসেবে আমি আপনাতে আস্থা রাখব|

অধ্যায় 56

ঈশ্বর, লোকে আমায় আক্রমণ করেছে তাই আমার প্রতি কৃপা করুন| ওরা সর্বক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে, আমায় তাড়া করে চলেছে|

2 আমার শত্রুরা ক্রমাগত আমায় আক্রমণ করে চলেছে| ওখানে অসংখ্য যোদ্ধা আছে|

3 যখন আমি ভীত হয়ে পড়ি তখন আপনাতে আমার বিশ্বাস স্থাপন করি|

4 আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তাই আমি ভয় পাই না| মানুষ আমার কী করবে! আমার প্রতি ঈশ্বরের শপথের জন্য আমি তাঁর প্রশংসা করি|

5 শত্রুরা সব সময় আমার কথাকে বিকৃত করে| সর্বদাই ওরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে|

6 আমাকে হত্যা করবার একটা পথ খুঁজে পাবার আশায় ওরা একসঙ্গে লুকিয়ে থেকে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করে|

7 ঈশ্বর, ওদের অন্য দেশে বিদায় করে দিন| হে ঈশ্বর, ওদের দুষ্ট কাজের জন্য ওদের শাস্তি দিন| আপনার ক্রোধ দেখান এবং ঐসব জাতিদের পরাজিত করুন|

8 আপনি জানেন যে আমি মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত| আমি যে কত কেঁদেছি তাও আপনি জানেন| আপনি নিশ্চয় আমার চোখের জলের হিসেব রেখেছেন|

9 তাই যখন আমি আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি তখন আমার শত্রুদের পরাজিত করুন| আমি জানি আপনি তা করতে পারবেন| কারণ আপনিই আমার ঈশ্বর!

10 তাঁর প্রতিশ্রুতির জন্য আমি ঈশ্বরের প্রশংসা করি| আমার প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির জন্য আমি প্রভুর প্রশংসা করি|

11 আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তাই আমি ভয় পাই না| মানুষ আমার কী করবে!

12 ঈশ্বর, আমি আপনার কাছে বিশেষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা আমি পালন করবো| আমি আপনাকে আমার ধন্যবাদ উৎসর্গ নিবেদন করবো|

13 কেন? কারণ আপনি আমাকে মৃত্যু থেকে উদ্ধার করেছেন| পরাজয় থেকে আপনি আমায় রক্ষা করেছেন| তাই আমি প্রকাশ্য দিবালোকে ঈশ্বরের উপাসনা করবো যাতে কেবলমাত্র জীবিত লোকেরা দেখতে পায়|

অধ্যায় 57

ঈশ্বর, আমার প্রতি ক্ষমাশীল হোন| সদয় হোন কেননা আমার আত্মা আপনাতে বিশ্বাস রাখে| যখন সমস্যা আসে, তখন আমি সুরক্ষার জন্য আপনার কাছে আসি|

2 আমি পরাত্পর ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি| ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে আমার যত্ন নেন!

3 স্বর্গ থেকে তিনি আমায় সাহায্য দেন ও রক্ষা করেন| যারা আমায় অবদমিত করে তাদের তিনি পরাজিত করেন| আমার প্রতি ঈশ্বর তাঁর প্রকৃত ভালোবাসা প্রদর্শন করেন|

4 আমার জীবন সঙ্কটাপন্ন| শত্রুরা আমার চারদিকে ঘিরে রয়েছে| ওরা মানুষখেকো সিংহদের মত; ওদের দাঁতগুলো তীরের মত তীক্ষ্ণ; ওদের জিভগুলো তরবারির মত ধারালো|

5 হে ঈশ্বর, আপনি স্বর্গের চেয়েও ওপরে| আপনার মহিমা পৃথিবীকে আবৃত করে|

6 আমার শত্রুরা আমার জন্য একটা ফাঁদ পেতেছে| ওরা আমায় ফাঁদে ফেলতে চাইছে| ওরা আমার পথে একটা গভীর গর্ত খুঁড়েছে যাতে আমি ওর মধ্যে পড়ে যাই, কিন্তু ওরা নিজেরাই তার মধ্যে পড়ে গেছে!

7 কিন্তু ঈশ্বর আমায় নিরাপদে রাখবেন| তিনি আমায় সাহস দেবেন| আমি তাঁর প্রশংসা করবো|

8 হে আমার আত্মা, জেগে ওঠো! হে সারেঙ্গী, হে বীণা, তোমাদের সঙ্গীত শুরু কর! এস আমরা উষাকালকে জাগিয়ে তুলি|

9 আমার প্রভু সকলের কাছে আমি আপনার প্রশংসা করি| সব জাতির কাছেই আমি আপনার প্রশংসা করি|
10 আপনার প্রকৃত ভালোবাসা, আকাশের উচ্চতম মেঘের থেকেও উচ্চ!
11 হে ঈশ্বর, স্বর্গকেও অতিক্রম করে যাও| আপনার মহিমা পৃথিবীকে আবৃত করুক|

অধ্যায় 58

ওহে বিচারকগণ, তোমরা তোমাদের বিচারে ন্যায় সঙ্গত নও| তোমরা সত্ভাবে লোকের বিচার করছো না|
2 না, তোমরা শুধুই খারাপ কাজ করার কথা ভাবো| এই দেশে তোমরা হিংসাত্মক অপরাধসমূহ কর|
3 সেই সব মন্দ লোক যখনই জন্মায় তখন থেকেই ওরা ভুল কাজ করতে শুরু করে| জন্ম থেকেই ওরা মিথ্যাবাদী|
4 ওদের ক্রোধ সাপের বিষের মতই ভয়ঙ্কর এবং বধির গোখরে সাপের মত| ওরা সত্য কথা শুনতে অস্বীকার করে|
5 গোখরে সাপরা সাঁপুড়ের বীণের সুর বা গান শুনতে পায় না| ঐসব মন্দ লোকরাও সেইসব সাপের মত, কারণ তারা কু-চক্রান্ত করে|
6 প্রভু, ঐ লোকগুলো সিংহের মত| তাই হে প্রভু, ওদের দাঁতগুলো ভেঙে দিন|
7 নর্দমা দিয়ে যেমন জল গড়িয়ে যায়, ঐ লোকগুলোও যেন সেভাবেই অদৃশ্য হয়ে যায়| পথের ধারে আগাছার মত ওরা যেন বিনষ্ট হয়|
8 ওরা শামুকের মত হোক, নড়বার সময় যেন গলে গলে যায়| ওরা যেন জন্ম-মৃত শিশুর মত কোনদিন দিনের আলো না দেখে|
9 যে কাঁটাঝোপকে জ্বালানী হিসেবে বালিয়ে রান্নার পাত্র গরম করা হয় ওরা যেন সেই কাঁটাঝোপের জ্বালানীর মত বিনষ্ট হয়|
10 একজন সত্ লোক তখন খুশী হবে যখন সে দেখবে তার প্রতি করা অন্যায় কাজের জন্য মন্দ লোকরা শাস্তি পাচ্ছে| সে সেই রকম সৈনিকের মত হবে যে তার সমস্ত শত্রুদের পরাজিত করেছে|
11 যখন এটা ঘটবে, তখন লোকে বলবে: “সত্ লোকেরা সত্যিই পুরস্কৃত| সত্যই একজন ঈশ্বর আছেন যিনি পৃথিবীর বিচার করেন|”

অধ্যায় 59

ঈশ্বর আমাকে আমার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করুন| যারা আমার সঙ্গে লড়াই করতে এসেছে তাদের পরাজিত করতে আমায় সাহায্য করুন|
2 সেই সব লোক যারা মন্দ কাজ করে তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন| ঐসব খুনীদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন|
3 দেখুন শক্তিশালী লোকরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে| যদিও আমি কোন পাপ বা অপরাধ করিনি তবুও ওরা আমায় হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করছে|
4 আমি কোন ভুল করি নি কিন্তু আমাকে আক্রমণ করার জন্য ওরা এখানে ছুটে এসেছে| প্রভু, উঠুন এবং এসে আমায় সাহায্য করুন| দেখুন কি ঘটছে|
5 প্রভু, আপনিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর! উঠুন এবং ঐসব লোককে শাস্তি দিন| ঐসব বদ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি এতটুকু দয়া দেখাবেন না|
6 ঐসব লোকরা কুকুরের মত যারা সন্ধ্যা বেলায় ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে এবং রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে শহরে আসে|
7 ওদের হুমকি ও অপমান শুনুন| ওরা ঐসব নির্মম কথাগুলো বলছে| কিন্তু ওরা খেয়াল করে না কারা তা শুনছে|
8 প্রভু ওদের আপনি উপহাস করুন| ওদের সকলকে বিদ্রূপ করুন|
9 আমি আপনার উদ্দেশ্যে আমার বন্দনা গান করবো| ঈশ্বর, উঁচু পর্বতে আপনিই আমার নিরাপদ স্থান|
10 ঈশ্বর আমায় ভালোবাসেন এবং তিনি আমাকে জয়ী হতে সাহায্য করবেন| তিনি আমায় শত্রুদের পরাজিত করতে সাহায্য করবেন|
11 হে ঈশ্বর, ওদের নিছক হত্যা করবেন না, নতুবা আমার লোকেরা তাদের ভুলে যেতে পারে| কে তাদের জয় এনে দিয়েছে? হে আমার প্রভু এবং রক্ষাকারী, আপনার ক্ষমতা বলে ওদের আপনি পরাজিত করুন| ছত্রভঙ্গ করুন|

12 ঐসব মন্দ লোক মিথ্যা কথা বলে ও অভিশাপ দেয়| ওরা যা বলেছে তার জন্য ওদের শাস্তি দিন| ওদেরই দম্ভের
ফাঁদে ওদের পড়তে দিন|
13 আপনার ক্রোধে ওদের ধ্বংস করে দিন| ওদের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করুন! সারা পৃথিবীকে বুঝতে দিন যে বয়ং ঈশ্বর
ইস্রায়েলে শাসন করছেন!
14 ঐসব মন্দ লোক, ঘেউ ঘেউ করা ভ্রাম্যমান কুকুরের মত, রাতের বেলায় শহরে এসেছে|
15 তারা কিছু খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু কোন খাবার পাবে না, রাতে বিশ্রাম করবার জন্যও কোন জায়গা
তারা খুঁজে পাবে না|
16 কিন্তু সকালে, আমি আপনার প্রশংসা গান গাইবো| আমি আপনার প্রেমে আনন্দ উল্লাস করবো| কেন? কারণ
উচ্চ পর্বতে আপনিই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল| সংকট এলে আমি আপনার কাছে ছুটে যেতে পারবো|
17 আপনার প্রশংসা করে আমি গান গাইবো| কেন? কারণ উচ্চ পর্বতে আপনিই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল| আপনি
সেই ঈশ্বর যিনি আমায় ভালোবাসেন!

অধ্যায় 60

হে ঈশ্বর, আপনি আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ ছিলেন| আপনি আমাদের বাতিল করে দিয়েছেন, আমাদের ধ্বংস করে
দিয়েছেন| দয়া করে আমাদের পুনরুদ্ধার করুন|
2 আপনিই ভূমিকম্প করিয়েছেন এবং পৃথিবীকে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন| আমাদের পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে
পড়ছে| দয়া করে একে ঠিক করুন|
3 আপনি আপনার লোকদের বহু সমস্যা দিয়েছেন| আমরা নেশাগ্রস্ত লোকদের মত টলমল করতে করতে পড়ে যাচ্ছি|
4 যারা আপনাকে উপাসনা করে তাদের আপনি সতর্ক করেছেন| এখন তারা শত্রুদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারে|
5 আপনার পরাক্রম প্রয়োগ করে আমাদের উদ্ধার করুন! আমার প্রার্থনার উত্তর দিন এবং যাদের আপনি
ভালোবাসেন তাদের রক্ষা করুন!
6 ঈশ্বর তাঁর মন্দিরে কথা বলেছেন এবং এতে আমি খুব খুশী! তিনি বলেছেন, "আমার লোকদের সঙ্গে আমি এই
ভূখণ্ড ভাগ করে নেব| আমি ওদের শিখিম দেবো| আমি ওদের সুক্কোতের উপত্যকা দেবো|
7 গিলিয়দ এবং মনঃশি আমার হবে| ইফ্রযিম আমার মাথার শিরস্ত্রাণ হবে| যিহূদা হবে আমার বিচারদণ্ড|
8 মোযাব দেশ আমার পা ধোযার গামলা হবে| ইদোম আমার জুতো বহনকারী ক্রীতদাস হবে| আমি পলেষ্টীয়দের
পরাজিত করে বিজয় উল্লাসে চিৎকার করে উঠবো!
9 কিন্তু ঈশ্বর, আপনি আমাদের ত্যাগ করলেন! আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে আপনি গেলেন না! তাই কে আমাকে ঐ দৃঢ়
ও সুরক্ষিত শহরে নিয়ে যাবে? ইদোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কে আমায় নেতৃত্ব দেবে?
10
11 ঈশ্বর, শত্রুদের পরাজিত করতে আমাদের সাহায্য করুন! জনগণ আমাদের সাহায্য করতে পারে না!
12 একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের শক্তিশালী করতে পারেন| একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের শত্রুদের পরাজিত করতে পারেন!

অধ্যায় 61

হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা সঙ্গীত শুনুন| আমার প্রার্থনা শুনুন|
2 আমি যেখানেই থাকি, যতই দুর্বল হই না কেন, আমি সাহায্যের জন্য আপনাকে ডাকবো! আমাকে বহু বহু উঁচুতে
নিরাপদ স্থানে নিয়ে চলুন|
3 আপনিই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল! আপনিই সেই শক্তিশালী দুর্গ যা আমাকে আমার শত্রুদের থেকে রক্ষা করে|
4 আমি চিরদিনের জন্য আপনার তাঁবুতে থাকতে চাই| যেখানে আপনি আমায় সুরক্ষিত করবেন আমি সেখানেই
লুকিয়ে থাকতে চাই|
5 হে ঈশ্বর, আপনাকে যা দেবার প্রতিশ্রুতি আমি করেছি তা আপনি শুনেছেন| কিন্তু আপনার অনুগামীদের যা আছে,
তার প্রতিটি জিনিসই আপনার কাছ থেকে এসেছে|

6 রাজাকে দীর্ঘ জীবন দিন! তাকে চিরদিন জীবিত থাকতে দিন!
7 তাকে চিরদিন ঈশ্বরের সঙ্গে বেঁচে থাকতে দিন! আপনার প্রকৃত ভালোবাসা দিয়ে তাকে আপনি রক্ষা করুন|
8 আমি চিরকাল আপনার নামের প্রশংসা করবো| আমি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, প্রতিদিনই আমি তা পালন করবো|

অধ্যায় 62

যাই ঘটুক না কেন, ঈশ্বর আমায় উদ্ধার করবেন এই আশায় আমার আত্মা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছে| আমার পরিত্রাণ একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই আসবে|
2 হয়তো আমার অনেক শত্রু আছে, কিন্তু ঈশ্বরই আমার দুর্গ| ঈশ্বর আমায় রক্ষা করেন| উঁচু পর্বতে ঈশ্বরই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল| আমার মস্ত বড় শত্রুও আমায় পরাজিত করতে পারবে না|
3 কতক্ষণ তোমরা আমায় আক্রমণ করবে? আমি একটা ঝুঁকে পড়া দেওয়ালের মত| আমি একটা ভগ্ন প্রায় বেড়ার মত|
4 আমার গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ঐসব লোক আমার বিনাশের পরিকল্পনা করছে| আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলে ওরা আনন্দ পায়| জনসমক্ষে ওরা আমার সম্পর্কে ভাল কথা বলে কিন্তু গোপনে আমায় অভিশাপ দেয়|
5 আমাকে রক্ষা করবার জন্য আমার আত্মা ধৈর্য্য ধরে শুধুমাত্র ঈশ্বরের অপেক্ষা করছে! ঈশ্বর আমার একমাত্র আশা|
6 ঈশ্বরই আমার দুর্গ| ঈশ্বরই আমায় রক্ষা করেন| উঁচু পর্বতে ঈশ্বরই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল|
7 আমার মহিমা ও জয় ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে| তিনিই আমার দৃঢ় দুর্গ| তিনিই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল|
8 হে লোক সকল, সর্বদাই ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখো| তোমাদের সব সমস্যা ঈশ্বরকে বল| ঈশ্বরই আমাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল|
9 প্রকৃতপক্ষে লোকজন কোন সাহায্য করতে পারে না| প্রকৃত সাহায্যের জন্য তোমরা ওদের ওপর নির্ভর করতে পারবে না| ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করলে, ওরা একটি বাতাসের ফুত্কার ছাড়া আর বেশী কিছু নয়|
10 জোর করে কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারে তোমার ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস কর না| একদম ভেবো না যে চুরি করে কিছু নিয়ে লাভবান হবে| যদি তুমি ধনী হও, তবে মোটেই বিশ্বাস করো না সম্পদ তোমায় সাহায্য করবে|
11 ঈশ্বর বলেন, একটাই মাত্র জিনিস আছে যার ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো (এবং আমি তা বিশ্বাস করি)| "একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকেই শক্তি আসে!"
12 হে আমার প্রভু, আপনার ভালোবাসাই প্রকৃত ভালোবাসা| লোকে যে কাজ করে তার জন্যই আপনি তাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেন|

অধ্যায় 63

ঈশ্বর, আপনিই আমার ঈশ্বর| আমি আপনাকে ভীষণভাবে চাই| রৌদ্রদগ্ধ শুকনো জমির মত, আমার দেহ ও আত্মা আপনার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে রয়েছে|
2 হ্যাঁ, আপনার মন্দিরে আমি আপনাকে দেখেছি| আপনার শক্তি এবং মহিমাও আমি দেখেছি|
3 আপনার ভালোবাসা জীবনের চেয়েও উত্তম| আমার ওষ্ঠদ্বয় আপনারই প্রশংসা করে|
4 হ্যাঁ, আমার এ জীবনে আমি আপনারই প্রশংসা করবো| আপনার পবিত্র নামে আমি দু-হাত তুলে প্রার্থনা করবো|
5 আমি এমনই সন্তুষ্ট হব যেন আমি সব থেকে সেরা খাবার খেয়েছি| এবং আমার আনন্দপ্লুত মুখ দিয়ে আমি আপনারই প্রশংসা করবো|
6 যখন আমি বিছানায় শুতে যাবো তখন আমি আপনাকে স্মরণ করবো| মধ্যরাত্রে আমি আপনার ধ্যান করব|
7 আপনি সত্যিই আমাকে সাহায্য করেছেন! আপনি যখন আমায় সুরক্ষা দেন তখন আমি আনন্দোল্লাস করি!
8 আমার আত্মা আপনাকে জড়িয়ে ধরে থাকে| আপনার ডান হাত আমাকে সহায়তা দেয়|
9 যারা আমায় মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে ওরা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে| ওরা ওদের কবরে তলিয়ে যাবে|
10 তরবারির দ্বারা ওদের মৃত্যু হবে| বুনো কুকুর ওদের মৃতদেহ ছিঁড়ে খাবে|
11 কিন্তু রাজা দায়ূদ তাঁর ঈশ্বরকে নিয়েই সুখী হবে এবং যারা তাঁকে মান্য করে তারাই ঈশ্বরের প্রশংসা করবে| কেন? কারণ তিনি সব মিথ্যাবাদীকে পরাজিত করেছেন|

অধ্যায় 64

ঈশ্বর, আমার কথা শুনুন| আমার শত্রু আমায় শাসাচ্ছে| আমাকে তার হাত থেকে রক্ষা করুন!
2 শত্রুর গোপন চক্রান্ত থেকে আমায় রক্ষা করুন| ঐ মন্দ লোকেদের কাছ থেকে আমায় লুকিয়ে রাখুন|
3 ওরা আমার সম্পর্কে খারাপ ও মিথ্যা কথা বলেছে| ওদের জিভ তীক্ষ্ণ তরবারির মত, ওদের তিক্ত কথা যেন বিভক্ত তীরের মত|
4 ওদের গোপন ডেরা থেকে ওরা নির্ভয়ে এবং অতর্কিতে সরল ও সত্ মানুষদের দিকে তীর ছোঁড়ে|
5 মন্দ কাজে ওরা একে অন্যকে উৎসাহিত করে| ওরা ওদের ফাঁদ পাতার কথাবার্তা বলে| ওরা একে অন্যকে বলে, "কেউ এই ফাঁদ দেখতে পাবে না!"
6 ওরা ওদের ফাঁদ লুকিয়ে রেখেছে| ওরা জীবন্ত বলিসমূহের সন্ধানে আছে| মানুষ খুব চতুর হতে পারে, তাই ওরা কি ফন্দি করছে তা জানা মুস্কিল|)
7 কিন্তু ঈশ্বরও ওদের দিকে "তীর" নিক্ষেপ করতে পারেন! এটা জানতে পারার আগেই দুষ্ট লোকরা জখম হয়ে যাবে|
8 মন্দ লোকরা অন্য লোকের খারাপ করারই চিন্তা করে| কিন্তু ঈশ্বর ওদের দুষ্ট পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে পারেন এবং ঐ কু-পরিকল্পনা ওদের ওপরেই ঘটাতে পারেন| তখন যারাই ওদের দেখবে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মাথা নাড়াবে|
9 লোকরা দেখবে ঈশ্বর কি করেছেন| তাঁর সম্পর্কে তারা অন্য লোকদের বলবে| তখন প্রত্যেকে ঈশ্বর সম্পর্কে আরও বেশী জানতে পারবে| ওরা তাঁকে ভয় ও শ্রদ্ধা করতে শিখবে|
10 একজন ভালো লোক আনন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবা করে এবং তাঁর ওপর নির্ভর করে| একজন ভাল ও সত্ লোক ঈশ্বরকে তার অন্তর থেকে প্রশংসা করে|

অধ্যায় 65

সিয়োনে বিরাজমান হে ঈশ্বর, আমি আপনার প্রশংসা করি| আপনাকে যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা আমি দিয়েছি|
2 আপনি যে সব কাজ করেছেন সে সম্পর্কে আমরা বলে থাকি| আপনিও আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন| যারা আপনার কাছে আসে, তাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা আপনি শোনেন|
3 যখন আমাদের পাপের ভার অতিরিক্ত বেড়ে যায়, তখন আপনি সেই পাপ ভার লাঘব করেন|
4 ঈশ্বর, আপনিই আপনার লোকদের মনোনীত করেন| আপনার মন্দিরে এসে আপনার উপাসনা করার জন্য আপনিই আমাদের মনোনীত করেছেন| আপনার মন্দিরে, আপনার পবিত্র প্রাসাদে, যে সব মনোরম জিনিস আছে, তাই দিয়ে আমরা সন্তুষ্ট হব!
5 ঈশ্বর আপনি আমাদের রক্ষা করেন| ভালো লোকরা আপনার কাছে প্রার্থনা করে এবং আপনি তাদের প্রার্থনার উত্তর দেন| তাদের জন্য আপনি আশ্চর্য্য কার্য্য করেন| সারা পৃথিবীতে লোকরা আপনাতে আস্থা রাখে|
6 ঈশ্বর তাঁর শক্তি দিয়ে পর্বত সৃষ্টি করেছেন| আমাদের চারপাশে আমরা তাঁর শক্তিকে দেখতে পাই|
7 উত্তাল সমুদ্রকে ঈশ্বর শান্ত করেছেন| ঈশ্বরই পৃথিবীতে "জনসমুদ্রসমূহ" সৃষ্টি করেছেন|
8 আপনি যেসব বিস্ময়কর জিনিস করেন, তাতে সারা পৃথিবীর লোক বিস্ময় বিহ্বল হয়েছে| সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত আমাদের প্রচণ্ড সুখী করে!
9 আপনিই জমির যত্ন নেন| আপনিই জমিতে সেচ দেন এবং তাতে ফসল ফলান| হে ঈশ্বর, আপনিই সেই জন, যিনি নদী ও খালগুলি জলে ভরে দিয়েছেন এবং ফসল ফলাতে সাহায্য করেছেন|
10 হাল দেওয়া জমিতে আপনিই বৃষ্টি ঝরান| আপনিই জমিকে জল দিয়ে সিক্ত করেন| আপনিই বৃষ্টির জল দিয়ে জমিকে নরম করেন এবং আপনিই কচি চারা জন্মাতে দেন|
11 আপনি ভালো ফসল দিয়ে নতুন বছর শুরু করেন| আপনি বিভিন্ন ফসল দিয়ে গাড়ীগুলি ভরে দেন|
12 পাহাড় ও মরুভূমি ঘাসে আচ্ছাদিত হয়ে আছে|
13 চারণ ভূমিগুলো মেষে ভরে রয়েছে| উপত্যকাগুলো ফসলে পরিপূর্ণ হয়েছে| প্রত্যেকটি মানুষ আনন্দে ধ্বনি দিচ্ছে এবং গান গাইছে|

অধ্যায় 66

সমগ্র পৃথিবী উচ্চ স্বরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আনন্দধ্বনি কর!
2 তাঁর মহিমাময় নামের প্রশংসা কর! প্রশংসা গান গেয়ে তাঁর নামের সম্মান কর!
3 ঈশ্বরকে বল তাঁর কীর্তিগুলি কি অনবদ্য! হে ঈশ্বর, আপনার পরাক্রমের মহত্বে আপনার শত্রুরা তাদের মাথা আপনার কাছে অবনত করে| ওরা আপনার ভয়ে ভীত!
4 সারা পৃথিবী যেন আপনার উপাসনা করে| প্রত্যেকে যেন আপনার নামের প্রশংসা করে|
5 ঈশ্বর যা যা করেছেন তার দিকে দেখ! এই সব জিনিস আমাদের বিস্ময় বিহ্বল করে|
6 ঈশ্বর, সমুদ্রকে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করেছেন| আনন্দে উল্লাস করতে করতে তাঁর লোকরা নদী হেঁটে পারাপার করেছে|
7 ঈশ্বর, তাঁর পরাক্রমে পৃথিবী শাসন করছেন| সর্বত্রই তিনি লোকের ওপর নজর রাখছেন| কেউই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে পারবে না|
8 হে জনগণ, আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা কর| তাঁর কাছে উচ্চস্বরে প্রশংসা গান গাও|
9 ঈশ্বর আমাদের জীবন দিয়েছেন| ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেন|
10 মানুষ যেমন করে আগুনে রূপো পরীক্ষা করে, তেমন করে ঈশ্বর আমাদের পরীক্ষা করেছেন|
11 ঈশ্বর, আপনি আমাদের ফাঁদে ফেলেছেন| আপনি আমাদের ওপর ভারি বোঝা চাপিয়েছেন|
12 আপনি আমাদের শত্রুদের আমাদের অতিক্রম করতে দিয়েছেন| আগুন ও জলের ভেতর দিয়ে আপনি আমাদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছেন| কিন্তু আপনি আমাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে এসেছেন|
13 তাই আমি আপনার মন্দিরে বলি নিয়ে যাবো| যখন আমি সংকটের মধ্যে ছিলাম আমি আপনার সাহায্য চেয়েছিলাম| আমি আপনার কাছে অনেক প্রতিশ্রুতি করেছিলাম| যা আমি প্রতিশ্রুতি করেছিলাম, এখন তা আমি আপনাকে দিচ্ছি|
14
15 আমি আপনার কাছে পাপমোচনের নৈবেদ্য উৎসর্গ করি| আমি আপনাকে মেষসহ ধূপ উৎসর্গ করি| আমি আপনাকে ছাগল ও ষাঁড়সমূহ উৎসর্গ করি|
16 তোমরা যারা ঈশ্বরের উপাসনা করছ তারা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বলবো ঈশ্বর আমার জন্য কি করেছেন|
17 আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, আমি তাঁর প্রশংসা করেছিলাম|
18 আমার হৃদয় নির্মল ছিল তাই আমার প্রভু আমার কথা শুনেছেন|
19 ঈশ্বর আমার কথা শুনেছেন| ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছেন|
20 ঈশ্বরের প্রশংসা কর! ঈশ্বর আমার দিক থেকে বিমুখ হন নি, তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন| আমার প্রতি তিনি তাঁর ভালোবাসা দেখিয়েছেন!

অধ্যায় 67

হে ঈশ্বর, আমাদের কৃপা করুন এবং আশীর্বাদ করুন| অনুগ্রহ করে আমাদের গ্রহণ করুন!
2 হে ঈশ্বর, পৃথিবীর সমস্ত লোক যেন আপনার সম্পর্কে জানতে পারে| প্রত্যেকটা জাতি যেন দেখতে পায় কেমন করে আপনি মানুষকে বাঁচান|
3 হে ঈশ্বর, লোকরা যেন আপনার প্রশংসা করে! যেন সমস্ত লোক আপনার প্রশংসা করে|
4 সমস্ত জাতি আহ্লাদিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করুন! কেন? কারণ আপনি ন্যায়সঙ্গত ভাবে লোকের বিচার করেন| এবং আপনি প্রত্যেকটি জাতিকে শাসন করেন|
5 হে ঈশ্বর, লোকরা যেন আপনার প্রশংসা করে! সকল লোক যেন আপনার প্রশংসা করে|
6 হে ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর, আমাদের আশীর্বাদ করুন| আমাদের জমি যেন আমাদের ভাল আবাদ দেয়|
7 ঈশ্বর যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন| পৃথিবীর সমস্ত লোক যেন ঈশ্বরকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে|

অধ্যায় 68

ঈশ্বর, আপনি উঠুন এবং শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করুন| তাঁর সব শত্রুরা যেন তাঁর থেকে দূরে পালিয়ে যায়|

2 ধোঁয়া যেমন বাতাসে উড়ে যায়, তেমনি আপনার শত্রুরা যেন ছত্রভঙ্গ হয়| মোম যেমন ভাবে আগুনে গলে যায়, তেমনই করে যেন আপনার শত্রুরাও ধ্বংস হয়|

3 কিন্তু ধার্ম্মিক লোকরা সুখী| ধার্ম্মিক লোকরা ঈশ্বরের সঙ্গে আনন্দোল্লাসে সময় কাটাবে| ধার্ম্মিক লোকরা নিজেদের উপভোগ করতে পারবে এবং প্রচণ্ড সুখী হবে!

4 ঈশ্বরের উদ্দেশ্য গান গাও| তাঁর নামে প্রশংসা কর| ঈশ্বরের জন্য পথ প্রস্তুত কর| মরুভূমিতে তিনি রথে চড়ে আসছেন| তাঁর নাম "যাঃ|" তাঁর নামের প্রশংসা কর!

5 তাঁর পবিত্র মন্দিরে তিনিই অনাথের পিতার মত| ঈশ্বর বিধবাদের যত্ন নেন|

6 সঙ্গীহীন লোককে ঈশ্বর গৃহ দেন; ঈশ্বর তাঁর লোকদের কারাগার থেকে মুক্ত করেন| তারা ভীষণ সুখী| কিন্তু যে লোকরা ঈশ্বরের বিরোধিতা করবে তারা রৌদ্র দগ্ধ মরুভূমিতে বাস করবে|

7 ঈশ্বর, আপনিই আপনার লোকদের মিশর থেকে বেরিয়ে আসতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন| আপনিই মরুভূমিতে হেঁটে গিয়েছিলেন|

8 এবং ভূমি কেঁপে উঠেছিল| ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বয়ং সীনয় পর্বতে নেমে এলেন এবং আকাশ বিগলিত হল|

9 একটা পরিশ্রান্ত ও প্রাচীন ভূখণ্ডকে পুনরায় সতেজ করার জন্য আপনি বৃষ্টি পাঠিয়েছিলেন|

10 আপনার সব পশু সেই ভূখণ্ডে ফিরে এলো| হে ঈশ্বর, সেই জায়গায় দরিদ্র লোকদের আপনি বহু ভাল জিনিস দিয়েছেন|

11 ঈশ্বর আজ্ঞা দিলেন এবং বহু লোক সুসমাচার দিতে গেল:

12 "শক্তিশালী রাজার সৈনিকরা পালিয়ে গেছে! সৈনিকরা যুদ্ধ ফেরত্ যে সব জিনিস আনবে, বাড়ীর মহিলারা সেগুলো ভাগ করে নেবে| যারা বাড়ীতে আছে তারা সেই সব সম্পদ ভাগ করে নেবে|

13 রূপোয় মোড়া ঘুঘুর ডানা ওরা পাবে| সোনায় ঝকঝক্ করা ডানা তারা পাবে|"

14 সল্মোন পর্বতে ঈশ্বর শত্রু রাজাদের ছত্রভঙ্গ করলেন| ওরা হয়েছিল তুষারে ঝরে যাওয়ার মত|

15 বাশন পর্বত অনেকগুলো শৃঙ্গ সম্বলিত এক বিরাট পর্বত|

16 হে বাশন পর্বত, কেন তুমি সিয়োন পর্বতকে নীচু নজরে দেখ? ঈশ্বর সিয়োন পর্বতকে ভালোবাসেন| প্রভু চিরদিন সেখানে থাকবেন বলে স্থির করেছেন|

17 ঈশ্বর পবিত্র সিয়োন পর্বতে আসেন| তাঁর পিছু পিছু লক্ষ লক্ষ রথ আসে|

18 লোকদের কাছ থেকে উপহার নেওয়ার জন্য, এমনকি যারা তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিল তাদের কাছ থেকেও উপহার গ্রহণ করার জন্য তিনি জাঁকজমক করে বন্দীদের নেতৃত্ব দিয়ে উচ্চ পর্বতের ওপরে গেলেন| প্রভু ঈশ্বর সেখানে থাকার জন্য গেলেন|

19 প্রভুর প্রশংসা কর! দিনের পর দিন তিনি আমাদের ভার বহন করেন| ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেন!

20 তিনিই আমাদের ঈশ্বর| তিনি সেই ঈশ্বর যিনি আমাদের রক্ষা করেন| প্রভু আমাদের ঈশ্বর, আমাদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন|

21 ঈশ্বর অবশ্যই দেখাবেন যে তিনি তাঁর শত্রুদের পরাজিত করেছেন| যারা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন|

22 আমার প্রভু বলেছেন, "বাশন থেকে আমি আমার শত্রুদের নিয়ে আসবো, পশ্চিম দেশ থেকে আমি শত্রুদের নিয়ে আসবো|

23 তোমরা তাদের রক্তের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারবে| তোমাদের কুকুর ওদের রক্ত চেটে খাবে|

24 ঈশ্বরের শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে দেখ| আমার ঈশ্বর, আমার রাজার পবিত্র শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে দেখ|

25 প্রথমেই আসছে গায়করা, তাদের পেছনে রয়েছে বীণাযন্ত্র বাদ্যকারীগণ যাদের অনুসরণ করছিল খঞ্জনী বাজনারতা মেয়েরা|

26 মহাসমাবেশে ঈশ্বরের প্রশংসা কর! হে ইস্রায়েলের লোকরা, প্রভুর প্রশংসা কর!

27 ছোট বিন্যামীন নামক উপজাতি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে| সেখানে যিহূদার বড় পরিবারও রয়েছে| সবূলূন এবং নপ্তালির নেতারাও সেখানে রয়েছেন|

28 ঈশ্বর, আপনার ক্ষমতা আমাদের দেখান! যে ক্ষমতা আমাদের জন্য অতীতে ব্যবহার করেছেন সেই ক্ষমতা প্রদর্শন করুন|

29 জেরুশালেমে, আপনার প্রাসাদে আপনাকে উপহার দেবার জন্য রাজারা তাঁদের ঐশ্বর্য নিয়ে আসবেন|

30 আপনি যা চান আপনার দণ্ড ব্যবহার করে, ঐসব "জন্তুদের" দিয়ে আপনি তাই করান| ঐসব জাতির "ষাঁড়" ও "গোরুদের" আপনার অনুগত করুন| ওই সব জাতিকে আপনি যুদ্ধে পরাজিত করেছেন| ওদের দিয়ে আপনার কাছে রূপো আনয়ন করুন|

31 ওদের দিয়ে মিশর থেকে ধন-সম্পদ আনয়ন করুন| ঈশ্বর, কূশীয়রা যেন ওদের সম্পদ আপনার কাছে নিয়ে আসে|

32 পৃথিবীতে রাজারা যারা আছো, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসা কর! আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রশংসা গান কর!

33 ঈশ্বরের গীত গাও! তিনি তাঁর রথ প্রাচীন স্বর্গগুলির মধ্য দিয়ে চালান| তাঁর পরাক্রান্ত রব শোন!

34 তোমাদের যে কোন দেবতার থেকে ঈশ্বর অনেক বেশী শক্তিশালী| ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাঁর লোকদের শক্তিশালী করেছেন|

35 তাঁর মন্দিরে ঈশ্বর অবিস্মরণীয়| ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাঁর লোকদের শক্তি এবং ক্ষমতা দিয়েছেন| ঈশ্বরের প্রশংসা কর!

অধ্যায় 69

হে ঈশ্বর আমার সংকটসমূহ থেকে আমায় রক্ষা করুন! আমার মুখ পর্যন্ত জল পৌঁছে গেছে|

2 এখানে এমন কিছু নেই, যার ওপর আমি দাঁড়াতে পারি| আমি কাদায় ডুবে যেতে বসেছি, আমি গভীর জলে ডুবে রয়েছি, আমার চারদিকে ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে| আমি প্রায় ডুবে মরতে বসেছি|

3 আমি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছি যে সাহায্য চাইতেও অক্ষম হয়ে গেছি| আমার গলা যন্ত্রণা করছে| আমার চোখ যন্ত্রণায় টন্ টন্ করে ওঠার আগে পর্যন্ত আমি আপনার সাহায্যের প্রতীক্ষা করেছি|

4 আমার মাথায় যত চুল আছে, আমার শত্রুর সংখ্যা তার থেকেও বেশী| কোন কারণ ছাড়াই তারা আমায় ঘৃণা করে| আমাকে বিনাশ করার জন্য ওরা খুব কঠিন চেষ্টা করে| শত্রুরা আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলছে| ওরা বলছে যে আমি নাকি চুরি করেছি| এরপর যে জিনিস আমি চুরি করি নি, ওরা আমায় তার দাম দিতে বাধ্য করেছে|

5 হে ঈশ্বর, আপনি আমার ত্রুটিগুলি জানেন| আপনার কাছে আমি আমার পাপ লুকোতে পারি না|

6 হে আমার সদাপ্রভু, সর্বশক্তিমান প্রভু, আমার জন্য যেন আপনার অনুগামীরা লজ্জায় না পড়ে| হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আপনার অনুগামীরা যেন আমার জন্য বিব্রত বোধ না করে|

7 আমার মুখ লজ্জায় ঢেকে গেছে| এই লজ্জা আমি আপনার জন্য বহন করছি|

8 আমার ভায়েরা অচেনা মানুষের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করে সেরকম আমার সঙ্গে করে| আমার মায়ের সন্তানরা আমার সঙ্গে ভিন্দেশীর মতই ব্যবহার করে|

9 আপনার মন্দির সম্পর্কে আমার তীব্র অনুভূতিই আমাকে শেষ করে দিচ্ছে| যারা আপনাকে নিয়ে মজা করে তাদের কাছ থেকে আমি অপমান কুড়িয়েছি|

10 আমি কাঁদি এবং উপবাস করি, এর জন্য ওরা আমায় নিয়ে হাসাহাসি করে|

11 দুঃখ প্রকাশের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করি, কাপড় পরি, লোকে আমায় নিয়ে মজা করে|

12 প্রকাশ্য স্থানে ওরা আমায় নিয়ে আলোচনা করে| ওই মাতালরা আমায় নিয়ে গান বাঁধে|

13 হে ঈশ্বর, আমার দিক থেকে আপনার কাছে এই প্রার্থনা: আমি চাই আপনি আমায় গ্রহণ করুন! হে ঈশ্বর আমি চাই প্রেমের সঙ্গে আপনি আমায় সাড়া দিন| আমি জানি আপনি আমায় উদ্ধার করবেন| এ ব্যাপারে আমি আপনার ওপর নির্ভর করতে পারি|

14 আমাকে কাদা থেকে টেনে তুলুন| আমায় কাদায় ডুবে যেতে দেবেন না| যারা আমায় ঘৃণা করে তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন| এই গভীর জল থেকে আমায় উদ্ধার করুন|

15 ঢেউগুলো যেন আমায় ডুবিয়ে না দেয়| গভীর গহ্বরকে আমায় ভক্ষণ করতে দেবেন না| কবরকে আমায় গিলে ফেলতে দেবেন না|

16 প্রভু, আপনার প্রেম ভালো| আপনার ভালোবাসা দিয়ে আমায় উত্তর দিন| আপনার সব দয়া নিয়ে আমার দিকে ফিরুন, আমায় সাহায্য করুন!

17 আপনার দাসের কাছ থেকে দূরে সরে যাবেন না| আমি সংকটের মধ্যে পড়েছি! তাড়াতাড়ি আমায় সাহায্য করুন!

18 আসুন আমার আত্মাকে রক্ষা করুন| শত্রুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন|

19 আমার লজ্জা আপনি জানেন| আপনি জানেন যে আমার শত্রুরা আমাকে ঘৃণা ও অপমান করেছে| ওরা আমার প্রতি যে কাজ করেছে তাও আপনি দেখেছেন|

20 সেই লজ্জা আমায় বিদীর্ণ করে দিয়েছে| লজ্জায় আমি মরে যেতে বসেছি! আমি সহানুভূতি পাওয়ার আশা
করেছিলাম কিন্তু কখনই আমি তা পাই নি| আমি অপেক্ষা করেছিলাম কোন লোক এসে আমায় সান্ত্বনা দিক কিন্তু
কোন লোক আসে নি|
21 ওরা আমায়, আহার নয়, বিষ দিয়েছে| যখন আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম দ্রাক্ষারসের বদলে ওরা আমায় অম্লরস
দিয়েছিল|
22 ওদের টেবিলগুলো খাবারে পরিপূর্ণ| সমারোহপূর্ণ মঙ্গল আহার ওদের আছে| ওদের ভোজ যেন ওদের বিনাশ করে|
23 আমি কামনা করি ওরা যেন অন্ধ হয়ে যায় এবং ওদের মেরুদণ্ড যেন দুর্বল হয়ে পড়ে|
24 ওদের আপনার সব ক্রোধ অনুভব করতে দিন|
25 ওদের ঘর শূন্য করে দিন| একটা কেউ যেন ওখানে বেঁচে না থাকে|
26 ওদের শাস্তি দিন, ওরা ছুটে পালাবে| তখন ওরা আলোচনা করার জন্য কিছু যন্ত্রণা ও ক্ষত পাবে|
27 মন্দ কাজের জন্য ওদের শাস্তি দিন| আপনার ধার্ম্মিকতা ওদের দেখাবেন না|
28 জীবনের গ্রন্থ থেকে ওদের নাম মুছে দিন| জীবনের পুস্তকে ধার্ম্মিক লোকদের নামের সঙ্গে ওদের নাম লিখবেন না!
29 আমি দুঃখী এবং যন্ত্রণাবিদ্ধ| ঈশ্বর আমায় টেনে তুলুন; আমায় রক্ষা করুন!
30 গানের মধ্যে দিয়ে আমি ঈশ্বরের প্রশংসা করবো| ধন্যবাদ গীতের মধ্য দিয়ে আমি তাঁর প্রশংসা করবো|
31 এটাই ঈশ্বরকে সুখী করবে! উৎসর্গ হিসেবে একটা গোটা পশু দেওয়ার চেয়ে অথবা একটা ষাঁড় হত্যা করার চেয়ে,
গানের মধ্যে দিয়ে ধন্যবাদ দেওয়া অনেক ভাল হবে|
32 হে বিনয়ী লোকরা, ঈশ্বরের উপাসনার জন্য এসো| এই সব জেনে তোমরা খুশী হবে|
33 দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কথা প্রভু শোনেন| যারা বন্দী আছেন প্রভু তাদের এখনও পছন্দ করেন|
34 হে আকাশ ও পৃথিবী, ঈশ্বরের প্রশংসা কর! হে সমুদ্র এবং সমুদ্রের মধ্যের সবকিছু, প্রভুর প্রশংসা কর!
35 প্রভু সিয়োনকে রক্ষা করবেন| প্রভু যিহূদার শহরগুলি আবার নির্মাণ করবেন| সেই ভূখণ্ড যাদের, সেখানে তারা
আবার বাস করবে!
36 তাঁর দাসদের উত্তরপুরুষরা এই ভূখণ্ড পাবে| সেই সব লোক যারা তাঁর নামকে ভালোবাসে তারা সেই ভূখণ্ডে
বসবাস করবে|

অধ্যায় 70

ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন! ঈশ্বর শীঘ্র আমায় সাহায্য করুন!
2 লোকে আমায় হত্যা করার চেষ্টা করছে| ওদের নিরাশ করুন! ওদের লজ্জিত বোধ করান! যে সব লোক আমার
খারাপ করতে চায় তাদের যেন পতন হয় ও তারা যেন লজ্জা পায়|
3 লোকে আমায় নিয়ে হাসাহাসি করে| আশা করি ওদের যা প্রাপ্য ওরা তাই পাবে এবং লজ্জাবোধ করবে|
4 আমি কামনা করি যারা আপনার উপাসনা করে তারা যেন সত্যিকারের সুখী হয়| যারা আপনার সাহায্য চায় তারা
যেন সর্বদাই আপনার প্রশংসা করে|
5 ঈশ্বর আমি দীন অসহায় মানুষ| ঈশ্বর তাড়াতাড়ি করুন! আপনি আসুন, আমায় রক্ষা করুন! ঈশ্বর একমাত্র
আপনিই আমায় উদ্ধার করতে পারেন| আর দেরী করবেন না!

অধ্যায় 71

হে প্রভু, আমি আপনাতে বিশ্বাস রাখি, তাই আমি কখনও হতাশ হব না|
2 আপনার ধার্ম্মিকতা দিয়ে আপনি আমায় রক্ষা করবেন| আপনিই আমায় উদ্ধার করবেন| আমার কথা শুনুন, আমায়
রক্ষা করুন|
3 আপনি আমার দুর্গ হোন, সেই গৃহ হোন যেখানে আমি নিরাপত্তার জন্য ছুটে যেতে পারি| আপনিই আমার শিলা
এবং আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল| তাই আমাকে রক্ষার আজ্ঞা দিন|
4 হে আমার ঈশ্বর, আমায় দুষ্ট লোকের হাত থেকে রক্ষা করুন| নৃশংস ও মন্দ লোকেদের হাত থেকে আমায় রক্ষা
করুন|

5 আমার জন্মের সময় থেকে আমি আপনার যত্নে ছিলাম| আমার জন্মের সময় থেকে আপনি আমার সঙ্গে ছিলেন|
6 এমনকি আমার জন্মের আগে থেকেই আমি আপনার ওপর নির্ভর করেছি| আমি যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম তখনও আমি আপনার ওপর আস্থা রেখেছি| সর্বদাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি|
7 আপনিই আমার শক্তির উত্স| তাই অন্য লোকদের কাছে আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলাম|
8 যে সব বিস্ময়কর জিনিস আপনি করেন তার সম্বন্ধে সর্বদাই আমি গান গাই|
9 আমি বৃদ্ধ হয়েছি বলে আমায় ছুঁড়ে ফেলে দেবেন না| হত শক্তি হয়েছি বলে আমায় ত্যাগ করবেন না|
10 শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে| ওরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলো, এবং আমাকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিলো|
11 আমার শত্রুরা বলছে, "যাও ওকে তুলে নিয়ে এসো! ঈশ্বর ওকে ত্যাগ করেছেন| আর কেউ ওকে সাহায্য করবে না|"
12 ঈশ্বর, আমায় পরিত্যাগ করবেন না! ঈশ্বর তাড়াতাড়ি এসে আমায় রক্ষা করুন!
13 আমার শত্রুদের পরাজিত করুন! ওদের সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দিন! যারা আমার ক্ষতি করতে চাইছে, তারা যেন লজ্জিত ও অপমানিত হয়|
14 তাহলে আমি সব সময়ই আপনার ওপর নির্ভর করবো এবং আমি আরো বেশী করে আপনার প্রশংসা করবো|
15 আপনি যে কত ভালো, তা আমি লোকদের বলবো| আমি লোকদের বলবো কিভাবে আপনি আমায় প্রতিবার রক্ষা করেছিলেন| তা এত বার ঘটেছে যে গুনে শেষ করা যায় না|
16 আমি আপনার মহত্বের কথা বলবো, প্রভু আমার সদাপ্রভু| আমি সেই সব ধার্মিকতার কথা বলব, যা শুধুমাত্র আপনি করতে পারেন|
17 ঈশ্বর, আমি যখন একটি ছোট্ট বালক ছিলাম তখন থেকে আপনি আমায় শিক্ষা দিয়েছেন| তখন থেকে আজ পর্যন্ত আপনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেছেন তা আমি মানুষকে বলেছি!
18 এখন আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার চুল পেকে গেছে| কিন্তু হে ঈশ্বর, আমি জানি, আপনি আমায় ত্যাগ করবেন না| প্রত্যেকটি নতুন প্রজন্মকে আমি আপনার ক্ষমতা ও মহত্বের কথা বলবো|
19 ঈশ্বর, আপনার ধার্মিকতা আকাশের সীমা অতিক্রম করে যায়| ঈশ্বর, কোন দেবতাই আপনার মত নয়| আপনি বিস্ময়কর সব কাজ করেছেন|
20 আপনি আমাকে সমস্যা এবং দুঃসময় প্রত্যক্ষ করিয়েছেন| কিন্তু তাদের সবকিছু থেকে রক্ষা করে আপনি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন| কত গভীরে আমি ডুবে গিয়েছিলাম সেটা কথা নয়, কিন্তু আপনি আমায় সমস্যা থেকে টেনে তুলেছেন|
21 অতীতে যা করেছি তার থেকেও মহত্ কাজসমূহ করতে আমায় সাহায্য করুন| আমাকে আরাম দিতে থাকুন|
22 আমি বীণা বাজিয়ে আপনার প্রশংসা করবো| হে ঈশ্বর আমি গাইবো ও বলবো যে, আপনার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে| ইস্রায়েলের পবিত্র একের জন্য বীণা বাজিয়ে আমি গান গাইবো|
23 আপনি আমার আত্মাকে রক্ষা করেছেন| আমার আত্মা সুখী হবে| নিজের মুখে আমি আপনার প্রশংসা গান করবো|
24 আমার জিভ সর্বদাই আপনার ধর্মশীলতার গান গাইবে এবং যারা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো তারা পরাজিত ও অসম্মানিত হবে|

অধ্যায় 72

ঈশ্বর রাজাকে আপনার মত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করুন| রাজার পুত্রকে আপনার ধার্মিকতা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতে সাহায্য করুন|
2 রাজাকে আপনার লোকদের প্রতি ন্যায্য বিচার করতে সাহায্য করুন| আপনার দীন লোকদের প্রতি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে তাকে সাহায্য করুন|
3 সারা ভূখণ্ড জুড়ে শান্তি ও ন্যায়বিচার থাকতে দিন|
4 রাজাকে দীন মানুষের প্রতি সুবিচার করতে দিন| সহায় সম্বলহীনকে তিনি যেন সাহায্য করেন| ওদের যারা আঘাত করে তাদের যেন উনি শাস্তি দেন|
5 যতদিন পর্যন্ত আকাশে চাঁদ থাকে এবং সূর্য প্রতিভাত হবে ততদিন যেন লোকেরা রাজাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে|

লোকরা যেন তাকে চিরদিন ভয় ও শ্রদ্ধা করে|
6 যে বৃষ্টি শস্যক্ষেতের ওপর ঝরে পড়ে, রাজাকে সেই বৃষ্টির মত হতে সাহায্য করুন| যে জলধারা জমিতে পতিত হয়, তাকে সেই ধারার মত হতে সাহায্য করুন|
7 যতক্ষণ তিনি রাজা রয়েছেন ততদিন যেন সত্ লোকরা বিকশিত হয়| যতদিন আকাশে চাঁদ রয়েছে ততদিন যেন শান্তি বজায় থাকে|
8 এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্র পর্যন্ত তার রাজত্বের বিস্তার হোক| ফরাত্ নদী থেকে পৃথিবীর দূর প্রান্ত পর্যন্ত যেন তাঁর রাজত্ব বজায় থাকে|
9 মরুভূমিতে যারা বাস করে তারা সবাই যেন তাঁর কাছে আনত হয়| তাঁর সব শত্রুরা যেন মাটির ধূলোতে মুখ ঠেকিয়ে তার কাছে অবনত হয়|
10 তর্শীশের রাজা এবং অন্যান্য দূরবর্তী রাজ্য যেন তাঁর জন্য উপহার বয়ে আনে| শিবা ও সবার রাজারা যেন তার জন্য নৈবেদ্য বয়ে আনে|
11 সব রাজা যেন আমাদের রাজার কাছে নত হয়| সব জাতি যেন তাঁর সেবা করেন|
12 আমাদের রাজা সহায় সম্বলহীনদের সাহায্য করেন| আমাদের রাজা দরিদ্র অসহায় মানুষকে সাহায্য করেন|
13 দরিদ্র ও অসহায় মানুষ তাঁর ওপর নির্ভর করেন| রাজা তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করেন|
14 সেই সব নিষ্ঠুর লোকরা যারা ওদের ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, তাদের হাত থেকে রাজা ওদের রক্ষা করেন| ওই সব দীন-দরিদ্র মানুষের জীবন রাজার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান|
15 রাজা দীর্ঘজীবী হোন! তিনি যেন শিবার কাছ থেকে সোনা গ্রহণ করেন| সর্বদা রাজার জন্য প্রার্থনা কর| প্রতিদিন তাকে আশীর্বাদ কর|
16 জমিগুলিতে যেন প্রচুর পরিমানে ফসল হয়| পাহাড়গুলো যেন শস্যে ভরে ওঠে| জমিগুলো যেন লিবানোনের মত উর্বর হয়ে ওঠে| যেমন করে মাঠগুলো ঘাসে ভরে যায় তেমন করে যেন শহরগুলো মানুষে ভরে ওঠে|
17 রাজা যেন চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হয়ে যান| যতদিন সূর্য প্রতিভাত হবে, ততদিন যেন লোকরা তাঁর নাম মনে রাখে| লোকরা যেন তাঁর আশীর্বাদ পায় এবং সকলে যেন তাঁকে আশীর্বাদ করে|
18 প্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা কর! একমাত্র ঈশ্বরই এমন আশ্চর্য্য কার্য্য করতে পারেন|
19 চিরদিন তাঁর মহিমাময় নামের প্রশংসা কর! তাঁর মহিমা যেন সারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে দেয়! আমেন! আমেন!
20 যিশয়ের পুত্র, দায়ূদের প্রার্থনাসমূহ এখানেই শেষ হলো|

অধ্যায় 73

ঈশ্বর সত্যিই ইস্রায়েলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছেন| যাদের হৃদয় শুচি তাদের সঙ্গে ঈশ্বর ভালো ব্যবহার করেন|
2 আমার প্রায় পদস্খলন হয়েছিলো এবং আমি পাপ কাজ করতে শুরু করেছিলাম|
3 আমি দেখেছি ঐসব দুষ্ট লোকরা কৃতকার্য হয়েছে এবং তা দেখে ঐসব উদ্ধত লোকদের প্রতি আমি ঈর্ষা করেছিলাম|
4 ওরা সবাই বলবান লোক ছিলো| বেঁচে থাকবার জন্য ওদের কোন লড়াই করতে হত না|
5 ঐসব উদ্ধত লোককে আমাদের মত দুর্ভোগ পোহাতে হয় না| অন্যান্য লোকেদের মত ওদের কোন সংকট নেই|
6 তাই ওরা উদ্ধত এবং মানুষকে ঘৃণা করে| এই অহঙ্কারকে তারা গলার মালার মত এবং শৌখিন বস্ত্রের মত সহজেই ধারণ করে|
7 ঐসব লোক যদি ওদের পছন্দের কিছু দেখে, ওরা গিয়ে তা নিয়ে চলে আসে| ওরা যা মনে করে, ওরা তাই করতে পারে|
8 লোকের সম্পর্কে ওরা নির্মম ও অহিতকর কথাবার্তা বলে| অন্যদের কাছ থেকে ওরা কিভাবে সুবিধে নেয় সে সম্বন্ধে ওরা গর্বের সঙ্গে কথা বলে|
9 ঐসব অহঙ্কারী লোকরা নিজেদের দেবতা বলে ভাবে! ওরা ভাবে ওরাই পৃথিবীর শাসনকর্তা|
10 এমনকি ঈশ্বরের লোকরা পর্যন্ত সাহায্যের জন্য ওদের কাছে ছুটে যায়| ঐ উদ্ধত লোকরা যা বলে, ওরাও তাই করে|
11 ঐ মন্দ লোকরা বলে, “আমরা কি করছি ঈশ্বর তা জানেন না! ঈশ্বর, যিনি পরাত্পর, তিনি জানেন না!”
12 ঐ অহঙ্কারী লোকরা প্রচণ্ড দুর্জন, কিন্তু ওরা ধনী এবং ওরা ক্রমশঃ আরো ধনী হয়ে উঠছে|

13 তাই আমার আত্মাকে কেন শুদ্ধ হতে হবে? আমি কেন আমার হাত নির্দোষ রাখব?
14 হে ঈশ্বর, সারাদিন ধরে আমি যন্ত্রণা ভোগ করি| প্রত্যেকদিন সকালে আপনি আমায় শাস্তি দেন|
15 ঈশ্বর, এই সব বিষয়ে আমি অন্য লোকদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি| কিন্তু আমি জানি তাতে আপনার লোকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে|
16 এই সব বিষয় জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি| কিন্তু এটা আমার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর|
17 যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার মন্দিরে যাই নি, আমি ঈশ্বরের মন্দিরে গেলাম এবং তারপর বুঝতে পারলাম|
18 ঈশ্বর, সত্যিই ঐসব লোককে আপনি ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছেন| ওদের পতন এবং বিনাশ এখন সহজ হবে|
19 হঠাত্ই সমস্যা আসতে পারে এবং ঐ অহঙ্কারী লোকরা ধ্বংস হবে| ওদের সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে এবং ওরা শেষ হয়ে যাবে|
20 প্রভু যেমন করে আমরা জেগে উঠে স্বপ্নকে ভুলে যাই, ঐসব লোকরা সেই স্বপ্নের মতই বিস্মৃত হবে| আমাদের রাতের দুঃস্বপ্ন যেমন আপনি অদৃশ্য করে দেন, তেমনি করে আপনি ওই লোকগুলোকে অদৃশ্য করে দেবেন|
21 আমি অত্যন্ত নির্বোধ ছিলাম| আমি দুষ্ট ও ধনী লোকদের কথা ভাবতাম এবং ক্লেশগ্রস্ত হয়ে পড়তাম| হে ঈশ্বর, আমি ক্লেশগ্রস্ত ছিলাম এবং আপনার ওপর রাগ করেছিলাম! আমি নির্বোধ ও অজ্ঞ পশুর মত ব্যবহার করেছিলাম|
22
23 আমার যা কিছু দরকার তা আমার আছে! আমি সর্বদাই আপনার সঙ্গে আছি| হে ঈশ্বর আপনি আমার হাত ধরুন|
24 ঈশ্বর, আমায় সুপরামর্শ দিন ও পরিচালিত করুন| তাহলে আপনি আমায় গৌরবের পথে নিয়ে যাবেন|
25 হে স্বর্গের ঈশ্বর, আমি সর্বদা আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং আমি যখন আপনার সঙ্গে রয়েছি তখন এই পৃথিবীতে আমি আর কী চাইতে পারি?
26 আমার এই দেহ মন একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু আমার শিলা, যাঁকে আমি ভালোবাসি তিনি থাকবেন| চিরকালের জন্য আমার কাছে ঈশ্বর আছেন!
27 ঈশ্বর যারা আপনাকে ত্যাগ করেছে তারা হারিয়ে যাবে| যারা আপনার প্রতি অবিশ্বস্ত তাদের আপনি ধ্বংস করে দেবেন|
28 আমি জানি, আমি ঈশ্বরের কাছে এসেছি এবং তাঁর কাছাকাছি থাকা আমার পক্ষে ভালো| আমি আমার প্রভু সদাপ্রভুকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল করে নিয়েছি| ঈশ্বর আপনি যা কিছু করেছেন তাঁর সব কিছু বলতে আমি এসেছি|

অধ্যায় 74

ঈশ্বর আপনি কি চিরকালের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন? আপনি কি এখনও আপনার লোকদের ওপর ক্রুদ্ধ আছেন?
2 অতীতে আপনি যে সব লোকদের এনেছিলেন তাদের কথা স্মরণ করুন| আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন| তাই আমরা সবাই আপনার| সিয়োন পর্বতের কথা স্মরণ করুন, যেখানে আপনি বাস করতেন|
3 ঈশ্বর, সেই সব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে আপনি হেঁটে আসুন| যে পবিত্র স্থানকে শত্রুরা ধ্বংস করে দিয়েছে সেখানে ফিরে আসুন|
4 মন্দিরেই তারা যুদ্ধের উন্মত্ত গর্জন শুরু করেছিলো| যুদ্ধে তারা জয়ী হয়েছে এটা বোঝানোর জন্য ওরা মন্দিরে পতাকা উড়িয়েছিল|
5 যারা নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে শত্রু সৈন্যরা সেই সব লোকের মত নির্মম|
6 হে ঈশ্বর, কুঠার ও কুড়ুল ব্যবহার করে ওরা আপনার মন্দিরের খোদাই করা কাঠের কক্ষগুলি ভেঙ্গে চুরমার করেছে|
7 ঐ সৈন্যরা আপনার পবিত্রস্থান পুড়িয়ে দিয়েছে| আপনার নামের সম্মানে সেই মন্দির তৈরী হয়েছিলো কিন্তু ওরা তা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে|
8 শত্রুরা আমাদের সম্পূর্ণভাবে গুঁড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে| দেশের প্রত্যেকটা পবিত্রস্থান ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে|
9 আমরা আমাদের কোন চিহ্নসমূহ দেখতে পাচ্ছি না| আর কোন ভাববাদী নেই| কেউই জানে না এখন কি করতে হবে|
10 ঈশ্বর আর কতদিন শত্রুরা আমাদের নিয়ে উপহাস করবে? আপনি কি চিরদিন ওদের আপনার নামের অবমাননা

করতে দেবেন?

11 ঈশ্বর, কেন আপনি আমাদের এত কঠিন শাস্তি দিলেন? আপনার বিপুল শক্তি ব্যবহার করে আপনি আমাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলেন!

12 ঈশ্বর দীর্ঘদিন ধরে আপনি আমাদের রাজা ছিলেন| এই দেশে যে কোন যুদ্ধ জয় করতে আপনি আমাদের সাহায্য করেছেন|

13 ঈশ্বর লোহিত সাগরকে দুভাগে ভাগ করতে আপনি আপনার পরাক্রম প্রয়োগ করেছিলেন|

14 বড় বড় সমুদ্র দানবদের আপনি পরাজিত করেছেন! আপনিই লিবিয়াথনের মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন এবং তার দেহ পশুদের খাওয়ার জন্য ফেলে এসেছেন|

15 নদী এবং ঝর্ণায় আপনিই প্রবাহ দিয়েছেন| আপনিই নদীকে শুষ্ক করে দিয়েছেন|

16 হে ঈশ্বর, আপনিই দিন এবং রাত্রি নিয়ন্ত্রণ করেন| আপনিই চাঁদ এবং সূর্য সৃষ্টি করেছেন|

17 আপনিই পৃথিবীর সব কিছুর সীমা নির্ধারণ করেছেন| আপনিই শীত, গ্রীষ্ম সৃষ্টি করেছেন|

18 প্রভু মনে রাখবেন কেমন করে শত্রুরা আপনাকে অপমান করেছিলো! ঐ লোকগুলো আপনাকে অপমান করেছিল| ঐসব মূর্খ লোক আপনার নামকে ঘৃণা ও নিন্দে করেছে!

19 ঐসব বন্য পশুদের আপনার পারাবত নিয়ে যেতে দেবেন না! আপনার দীন দরিদ্র মানুষদের চিরদিনের জন্য ভুলে যাবেন না|

20 আমাদের চুক্তির কথা স্মরণ করুন! এই দেশের প্রত্যেকটি অন্ধকার স্থানে রয়েছে হিংসাত্মক ঘটনা|

21 ঈশ্বর, আপনার লোকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে| ওদের আর আহত হতে দেবেন না| আপনার দীন দুঃখী লোকরা আপনার প্রশংসা করে|

22 ঈশ্বর, উঠুন এবং যুদ্ধ করুন! প্রতিদিন যে অবমাননা ঐসব নির্বোধদের কাছ থেকে আপনাকে পেতে হয়েছে তা মনে রাখবেন|

23 আপনার শত্রুদের উন্মত্ত চিৎকারের কথা মনে রাখবেন| বার বার ওরা আপনাকে অপমান করেছে!

অধ্যায় 75

হে ঈশ্বর, আমরা আপনার প্রশংসা করি! আমরা আপনার প্রশংসা করি| আপনি (আপনার নাম) খুব কাছাকাছি রয়েছেন এবং যে সব আশ্চর্য কার্য্য আপনি করেছেন লোকে তার কথা বলে|

2 ঈশ্বর বলেন, “আমি বিচারের সময় নির্দিষ্ট করব এবং আমি ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করবো|

3 পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুই কম্পমান এবং পতনোন্মুখ হতে পারে, কিন্তু আমি ওদের দৃঢ় সংবদ্ধ করে রাখবো|”

4 “কিছু লোক প্রচণ্ড গর্বিত| ওরা ভাবে ওরাই শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ| কিন্তু আমি ওই লোকদের বলেছি, মিথ্যা বড়াই করো না! এত অহঙ্কারী হয়ো না!”‘

5

6 পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা একটা মানুষকে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারে|

7 প্রভুই বিচারক| কে গুরুত্বপূর্ণ হবে তা ঈশ্বরই স্থির করেন| ঈশ্বর একজন ব্যক্তিকে তুলে নেন এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন| অন্যদিকে, তিনি অন্য এক ব্যক্তিকে টেনে নামিয়ে দেন এবং তাকে গুরুত্বহীন করেন|

8 মন্দ লোকদের শাস্তি দিতে ঈশ্বর সর্বদাই প্রস্তুত| প্রভুর হাতে একটা পেয়ালা আছে| সেই পেয়ালাটি বিষাক্ত দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ| এই দ্রাক্ষারস (শাস্তি) তিনি মন্দ লোকদের ওপর ঢালবেন এবং শেষ বিন্দু পর্যন্ত তারা তা পান করবে|

9 এসব বিষয় সম্পর্কে আমি সর্বদাই লোকদের বলবো| আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা গান করবো|

10 মন্দ লোকদের শক্তি আমি হরণ করবো এবং ভাল লোকদের আমি বেশী শক্তি দেবো|

অধ্যায় 76

যিহূদার লোকরা ঈশ্বরকে জানে| ইস্রায়েলের লোকরা ঈশ্বরের নামকে সম্মান করে|
2 শালেমে ঈশ্বরের মন্দির আছে| সিয়োন পর্বতের ওপর ঈশ্বর বাস করেন|
3 সেই খানেই ঈশ্বর, তীর-ধনুক, ঢাল-তলোয়ার এবং অন্য সব যুদ্ধাস্ত্র, চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন|
4 হে ঈশ্বর, পর্বতসমূহের থেকে ফিরে, যেখানে আপনি আপনার শত্রুদের পরাজিত করেছেন, আপনাকে মহিমান্বিত দেখাচ্ছে|
5 ঐসব সৈন্য ভেবেছিলো ওরা শক্তিশালী| কিন্তু এখন তারা যুদ্ধক্ষেত্রে মরে পড়ে রয়েছে| ওদের গায়ে যা কিছু ছিল সবই খুলে নেওয়া হয়েছিল| ঐ বলশালী সৈনিকরা কেউই নিজেকে রক্ষা করতে পারে নি|
6 যাকোবের ঈশ্বর ওই সৈন্যদের উদ্দেশ্যে গর্জন করে উঠলেন| তারা তাদের ঘোড়াগুলো সহ পড়ে মরে গেল|
7 ঈশ্বর, আপনি ভয়ানক! যখন আপনি ক্রুদ্ধ হন তখন কেউ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না|
8 বিচারক হিসাবে প্রভুই তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন| এই ভূখণ্ডের নম্র ও ভক্ত লোকদের ঈশ্বর রক্ষা করেছেন| স্বর্গ থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্ত পাঠিয়েছেন| সারা পৃথিবী ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল|
9
10 ঈশ্বর, যখন আপনি মন্দ লোকেদের শাস্তি দেন তখন লোকে আপনাকে সম্মান করে| আপনি আপনার ক্রোধ প্রদর্শন করলেন এবং যারা বেঁচে গিয়েছিলো তারা শক্তিশালী হল|
11 লোকরা তোমরা ঈশ্বরের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে| এখন, যা প্রতিশ্রুতি করেছিলে, তা তাঁকে দাও| পৃথিবীর প্রত্যেকটি জায়গার মানুষ ঈশ্বরকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে| তারা তাঁর কাছে উপহার নিয়ে আসবে|
12 ঈশ্বর বড় বড় নেতাদের পরাজিত করেন| পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাজা তাঁকে ভয় করে|

অধ্যায় 77

আমি ঈশ্বরের কাছে কেঁদে পড়েছিলাম এবং সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেছি| হে ঈশ্বর, আমি উচ্চস্বরে আপনাকে ডেকেছি, আমার কথা শুনুন!
2 আমার প্রভু, যখনই আমি সমস্যায় পড়ি তখনই আমি আপনার কাছে আসি| সারা রাত আমি আপনার দিকে আমার দুবাহু বাড়িয়ে দিয়েছিলাম| আমার আত্মা আরাম পেতে অস্বীকার করেছিল|
3 আমি ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তা করেছি এবং আমি যা অনুভব করেছি তা বলতে চেয়েছি| কিন্তু আমি পারি নি|
4 আপনি আমাকে ঘুমাতে দেন নি| আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি এত বিচলিত ছিলাম যে কথা বলতে পারছিলাম না|
5 আমি অতীতের কথা চিন্তা করছিলাম| বহু অতীতে যা ঘটে গেছে আমি সেই সব চিন্তা করেছিলাম|
6 রাত্রে আমি আমার গানগুলো সম্পর্কে ভাবি| আমি নিজের সঙ্গে কথা বলি এবং বুঝতে চেষ্টা করি|
7 আমি বিস্মিত হই, “আমাদের প্রভু কি চিরদিনের মত আমাদের ত্যাগ করে চলে গেলেন? আবার কি তিনি আমাদের চাইবেন?
8 ঈশ্বরের প্রেম কি চিরদিনের জন্য চলে গেল? আবার কি তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন?
9 ঈশ্বর কি কৃপা দেখাতে ভুলে গেলেন? তাঁর সহানুভূতি কি ক্রোধে রূপান্তরিত হয়েছে?”
10 তারপর আমি ভাবলাম, “যে বিষয়টা আমায় সব থেকে বেশী বিব্রত করলো তা হল: পরাত্পর কি তাঁর ক্ষমতা হারিয়েছেন?”
11 প্রভু কি করেছেন তা আমার স্মরণে আছে| হে ঈশ্বর, অতীতে যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য আপনি করেছিলেন, তা আমার স্মরণে আছে|
12 আপনি যা করেছেন, তা নিয়ে আমি ভেবেছি, সে সম্পর্কে আমি চিন্তা করেছি|
13 ঈশ্বর, আপনার পথই পবিত্র পথ| ঈশ্বর কেউই আপনার মত মহত্ নয়|
14 আপনিই সেই ঈশ্বর, যিনি আশ্চর্য্য কার্য্য করেছেন| আপনি লোকদের আপনার পরাক্রমের পরিচয় দিয়েছেন|
15 আপনার ক্ষমতাবলে আপনি আপনার লোকদের রক্ষা করেছেন| যাকোব এবং যোষেফের উত্তরপুরুষদের আপনি রক্ষা করেছেন|
16 ঈশ্বর, আপনাকে দেখে জলও ভীত হয়েছিলো| গভীর জলরাশি আপনাকে দেখে ভয়ে কেঁপে গিয়েছিলো|
17 ঘন মেঘে জল সিঞ্চন করেছিলো| লোকে উঁচু মেঘে দারুণ বজ্র নির্ঘোষ শুনেছিলো| তারপর আপনার বিদ্যুতের

তীর সারা মেঘে ঝলক দিয়ে উঠেছিলো|

18 গুরু গুরু গর্জনের বজ্রধ্বনিতে আকাশ ভরে উঠেছিলো| বিদ্যুত্ ঝলকে সারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠেছিলো| পৃথিবী শিহরিত ও কম্পিত হয়েছিলো|

19 ঈশ্বর, গভীর জলের মধ্যে দিয়ে আপনি হেঁটে গেলেন, গভীর সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলেন| কিন্তু সেখানে আপনি কোন চরণচিহ্ন রেখে যান নি|

20 মোশি এবং হারোণের মধ্যে দিয়ে আপনি আপনার লোকদের মেষের মত পরিচালিত করেছেন|

অধ্যায় 78

হে আমার লোকরা, আমার শিক্ষামালা শোন| আমি যা বলছি তা শোন|

2 আমি তোমাদের এই গল্প বলবো| আমি তোমাদের এই প্রাচীন গল্পটি বলবো|

3 এই গল্প আমরাও শুনেছি| এই গল্পটা আমরা খুব ভালোভাবে জানি| আমাদের পিতা-পিতামহরা এই গল্প বলেছেন|

4 এই গল্প আমরাও ভুলে যাবো না| আমাদের লোকরা শেষ প্রজন্মকে পর্যন্ত এই গল্প বলতে থাকবে| আমরা সবাই প্রভুর প্রশংসা করবে এবং প্রভু যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেছেন তা বলবো|

5 প্রভু যাকোবের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছেন| ইস্রায়েলকে ঈশ্বর একটা বিধি দিয়েছিলেন| আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছেন| তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের বলেছেন তারা যেন তাদের উত্তরপুরুষদের সেই বিধি সম্পর্কে শিক্ষাদান করে|

6 নতুন শিশুরা জন্ম নেবে| তারা আস্তে আস্তে বড় হবে| তারা তাদের ছেলেমেয়েদের এই গল্পগুলো বলবে| এই ভাবে শেষ প্রজন্মের মানুষ পর্যন্ত এই বিধি জানতে পারবে|

7 তাই ঐসব লোকরাই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবে| ঈশ্বর কি করেছেন তা তারা ভুলবে না| ওরা খুব যত্ন করে তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন করবে|

8 যদি লোকরা তাদের শিশুদের ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো সম্পর্কে শিক্ষা দেয় তাহলে ওই শিশুরা ওদের পূর্বপুরুষদের মত হবে না| ওদের পূর্বপুরুষরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গিয়েছিলো| তারা তাঁকে মানতে অস্বীকার করেছিলো| ঐসব লোক প্রচণ্ড একগুঁয়ে ছিলো| ওরা ঈশ্বরের আত্মার প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল না|

9 ইফ্রযিমের লোকেরা অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত ছিল কিন্তু তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল|

10 তারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের চুক্তি রক্ষা করে নি| তারা তাঁর শিক্ষামালা মান্য করতে অস্বীকার করেছিলো|

11 ঈশ্বর যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেছিলেন, ইফ্রযিমের লোকরা তা ভুলে গিয়েছিলো| তিনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য ওদের দেখিয়েছিলেন, তা তারা ভুলে গিয়েছিলো|

12 ঈশ্বর ওদের পিতৃপুরুষদের মিশরের সোযনে, তাঁর পরাক্রম প্রদর্শন করে দেখিয়েছিলেন|

13 ঈশ্বর লোহিত সাগরকে দুভাগ করেছিলেন এবং লোকদের সাগর পার করিয়েছিলেন| সেই জল দুধারে একটি শক্তি দেওয়ালের মত দাঁড়িয়েছিলো|

14 প্রতিদিন প্রলম্বিত মেঘের দ্বারা ঈশ্বর ওদের পথ দেখিয়েছিলেন| প্রতিটি রাত্রে আগুনের আলো দিয়ে ঈশ্বর ওদের পথ দেখিয়ে ছিলেন|

15 ঈশ্বর মরুভূমির পাথরকে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন| মাটির গভীর অতল থেকে ওই সব লোকদের তিনি জলও দিয়েছেন|

16 পাথর থেকে আগত ঝর্ণার জলকে ঈশ্বরই নদীর প্রবাহ দিয়েছেন!

17 কিন্তু লোকরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ কাজ অব্যাহত রেখেছিল| পরাত্পরের বিরুদ্ধে তারা মরুভূমিতে পর্যন্ত বিদ্রোহ করেছে|

18 তারা যখন তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য খাবার চাইল তখন তারা তাদের মনে মনে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করল|

19 ওরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিলো, "ঈশ্বর কি আমাদের এই মরুভূমিতে খাবার এনে দিতে পারবেন?"

20 তিনি পাথরে আঘাত করলেন এবং বন্যার মতো জলধারা বেরিয়ে এলো| নিশ্চয়ই তিনি আমাদের কিছু রুটি এবং মাংস দিতে পারেন!"

21 ওই লোকগুলো কি বলছে, প্রভু তা শুনলেন| যাকোবের ওপর ঈশ্বর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন| ইস্রায়েলের ওপর ঈশ্বর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন|

22 কেন? কারণ লোকরা তাঁকে বিশ্বাস করে নি| ঈশ্বর যে ওদের রক্ষা করতে পারেন, তা ওরা বিশ্বাস করে নি|

23 এর পর ঈশ্বর মেঘকে উন্মুক্ত করে দিলেন এবং খাদ্যের জন্য ওদের ওপরে মান্না বর্ষিত হল| এ যেন আকাশের দ্বার খুলে গেল এবং স্বর্গের ভাণ্ডার থেকে শস্যরাশি পড়তে লাগলো|

24

25 লোকরা দেবদূতদেরসেই খাবার খেয়েছিলো| ওদের সন্তুষ্ট করার জন্য ঈশ্বর প্রচুর খাবার পাঠিয়েছিলেন|

26 ঈশ্বর পূর্বদিক থেকে একটা ঝোড়ো বাতাস প্রবাহিত করলেন এবং ওদের কাছে একধরণের পাখি বৃষ্টির মত পড়তে লাগলো| ঈশ্বর তেমানের দিক থেকে সেই বায়ুকে প্রবাহিত করালেন এবং যে নীল আকাশের দিকটায় প্রচুর পাখি ছিল সেই দিকটা অন্ধকারময় হয়ে গেল|

27

28 ওদের তাঁবুর ঠিক মাঝখানে, ওদের তাঁবুর চারপাশে পাখিগুলো পড়ে গিয়েছিল|

29 তাদের কাছে বিরাট খাদ্যের ভাণ্ডার ছিল| কিন্তু তাদের ক্ষুধা তাদের পাপকার্য্যে প্ররোচিত করেছিল|

30 তারা তাদের ভোজন নিয়ন্ত্রিত করে নি| তাই পাখীগুলোর দেহ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসার আগেই তারা পাখীগুলোকে খেয়ে ফেলেছিল| অতএব, খাবার যখন তাদের মুখের মধ্যে তখনও ছিল তখন ঈশ্বর ওইসব লোকের ওপর প্রচণ্ড ক্ষুদ্ধ হলেন এবং ওদের অনেককে মেরে ফেললেন| ঈশ্বর বহু স্বাস্থ্যবান তরুণের মৃত্যুর কারণ হলেন|

31

32 ওইসব লোকরা আবার পাপ করলো! ঈশ্বর যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করতে পারেন তার ওপর নির্ভর করলো না|

33 তাই ওদের মূল্যহীন জীবনগুলোতে ঈশ্বর দুর্বিপাক এনে শেষ করে দিলেন|

34 যখনই ঈশ্বর ওদের কাউকে হত্যা করেছেন, অন্যরা তাঁর কাছে ফিরে এসেছেন| ওরা ছুটে ছুটে ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসেছে|

35 তখন এই সব লোকরা স্মরণ করবে যে ঈশ্বরই ছিলেন তাদের শিলা| ওরা তখন মনে করবে যে পরাত্পরই একমাত্র ওদের মুক্তিদাতা|

36 ওরা বলেছিলো, ওরা তাঁকে ভালোবাসে কিন্তু ওরা মিথ্যা কথা বলেছিলো| ওই সব লোক একেবারেই আন্তরিক ছিলো না|

37 প্রকৃতপক্ষে ওদের হৃদয় ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলো না| চুক্তির প্রতি ওরা একেবারেই বিশ্বস্ত ছিলো না|

38 কিন্তু ঈশ্বর করুণাময় ছিলেন| তিনি ওদের সব পাপ ক্ষমা করে দিলেন, তিনি কিন্তু ওদের ধ্বংস করেন নি| বহুবার ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ সংবরণ করেছেন| তিনি নিজেকে কখনই অতিরিক্ত ক্রুদ্ধ হতে দেন নি|

39 ঈশ্বর মনে রেখেছিলেন যে ওরা ন্যায়পরায়ণ মানুষ| লোকরা বাতাসেরই মত, যারা বয়ে যায় এবং চলে যায়|

40 ওঃ, কতবার ঐ লোকগুলো মরুভূমিতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে! ওরা তাঁকে কত দুঃখই দিয়েছে!

41 ওই লোকগুলো বার বার ঈশ্বরের ধৈর্য্য পরীক্ষা করেছে| ইস্রায়েলের পবিত্র একজনকে ওরা সত্যই ক্রুদ্ধ করেছে|

42 ওই লোকরা ঈশ্বরের পরাক্রমের কথা ভুলে গিয়েছিলো| ঈশ্বর যে বহুবার শত্রুদের হাত থেকে ওদের রক্ষা করেছিলেন, তা ওরা ভুলে গিয়েছিলো|

43 মিশরে ঈশ্বর যে সব চমৎকার কাজগুলি করেছিলেন তার কথা ওরা ভুলে গিয়েছিলো, সোযন প্রান্তরের চমৎকার কাজের কথা ওরা ভুলে গিয়েছিলো|

44 ঈশ্বর নদীগুলিকে রক্তে পরিণত করেছিলেন! মিশরবাসীরা সেই জল পান করতে পারলো না|

45 ঈশ্বর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি পাঠালেন যারা মিশরবাসীদের কামড় দিলো, তিনি অগনিত ব্যাঙ পাঠালেন যারা মিশরবাসীর জীবন ধ্বংস করে দিলো|

46 ওদের শস্যকে ঈশ্বর গঙ্গা ফড়িংযের কবলে এবং ওদের বৃক্ষ লতাকে পঙ্গপালের কবলে করে দিলেন|

47 ঈশ্বর শিলাবৃষ্টির দ্বারা ওদের দ্রাক্ষাক্ষেত নষ্ট করলেন| শিলাবৃষ্টির দ্বারা তিনি ওদের বৃক্ষরাজি ধ্বংস করলেন|

48 শিলাবৃষ্টি দিয়ে তিনি ওদের পশুদের মারলেন এবং বজ্র-বিদ্যুত্ দিয়ে গবাদি পশুদের মারলেন|

49 ঈশ্বর মিশরের লোকদের তাঁর ক্রোধ দেখালেন| ওদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর বিধ্বংসকারী দূতদের পাঠালেন|

50 ক্রোধ প্রদর্শনের জন্য ঈশ্বর একটা রাস্তা পেয়েছিলেন| ওদের একটা লোককেও তিনি বাঁচতে দিলেন না| এক মহামড়কের মধ্যে দিয়ে তিনি ওদের মরতে দিলেন|

51 মিশরের প্রত্যেকটি প্রথমজাত সন্তানকে ঈশ্বর হত্যা করলেন| হাম পরিবারের প্রত্যেকটি প্রথম জাতককে তিনি হত্যা করলেন|

52 তারপর একজন মেষপালকের মত তিনি ইস্রায়েলকে পথ দেখিয়েছিলেন| একজন মেষপালকের মত তিনি তাঁর লোকেদের, মেষপালকের মত জনহীন প্রান্তরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন|

53 ঈশ্বর তাঁর লোকদের নিরাপদে চালনা করেছিলেন| তাঁর লোকদের ভয় করার মত কিছু ছিল না| তাদের শত্রুদের তিনি লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন|

54 তাঁর পবিত্র ভূখণ্ডে ঈশ্বর তাঁর লোকদের পৌঁছে দিয়েছিলেন| তিনি তাঁর লোকদের নিজ ক্ষমতা বলে পাওয়া সেই পর্বতে যেটা তিনি রূপ দিয়েছিলেন সেটাতে নিয়ে গেলেন|

55 ঈশ্বর অন্যান্য জাতিদের সেই ভূখণ্ডের থেকে বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন| প্রত্যেকটি পরিবারকে বাধ্য করিয়েছেন| প্রত্যেকটি পরিবারকে ঈশ্বর সে ভূখণ্ডের অংশ দিয়েছেন| এখান বাস করার জন্য ইস্রায়েলের প্রত্যেকটি পরিবারগোষ্ঠীকে ঈশ্বর সেই ভূখণ্ডে ঘর দিয়েছেন|

56 কিন্তু ওরা পরাত্পর ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেছিলো এবং তাঁকে দুঃখী করেছিলো| ওই সব লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা মান্য করে নি|

57 ওরা ঠিক ওদের পূর্বপুরুষদের মতই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো| ওরা একটি বঞ্চক ধনুকের মতদিক পরিবর্তন করেছিলো|

58 ইস্রায়েলের লোকরা উচ্চস্থান তৈরী করেছিলো এবং ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করেছিলো| তারা মূর্তিসমূহ তৈরী করেছিলো এবং ঈশ্বরকে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল|

59 এই সব শুনে ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন| ঈশ্বর ইস্রায়েলকে তীব্রভাবে অস্বীকার করেছিলেন!

60 ঈশ্বর পবিত্র তাঁবুটি শীলোতে রেখেছিলেন| সাধারণ লোকদের মধ্যে ঈশ্বর সেই তাঁবুতে থাকতেন|

61 ঈশ্বর অন্য জাতিকে তাঁর লোকদের অধিকার করতে দিয়েছেন| শত্রুরা ঈশ্বরের "সুন্দরতম রত্ন" নিয়ে গিয়েছিলো|

62 ঈশ্বর তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করলেন| তিনি তাদের যুদ্ধে হত হতে দিলেন|

63 তরুণরা সব পুড়ে মারা গেল এবং যে মেয়েদের ওরা বিয়ে করবে ভেবেছিলো তারা কেউই বিয়ের গান গাইছিলো না|

64 যাজকরা মারা গেল কিন্তু তাদের বিধবারা ওদের জন্য কাঁদে নি|

65 শেষ কালে, যেমন করে একজন লোক ঘুম থেকে ওঠে, প্রচুর দ্রাক্ষারস পান করে যেমন একজন সৈনিক ওঠে, তেমন করে আমাদের প্রভু উঠলেন|

66 ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের জোর করে হঠিয়ে দিয়ে ওদের পরাজিত করালেন| ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের পরাজিত করে চিরদিনের জন্য ওদের অসম্মানিত করলেন|

67 তারপর ঈশ্বর যোষেফের তাঁবুটিকেবাতিল করলেন এবং ইফ্রযিমের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিলেন|

68 তারপর ঈশ্বর যিহূদা জাতিকে শাসক জাতি হিসেবে মনোনীত করলেন এবং তাঁর প্রিয় জেরুশালেমকে মন্দির নির্মাণের স্থান হিসেবে বেছে নিলেন|

69 সেই পাহাড়ের উঁচু জায়গায় ঈশ্বর তাঁর মন্দির নির্মাণ করলেন| পৃথিবীর মত তিনি তাঁর মন্দির চিরকালের জন্য স্থাপন করলেন|

70 ঈশ্বর তাঁর বিশেষ সেবকরূপে দায়ূদকে মনোনীত করলেন| দায়ূদ মেষ চরাচ্ছিলো, কিন্তু ঈশ্বর সেই কাজ থেকে তাকে নিয়ে এলেন|

71 ঈশ্বর দায়ূদকে, তাঁর লোকদের মেষপালক হওয়ার দায়িত্ব, যাকোবের লোকদের দায়িত্ব এবং ইস্রায়েলের লোকদের ও তাদের সম্পত্তির দায়িত্ব দিয়েছিলেন|

72 দায়ূদ পবিত্র মনে তাদের নেতৃত্ব দিলেন| তিনি খুব প্রজ্ঞার সঙ্গে তাদের পরিচালিত করলেন|

অধ্যায় 79

হে ঈশ্বর, অন্য জাতিসমূহের কিছু লোক আপনার লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিলো| ওই সব লোক আপনার পবিত্র মন্দির ধ্বংস করেছে| ওরা জেরুশালেমকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে|

2 হিংস্র পাখীদের খাওয়ানোর জন্য ওরা আপনার সেবকদের দেহ ফেলে রেখে গেছে| বুনো পশুদের খাওয়ানোর জন্য ওরা আপনার অনুগামীদের দেহ ফেলে রেখে গেছে|

3 হে ঈশ্বর, যতক্ষণ না জলের মত রক্ত বয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা আপনার লোকদের হত্যা করেছে, মৃতদেহগুলোকে কবর দেওয়ার মত একজনও অবশিষ্ট নেই|

4 আমাদের চারপাশের দেশগুলো আমাদের অপমান করেছে| আমাদের চারপাশের লোকেরা আমাদের নিয়ে উপহাস করেছে এবং আমাদের নিয়ে মজা করেছে|

5 ঈশ্বর, চিরদিনই কি আপনি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ থাকবেন? আপনার তীব্র আবেগ কি আগুনের মতই জ্বলতে থাকবে?

6 হে ঈশ্বর, যে সব জাতি আপনাকে জানে না তাদের ওপর আপনার ক্রোধ দেখান| সেই সব রাজ্য যারা আপনার নামের উপাসনা করে না, তাদের ওপর আপনার ক্রোধ উজাড় করে দিন|

7 ওইসব জাতি যাকোবকে বিনষ্ট করেছে| ওরা যাকোবের দেশকে ধ্বংস করেছে|

8 ঈশ্বর, আমাদের পূর্বপুরুষের পাপের জন্য আমাদের শাস্তি দেবেন না| শীঘ্রই আপনার করুণা প্রদর্শন করুন! আমাদের ভীষণভাবে আপনাকে প্রয়োজন!

9 হে আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বর, আমাদের সাহায্য করুন! সাহায্য করুন! পরিত্রাণ করুন! তা আপনার নামের মহিমা এনে দেবে| আপনার নামের ধার্ম্মিকতার জন্য আমাদের পাপ মুছে দিন|

10 আমাদের উদ্দেশ্যে, অন্য জাতিকে এই কথা বলতে দেবেন না, "কোথায় তোমাদের ঈশ্বর? তিনি কি তোমাদের সাহায্য করতে পারেন না?" ঈশ্বর, ঐ লোকদের শাস্তি দিন এবং সেই শাস্তি যেন আমরা দেখতে পাই| আপনার সেবকদের হত্যা করার জন্য ওদের শাস্তি দিন|

11 দয়া করে বন্দীদের আর্তনাদ শুনুন! ঈশ্বর, যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, আপনার মহত্ শক্তি ব্যবহার করে তাদের রক্ষা করুন|

12 হে ঈশ্বর, আমাদের চারপাশের লোকরা আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তার জন্য ওদের আপনি সাত গুণ বেশী শাস্তি দিন| আপনাকে অপমান করার জন্য ওদের শাস্তি দিন|

13 আমরা আপনারই লোক| আমরাই আপনার পালের মেষ| আমরা চিরদিন আপনার প্রশংসা করবো| ঈশ্বর, আদি অনন্তকাল ধরে আমরা আপনার প্রশংসা করবো!

অধ্যায় 80

হে ইস্রায়েলের মেষপালক, আমার কথা শুনুন| আপনি যোষেফের লোকদের মেষের মত পরিচালিত করেছেন| করূব দূতের ওপর আপনি রাজার মত বসেন| আপনাকে আমাদের দেখতে দিন|

2 হে ইস্রায়েলের মেষপালক ইফ্রযিম, বিন্যামীন এবং মনঃশির প্রতি আপনার মহত্ত্ব প্রদর্শন করুন| আপনি এসে আমাদের রক্ষা করুন|

3 ঈশ্বর, পুনর্বার আমাদের গ্রহণ করুন| আমাদের গ্রহণ করুন| আমাদের রক্ষা করুন!

4 প্রভু, হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, কখন আপনি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন? আপনি কি চিরদিনের মত আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবেন?

5 খাদ্য হিসেবে আপনার লোকদের আপনি চোখের জল দিয়েছেন| আপনার লোকদের আপনি তাদেরই চোখের জলে ভর্তি গামলা দিয়েছেন| সেটাই ছিল তাদের পানীয় জল|

6 আমাদের শত্রুদের জন্য আপনি আমাদের ঝগড়ার কারণ হবার লক্ষ্য বানিয়েছেন এবং শত্রুরা আমাদের বিদ্রূপ করে|

7 হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, পুনরায় আমাদের গ্রহণ করুন| আমাদের গ্রহণ করুন| আমাদের রক্ষা করুন|

8 অতীতে আপনি আমাদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ চারা গাছের মতই যত্ন নিয়েছিলেন| মিশর থেকে আপনি আপনার "দ্রাক্ষালতা" এনেছিলেন| অন্যান্য লোকদের আপনি এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং আপনার "দ্রাক্ষালতা" আপনি এখানে রোপণ করেছিলেন|

9 সেই "দ্রাক্ষালতার" জন্য আপনি জমি তৈরী করেছিলেন| এর শিকড়গুলোকে আপনি জমির গভীরে বাড়তে সাহায্য করেছিলেন| খুব তাড়াতাড়ি এই "দ্রাক্ষালতা" সারা দেশ ছেয়ে ফেলেছে|

10 এটি পর্বতকে ঢেকে দিয়েছে| এর পাতাগুলি বৃহত্ এরস গাছকেও ছায়া দিয়েছে|

11 এই দ্রাক্ষালতা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে| এর লতাপাতা ফরাত্ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে|

12 ঈশ্বর, যে প্রাচীর আপনার "দ্রাক্ষালতাকে" রক্ষা করতো, কেন তাকে ভেঙে ফেললেন? এখন যে কোন ব্যক্তিই এর ধার দিয়ে যায়, সেই এর দ্রাক্ষা তুলে নিয়ে যায়|

13 বুনো শূকররা এসে আমাদের "দ্রাক্ষাক্ষেতে" ঘুরে বেড়ায়| বুনো জন্তুরা এসে এর পাতা খায়|

14 হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আপনি আসুন| স্বর্গ থেকে আপনার দ্রাক্ষাক্ষেত দেখুন এবং তাকে রক্ষা করুন|

15 হে ঈশ্বর, নিজ হাতে যে "দ্রাক্ষালতা" আপনি লাগিয়েছিলেন, তার দিকে দেখুন| যে চারাগাছকেআপনি বড় হতে দিয়েছেন তার দিকে দেখুন|

16 শুকনো গোবরের মত আপনার “দ্রাক্ষালতা” পুড়ে গিয়েছিলো| আপনি এর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে একে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন|

17 হে ঈশ্বর, যে সন্তান আপনার ডানদিকে দাঁড়িয়ে ছিল তার দিকে হাত বাড়ান| যে সন্তানকে আপনি বড় করেছেন তার দিকে হাত বাড়ান|

18 সে আর আপনাকে ছেড়ে যাবে না| তাকে বাঁচতে দিন, সে আপনার নামের উপাসনা করবে|

19 হে প্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের কাছে ফিরে আসুন| আমাদের গ্রহণ করুন| আমাদের রক্ষা করুন|

অধ্যায় 81

সুখী হও এবং আমাদের শক্তিদাতা ঈশ্বরের কাছে গান গাও| ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে আনন্দ ধ্বনি দাও|

2 সঙ্গীত শুরু কর| খঞ্জনীগুলি বাজাও| সুশ্রাব্য বীণা এবং অন্যান্য তন্ত্রবাদ্য বাজাও|

3 অমাবস্যার সময় মেষের শিঙা বাজিও| পূর্ণিমার দিনে যখন আমাদের ছুটির উৎসব হয় তখন শিঙা বাজিও|

4 ইস্রায়েলের লোকের জন্য এটাই বিধি| ঈশ্বর যাকোবকে সেই আজ্ঞা দিয়েছিলেন|

5 ঈশ্বর যখন যোষেফকেমিশর থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁর সঙ্গে এই চুক্তি করেছিলেন| মিশরে আমরা একটা ভাষা শুনেছিলাম, যেটা আমরা বুঝতে পারি নি|

6 ঈশ্বর বলেন, “তোমার কাঁধ থেকে ভারী বোঝা আমি নিয়েছিলাম এবং তোমার হাতের ভারী ঝাঁকাগুলিও আমি বিলি করেছিলাম|

7 তোমরা সমস্যার মধ্যে ছিলে| তোমরা সাহায্য চেয়েছিলে| আমি তোমাদের মুক্ত করে দিলাম| ঝড়ের মেঘের মধ্যে আমি লুকিয়েছিলাম এবং আমি তোমাদের উত্তর দিয়েছিলাম| মরীবার জলের ধারে আমি তোমাদের পরীক্ষা করেছিলাম|

8 “হে আমার লোকজন, আমার কথা শোন| তোমাদের আমি আমার চুক্তি দেব| হে ইস্রায়েল, আমার কথা শোন!

9 বিদেশীরা যে সব মূর্তি পূজা করে, তোমরা তাদের উপাসনা কর না|

10 আমিই প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, যে তোমাদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলাম| হে ইস্রায়েল, তোমার মুখ খোল, আমি তোমাকে আহার দেবো|

11 “কিন্তু আমার লোকরা আমার দিকে মনোযোগ দেয় নি| ইস্রায়েল আমায় মানে নি|

12 তাই ওরা যা করতে চেয়েছিলো, আমি ওদের তাই করতে দিয়েছি| ইস্রায়েলীয়রা যা করতে চেয়েছিলো, তাই করেছে|

13 যদি আমার লোকরা আমার কথা শুনতো এবং আমি যে ভাবে চাই সেভাবে বাঁচতো,

14 তাহলে আমি ওদের শত্রুদের পরাজিত করতাম| যারা ইস্রায়েলে সংকটসমূহ নিয়ে আসবে তাদের আমি শাস্তি দেব|

15 প্রভুর শত্রুরা ভয়ে কেঁপে যেতো| চিরদিনের জন্য ওরা শাস্তি পেতো|

16 ঈশ্বর তাঁর লোকদের সবার সেরা গম দিতেন| যতক্ষণ না তারা পরিতৃপ্ত হয়, ততক্ষণ তাঁর লোকদের ঈশ্বর মধু দেবেন|

অধ্যায় 82

ঈশ্বর দেবতাদের মণ্ডলীতেদাঁড়ান| দেবতাদের সেই সভায় তিনিই ছিলেন বিচারক|

2 ঈশ্বর বলেন, “কতদিন তোমরা অন্যায়ভাবে লোকের বিচার করবে? আর কতদিন তোমরা দুষ্ট লোকদের শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেবে?”

3 “দরিদ্র লোকদের এবং অনাথদের বিচার কর| ওই সব দরিদ্র লোকদের অধিকারকে রক্ষা কর|

4 ওই সব অসহায় ও দরিদ্রদের সাহায্য কর| দুষ্ট লোকদের থেকে ওদের রক্ষা কর|

5 “কে ঘটে চলেছে তা ওরা জানে না| ওরা বোঝে না! ওরা যে কি করছে তা ওরা জানে না, ওদের চারপাশে ওদের পৃথিবী ভেঙে পড়েছে!”

6 আমি ঈশ্বর বলছি, “তোমরা দেবতা| তোমরা পরাত্পরের সন্তানগণ|
7 যেমন ভাবে সাধারণ মানুষ অবশ্যই মরে, তোমরাও সেই ভাবেই মারা যাবে|”
8 ঈশ্বর, আপনি উঠুন! আপনিই বিচারক হন! ঈশ্বর, সব জাতির ওপরে আপনিই নেতা হন!

অধ্যায় 83

ঈশ্বর, নীরব থাকবেন না! কান বন্ধ করে রাখবেন না! ঈশ্বর আপনি কিছু বলুন|
2 ঈশ্বর, শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং খুব শীঘ্রই ওরা আক্রমণ করবে|
3 আপনার লোকদের বিরুদ্ধে ওরা ফন্দি আঁটছে| যে লোকদের আপনি ভালোবাসেন, আপনার শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে শলাপরামর্শ করছে|
4 ওই শত্রুরা বলাবলি করছে, “এস, আমরা ওদের পুরোপুরি ধ্বংস করে দিই| তাহলে কোন ব্যক্তি আর কোনদিনের জন্যও ‘ইস্রায়েলের’ নাম স্মরণ করবে না|”‘
5 ঈশ্বর, ওই সব লোক আপনার বিরুদ্ধে এবং আমাদের সঙ্গে আপনি যে চুক্তি করেছেন, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, এক জোট হয়েছে|
6 ওই শত্রুরা আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে বলে এক জোট হয়েছে: ওদের মধ্যে যারা রয়েছে তারা হলো ইদোমবাসী, ইশ্মায়েলীয়, মোয়াব ও হাগারের উত্তরপুরুষ, গবাল, অম্মোন ও অমালেকের অধিবাসী, সোর দেশের লোক এবং পলেষ্টীয় লোকেরা| ওই সব লোক আমাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য একজোট হয়েছে|
7
8 এমনকি অশূরীয়রাও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে| লোটের উত্তরপুরুষদেরওরা খুব শক্তিশালী করেছে|
9 ঈশ্বর কীশোন নদীর কাছে, যেমন করে আপনি মিদিয়নদের পরাজিত করেছিলেন, যেমন করে আপনি সীষরা ও যাবীনকে পরাজিত করেছিলেন তেমন করে আপনি ওই শত্রুদের পরাজিত করুন|
10 এন্দোরে আপনি ওদের পরাজিত করেছিলেন| মাটিতেই ওদের দেহগুলো পচে গিয়েছিলো|
11 ঈশ্বর, ওই শত্রু নেতাদের পরাজিত করুন| ওরেব ও সেবদের প্রতি আপনি যা করেছিলেন ওদের প্রতিও তাই করুন| সেবহ ও সল্মুন্নের প্রতি আপনি যা করেছিলেন ওদের প্রতিও তাই করুন|
12 ঈশ্বর, ওই লোকরা আমাদের আপনার ভূখণ্ড থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল|
13 হে ঈশ্বর, খড় কুটো যেমন বাতাসে উড়ে যায়, তেমনি ভাবে আপনি ওদের উড়িয়ে দিন| ঝোড়ো হাওয়ায় খড় যেমন ছড়িয়ে যায় তেমনি ভাবে ওদের ইতঃস্তত ছড়িয়ে দিন|
14 দাবানল যেমন করে অরণ্য ধ্বংস করে, লেলিহান আগুন যেমন করে পাহাড় পুড়িয়ে দেয় তেমন করে আপনি শত্রুদের ধ্বংস করুন|
15 হে ঈশ্বর, ঝড় যেমন করে ধূলো উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনি করে আপনি ওই লোকেদের তাড়া করুন| টর্নেডোর মত ওদের কাঁপিয়ে দিন, ওদের উড়িয়ে দিন|
16 ঈশ্বর, আপনি ওদের এমন শিক্ষা দিন যাতে ওরা বুঝতে পারে ওরা প্রকৃতই দুর্বল| তখন ওরা আপনার নামের উপাসনা করতে চাইবে!
17 ঈশ্বর, চিরদিনের মত ওদের ভীত ও লজ্জিত করে দিন| ওদের অপমানিত ও বিনষ্ট করুন|
18 তখন ওরা বুঝতে পারবে যে, আপনিই ঈশ্বর| ওরা জানতে পারবে যে, আপনিই একমাত্র পরাত্পর, সারা পৃথিবীর ঈশ্বর!

অধ্যায় 84

হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আপনার মন্দির সত্যিই অমূল্য!
2 আপনার মন্দিরে ঢুকতে গেলে আমি প্রতীক্ষা করতে পারি না| আমি অত্যন্ত উত্তেজিত! আমার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে থাকতে চায়|
3 হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আমার রাজা, আমার ঈশ্বর, পাখিরা পর্যন্ত আপনার মন্দিরে তাদের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে| আপনার বেদীর কাছেই ওরা বাসা বেঁধেছে এবং ওদের শাবকও আছে|

4 যারা আপনার মন্দিরে বাস করছে তারা খুবই ভাগ্যবান| ওরা এখনও আপনার প্রশংসা করছে|
5 হৃদয়ে সঙ্গীত নিয়ে যেসব লোকেরা আপনার মন্দিরে আসছে তারা খুব খুশী!
6 তারা নির্ঝরের মত, বাকা উপত্যকা, যেটি ঈশ্বর তৈরী করেছিলেন, সেটা পার হয়ে যাত্রা করে| শরতের বৃষ্টিতে পুকুরগুলো ভরে রয়েছে|
7 লোকরা যত ঈশ্বরের কাছে যায় তত শক্তিশালী হয়|
8 হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আমার প্রার্থনা শুনুন| হে যাকোবের ঈশ্বর, আমার কথা শুনুন|
9 হে ঈশ্বর, আমাদের রক্ষাকর্তাকে সুরক্ষা দিন| আপনার মনোনীত রাজার প্রতি সদয় হোন|
10 অন্য জায়গায় এক হাজার দিন কাটানোর চেয়ে আপনার মন্দিরে একদিন কাটানো অনেক ভালো| একজন দুষ্ট লোকের ঘরে বাস করার চেয়ে আমার ঈশ্বরের গৃহের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক ভালো|
11 প্রভুই আমাদের রক্ষাকারী ও মহিমময় রাজা|ঈশ্বর দয়া ও মহিমার সঙ্গে আমাদের আশীর্বাদ করেন| যে সব লোক তাঁকে অনুসরণ করে ও মান্য করে ঈশ্বর তাদের ভালো জিনিসগুলি দেন|
12 হে সর্বশক্তিমান প্রভু, যারা আপনাকে বিশ্বাস করে তারা প্রকৃতই সুখী!

অধ্যায় 85

প্রভু, আপনার রাজ্যের প্রতি সদয় হোন| যাকোবের লোকেরা বিদেশে নির্বাসিত| নির্বাসিতদের ওদের নিজের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন|
2 প্রভু, আপনার লোকেদের ক্ষমা করে দিন! ওদের পাপ মুছে দিন!
3 প্রভু, আর ক্রুদ্ধ হবেন না| রাগে আত্মহারা হবেন না|
4 হে আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বর, আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হওয়া থেকে বিরত হোন এবং আবার আমাদের গ্রহণ করুন|
5 চিরদিনই কি আপনি আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ থাকবেন?
6 আবার আমাদের "জীবন্ত" করে দিন! আপনার লোকদের সুখী করুন|
7 প্রভু আমাদের রক্ষা করুন এবং আপনি যে আমাদের ভালোবাসেন তা প্রদর্শন করুন|
8 প্রভু ঈশ্বর কি বলেছেন তা আমি শুনেছি| তিনি বলেছেন, তাঁর লোকদের জন্য ও তাঁর অনুগামীদের জন্য শান্তি থাকবে| তিনি আরও বলেছেন, তাই ওদের আর কখনও নির্বোধ জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া উচিত্ হবে না|
9 ঈশ্বর তাঁর অনুগামীদের খুব শীঘ্রই রক্ষা করবেন| আমরা খুব শীঘ্রই সম্মানের সঙ্গে আমাদের ভূখণ্ডে বাস করবো|
10 তারা সত্য এবং করুণাকে অভিনন্দন জানাবে| তারা শান্তি ও ধার্মিকতাকে চুমু খাবে|
11 পৃথিবীর লোকরা ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠাবান হবে| স্বর্গ থেকে ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করবেন|
12 প্রভু আমাদের অনেক ভালো জিনিস দেবেন| জমিগুলো প্রচুর পরিমাণে ভালো শস্য দেবে|
13 ধার্মিকতা ঈশ্বরের আগে আগে যাবে এবং তাঁর চলার পথ প্রস্তুত করবে|

অধ্যায় 86

আমি একজন দীন, অসহায় মানুষ| প্রভু আমার কথা দয়া করে শুনুন এবং আমার প্রার্থনার উত্তর দিন|
2 প্রভু, আমি আপনার অনুগামী| অনুগ্রহ করে আমায় রক্ষা করুন! আমি আপনার দাস, আপনি আমার ঈশ্বর| আমি আপনাতে বিশ্বাস করি, তাই আমায় রক্ষা করুন|
3 হে আমার প্রভু, আমার প্রতি সদয় হোন| সারাদিন ধরে আমি আপনার দাস| তাই আমায় সুখী করুন|
4 প্রভু, আমার জীবন আমি আপনার হাতে দিলাম| আমি আপনার দাস| তাই আমায় সুখী করুন|
5 প্রভু, আপনি মঙ্গলময় এবং করুণাময়| আপনার লোকেরা সাহায্যের জন্য আপনাকে ডাকে| প্রকৃতই আপনি ওই সব লোককে ভালোবাসেন|
6 প্রভু, আমার প্রার্থনা শুনুন| করুণার জন্য আমার প্রার্থনা শুনুন|
7 প্রভু, আমার সঙ্কটের সময়ে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি| আমি জানি আপনি আমায় উত্তর দেবেন!
8 ঈশ্বর, আপনার মত কেউই নেই| আপনি যা করেছেন তা আর কেউ করতে পারবে না|

9 প্রভু, আপনিই প্রত্যেকটি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন| ওরা সবাই যেন এসে আপনার উপাসনা করে| ওদের সকলে যেন আপনার নামের সম্মান করে|

10 ঈশ্বর, আপনি মহান! আপনি আশ্চর্য্য কার্য্য করেন! আপনি একমাত্র আপনিই ঈশ্বর!

11 প্রভু, আপনার পথ সম্পর্কে আমায় শিক্ষা দিন এবং আমি আপনার সত্য পথ অবলম্বন করে বেঁচে থাকবো| আপনার উপাসনা করাকে আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করতে আমায় সাহায্য করুন|

12 ঈশ্বর, প্রভু আমার, আমার সকল অন্তর দিয়ে আমি আপনার প্রশংসা করি| চিরদিন আমি আপনার নামের সম্মান করবো!

13 ঈশ্বর আপনি আমার জন্য কত মহান ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন এবং মৃত্যুর হাত থেকে আমায় রক্ষা করেছেন|

14 ঈশ্বর, অহঙ্কারী লোকরা আমায় আক্রমণ করছে| একদল নৃশংস লোক আমায় হত্যার চেষ্টা করছে| ওই সব লোক আপনাকে সম্মান করে না|

15 প্রভু, আপনি দয়াময় ও করুণাময় ঈশ্বর| আপনি ধৈর্য্যশীল, বিশ্বস্ত এবং প্রেমে পরিপূর্ণ|

16 ঈশ্বর, আমার প্রতি সদয় হোন এবং দেখান যে আপনি আমার কথা শুনেছেন| আমি আপনার দাস, আমায় শক্তি দিন| আমি আপনার দাস, আমায় রক্ষা করুন!

17 ঈশ্বর, আপনি যে আমায় সাহায্য করবেন তা প্রদর্শন করে আমায় একটা চিহ্ন দিন| আমার শত্রুরা সেই চিহ্ন দেখবে এবং ওরা হতাশ হবে| সেটা প্রমাণ করবে যে আপনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন এবং আপনি আমাকে সাহায্য করবেন|

অধ্যায় 87

জেরুশালেমের পবিত্র পাহাড়ে ঈশ্বর তাঁর মন্দির নির্মাণ করেছেন|

2 ইস্রায়েলের যে কোন জায়গার চেয়ে সিয়োনের ফটকগুলোকে ঈশ্বর অনেক বেশী ভালোবাসেন|

3 হে ঈশ্বরের নগরী, লোকে তোমার সম্পর্কে বিস্ময়কর কথা বলে|

4 ঈশ্বর তাঁর সব লোকের তালিকা রাখেন| ওদের মধ্যে কিছু লোক মিশর ও বাবিলে বাস করে| ওদের মধ্যে কিছু লোক পলেষ্টীয়, সোর ও কূশ দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলো|

5 যারা সিয়োনে জন্মেছে, তাদের প্রত্যেককে ঈশ্বর চেনেন| পরাত্পর এই নগর নির্মাণ করেছেন|

6 ঈশ্বর, তাঁর সব লোকদের তালিকা রেখেছেন| প্রত্যেকটি লোক কোথায় জন্মেছে তা ঈশ্বর জানেন|

7 ঈশ্বরের লোকরা বিশেষ ছুটি উদযাপন করতে জেরুশালেমে যায়| ওরা প্রচণ্ড সুখী| ওরা নাচছে এবং গাইছে| ওরা বলে, “জেরুশালেম থেকেই সব ভালো জিনিস আসে|”

অধ্যায় 88

প্রভু ঈশ্বর, আপনিই আমার পরিত্রাতা| দিন রাত্রি ধরে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি|

2 আমার প্রার্থনার দিকে মনোযোগ দিন| করুণার জন্য আমার প্রার্থনা শুনুন|

3 আমার আত্মা এই যন্ত্রণায় অনেক কষ্ট পেয়েছে! খুব তাড়াতাড়ি আমি মারা যাবো|

4 ইতিমধ্যেই লোকরা আমার সঙ্গে সেই রকম আচরণ শুরু করেছে, যা একজন মৃতের প্রতি করা হয়, অথবা একজন লোক যে বেঁচে থাকার পক্ষে খুব দুর্বল তার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা হয়|

5 ওরা মৃতদের মধ্যে আমাকে খোঁজে| আমি সেই মৃত লোকের মত কবরে পড়ে আছি, যে মৃত লোককে আপনি ভুলে গেছেন, যে আপনার থেকে এবং আপনার যত্ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে|

6 আপনি আমাকে মাটির সেই গর্তে পুরে দিয়েছেন| হ্যাঁ, আপনি আমাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছেন|

7 হে ঈশ্বর, আপনি আমার প্রতি ক্রোধান্বিত ছিলেন এবং আপনি আমায় শাস্তি দিয়েছেন|

8 আপনি আমার বন্ধুদের আমায় ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছেন| অচ্ছুত লোকের মত ওরা সবাই আমাকে এড়িয়ে যায়| আমি গৃহবন্দী হয়ে আছি, আমি বাইরে যেতে পারি না|

9 যন্ত্রণায় কেঁদে কেঁদে আমার চোখ টন্টন্ করছে| প্রভু, সারাক্ষণ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি! প্রার্থনার সময় আমার দুটি বাহু আমি আপনার দিকে তুলে ধরি|

10 প্রভু, আপনি কি মৃত লোকদের জন্য অলৌকিক কাজসমূহ করেন? প্রেতরা কি জেগে উঠে আপনার প্রশংসা

করে? না!

11 কবরে থাকা লোকরা কি আপনার সত্য প্রেম সম্বন্ধে কথা বলতে পারে? মৃত্যুর জগতে থাকা লোকেরা কি আপনার বিশ্বস্ততার কথা বলতে পারে? না!

12 যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য আপনি করেন, অন্ধকারে থাকা মৃতরা তা দেখতে পায় না| বিস্মৃতির দেশে মৃত লোকেরা আপনার ধার্ম্মিকতার কথা বলতে পারে না|

13 প্রভু, আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি! প্রত্যেকদিন উষাকালে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি|

14 প্রভু কেন আপনি আমায় ত্যাগ করেছেন? কেন আপনি আমার কথা শুনতে পান না?

15 তরুণ বয়স থেকেই আমি অসুস্থ ও দুর্বল| আমি আপনার ক্রোধ ভোগ করেছি| আমি আপনার ক্রোধের শিকার হয়েছি| আমি অসহায়!

16 প্রভু, আপনার ক্রোধ আমাকে ধ্বংস করেছে|

17 জ্বালা-যন্ত্রণা আমার নিত্যসঙ্গী| আমার মনে হচ্ছে যেন, আমি আমার জ্বালা-যন্ত্রণায় ডুবে যাচ্ছি|

18 প্রভু, আমার প্রিয়জন ও বন্ধুদের থেকে আপনি আমার বিচ্ছিন্ন করেছেন| একমাত্র অন্ধকারই আমার সঙ্গী হওয়ার জন্য অবশিষ্ট রয়েছে|

অধ্যায় 89

প্রভুর প্রেম সম্পর্কে আমি সর্বদাই গান গাইবো| তাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আমি চিরকাল এবং অনন্তকাল গাই গাইবো!

2 প্রভু, আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে আপনার ভালোবাসা চিরন্তন! আপনার বিশ্বস্ততা আকাশের মত থেকে যায়!

3 ঈশ্বর বলেছেন, “আমার মনোনীত রাজার সঙ্গে আমি একটি চুক্তি করেছি| আমার দাস দায়ূদের কাছে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি|

4 দায়ূদ, তোমার পরিবারকে আমি চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবো| তোমার রাজ্যকে আমি চিরকাল অব্যাহত রাখতে সাহায্য করব|”

5 প্রভু, আপনি আশ্চর্য্য কার্য্য করেন| এই জন্য আকাশ আপনার প্রশংসা করে| লোকেরা আপনার ওপর নির্ভর করতে পারে| পবিত্র লোকেদের মণ্ডলীতে শুধুমাত্র এই সম্পর্কেই গান করে|

6 স্বর্গে প্রভুর সমকক্ষ কেউ নেই| অন্য কোন “দেবতার” সঙ্গে প্রভুকে তুলনা করা চলে না|

7 ঈশ্বর পবিত্র লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাত্ করেন| ওই পবিত্র দূতেরা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়| ওরা ঈশ্বরকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে| ওরা তাঁর ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে|

8 হে প্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আপনার মত কেউই নয়| আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি|

9 আপনি পরাক্রমশালী সমুদ্রকে শাসন করেন, এর উত্তাল তরঙ্গমালাকে আপনি শান্ত করে দিতে পারেন|

10 হে ঈশ্বর, আপনি রহবকে পরাজিত করেছিলেন| আপনার শক্তিশালী বাহু বলে আপনি আপনার শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করেছিলেন|

11 হে ঈশ্বর, স্বর্গ এবং ময়র্ত আপনার অধিকারভুক্ত| এই পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুই আপনি সৃষ্টি করেছেন|

12 উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত যা কিছু রয়েছে সবই আপনি সৃষ্টি করেছেন| তাবোর ও হর্ম্মোণ পর্বত আপনার নামের প্রশংসা করছে|

13 আপনার বাহু পরাক্রমবিশিষ্ট! আপনার হস্ত শক্তিমান! বিজয়ী হয়ে আপনার ডানহাত উপরের দিকে ওঠে!

14 সত্য ও ন্যায় বিচারের ওপর আপনার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত| প্রেম এবং বিশ্বাস আপনার রাজাসনের দাস|

15 ঈশ্বর, আপনার নিষ্ঠাবান অনুগামীরা সত্যিই সুখী| তারা আপনার করুণার আলোকে বাস করে|

16 আপনার নাম সর্বদাই তাদের সুখী করে| তারা আপনার ধার্ম্মিকতার প্রশংসা করে|

17 আপনি তাদের বিস্ময়কর শক্তি| তাদের শক্তি আপনার কাছ থেকে আসে|

18 প্রভু, আপনিই আমাদের রক্ষাকর্তা| ইস্রায়েলের পবিত্র একজনই আমাদের রাজা|

19 আপনার বিশ্বস্ত অনুগামীদের সঙ্গে আপনি এক স্বপ্নদর্শনের কথা বলেছিলেন, “জনতার মধ্যে থেকে আমি একজন

তরুণকে মনোনীত করেছি| আমি সেই তরুণকে একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক করে তুলেছি| সেই তরুণ সৈন্যকে আমি শক্তিশালী করেছি|

20 আমার দাস দায়ূদকে আমি খুঁজে পেয়েছি| বিশেষ তৈল দ্বারা আমি দায়ূদকে অভিষিক্ত করেছি|

21 আমার ডান হাত দিয়ে আমি দায়ূদকে সহায়তা দিয়েছি এবং আমার শক্তি দিয়ে আমি তাকে শক্তিশালী করেছি|

22 এই মনোনীত রাজাকে শত্রুরা পরাজিত করতে পারে নি| দুষ্ট লোকরা ওকে হারাতে পারে নি|

23 আমি ওর শত্রুদের শেষ করে দিয়েছি| যারা আমার মনোনীত রাজাকে ঘৃণা করেছে, তাদের আমি পরাজিত করেছি|

24 যে রাজাকে আমি পছন্দ করেছি, তাকে আমি সর্বদা ভালোবাসবো ও সমর্থন করবো| সর্বদাই আমি তাকে শক্তিশালী করে তুলবো|

25 আমার মনোনীত রাজাকে আমি সমুদ্রের দায়িত্ব দিয়েছি| নদীগুলোকে সে নিয়ন্ত্রণ করবে|

26 সে আমাকে বলবে, “আপনিই আমার পিতা| আপনিই আমার ঈশ্বর, আমার শিলা, আমার পরিত্রাতা|”

27 আমি তাকে আমার প্রথম জাত সন্তান করবো| সে পৃথিবীর সব রাজাদের ওপরে মহারাজা হবে|

28 আমার প্রেম, ওই মনোনীত রাজাকে সব সময়েই রক্ষা করবে| ওর সঙ্গে আমার চুক্তি কোনদিন শেষ হবে না|

29 আমি ওর পরিবারকে চিরকাল অব্যাহত রাখব| ওর রাজ্য স্বর্গগুলির মতই চিরদিন বজায় থাকবে|

30 ওর উত্তরপুরুষরা যদি আমার বিধি ত্যাগ করে, যদি ওরা আমায় মান্য করা থেকে বিরত হয়, আমি ওদের শাস্তি দেবো|

31 যদি আমার মনোনীত রাজার উত্তরপুরুষরা আমার বিধি আজ্ঞা উপেক্ষা করে,

32 তাহলে আমি ওদের ভয়ানক শাস্তি দেবো|

33 কিন্তু ওদের ওপর থেকে কখনও আমার ভালোবাসা প্রত্যাহার করবো না| সর্বদাই আমি ওদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো|

34 দায়ূদের সঙ্গে আমি কখনও আমার চুক্তি ভঙ্গ করবো না| আমি আমাদের চুক্তির পরিবর্তনও করবো না|

35 আমার পবিত্রতা দিয়ে, আমি ওকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি| দায়ূদের সঙ্গে আমি কখনই মিথ্যাচার করবো না!

36 দায়ূদের পরিবার চিরদিনের জন্য অব্যাহত থাকবে| যতকাল সূর্য থাকবে ততকাল ওর রাজ্য বজায় থাকবে|

37 চাঁদের মতই ওর রাজত্ব চিরদিন বজায় থাকবে| আকাশই আমার সেই চুক্তির প্রমাণ দেয়| এই চুক্তি বিশ্বাস যোগ্য|”

38 কিন্তু ঈশ্বর, আপনার মনোনীত রাজার প্রতি আপনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, এবং আপনি তাকে বরাবরই ত্যাগ করেছেন|

39 আপনার চুক্তি আপনি বাতিল করে দিয়েছেন| আপনি রাজার মুকুটকে ধূলোয় নিক্ষেপ করেছেন|

40 রাজার নগরীর প্রাচীর আপনি মাটিতে ফেলে দিয়েছেন| তার সব দুর্গকে আপনি ধ্বংস করেছেন|

41 পথচারী মানুষ তার জিনিস চুরি করে নিয়ে যায়| তার প্রতিবেশীরা তাকে বিদ্রূপ করে|

42 রাজার সব শত্রুকে আপনি খুশী করেছেন| তার শত্রুদের আপনি যুদ্ধে জয়ী হতে দিয়েছেন|

43 ঈশ্বর, আপনি ওদের নিজেদের রক্ষা করতে সাহায্য করেছেন| আপনার রাজাকে আপনি যুদ্ধে জয় করতে সাহায্য করেন নি|

44 আপনি তাকে জয়ী হতে দেন নি| তার সিংহাসনকে আপনি ভূ-লুণ্ঠিত করেছেন|

45 তার যৌবনেই আপনি তার জীবনকে ছোট করে দিয়েছেন| তাকে আপনি লজ্জা দিয়েছেন|

46 প্রভু, আর কতদিন ওই সব চলবে? আপনি কি চিরদিন আমাদের উপেক্ষা করবেন? আপনার ক্রোধ কি চিরদিনই আগুনের মত জ্বলতে থাকবে?

47 স্মরণ করে দেখুন আমার জীবন কত নীতিদীর্ঘ| আপনি আমাদের সকলকেই সামান্য সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন, এরপর আমরা মারা যাবো|

48 কেউ চিরদিন বাঁচবে না, এবং এমন কেউই নেই যে মরবে না| কোন ব্যক্তিই কবর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না|

49 হে ঈশ্বর, সেই প্রেম কোথায় যা অতীতে আপনি প্রদর্শন করেছিলেন? আপনি দায়ূদকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তার পরিবারের প্রতি আপনি বিশ্বাসভাজন থাকবেন|

50 হে প্রভু, স্মরণে রাখবেন, কেমন করে লোকরা আপনার দাসকে অপমান করেছিলো| প্রভু, আপনার শত্রুদের কাছ থেকে সেই সব অপমান আমায় শুনতে হয়েছে| ওই লোকরা আপনার মনোনীত রাজাকে অপমান করেছে|

51

52 ধন্য প্রভু চিরকালের জন্য! আমেন! আমেন!

অধ্যায় 90

হে প্রভু, আমাদের সমস্ত প্রজন্মের জন্য আপনি আমাদের গৃহ ছিলেন|
2 হে ঈশ্বর, পর্বতমালার জন্মের আগে, এই পৃথিবীর এবং জগত্ সৃষ্টির আগে, আপনিই ঈশ্বর ছিলেন| হে ঈশ্বর, আপনি চিরদিন ছিলেন এবং আপনি চিরদিন থাকবেন|
3 এই পৃথিবীতে আপনিই মানুষকে এনেছেন| আপনি পুনরায় তাদের ধূলোয় পরিণত করেন|
4 আপনার কাছে হাজার বছর গতকালের মত, যেন গত রাত্রি|
5 আপনি আমাদের ঝেটিয়ে বিদায় করে দেন| আমাদের জীবন একটা স্বপ্নের মত, সকাল হলেই আমরা চলে যাই| আমরা ঘাসের মত|
6 সকালে ঘাসগুলো জন্মায় এবং বিকেলে তা শুকিয়ে মরে যায়|
7 ঈশ্বর, আপনার ক্রোধ আমাদের ধ্বংস করে দিতে পারে এবং তা আমাদের ভীত করে!
8 আমাদের সব পাপ আপনি জানেন| ঈশ্বর, আমাদের প্রত্যেকটি গোপন পাপ আপনি দেখতে পান|
9 আপনার ক্রোধ আমাদের জীবন শেষ করে দিতে পারে| ফিস্ফিসানি কথার মত আমাদের জীবন শেষ হয়ে যায়|
10 আমরা হয়তো বা 70 বছর বেঁচে থাকি| যদি আমরা শক্তিশালী হই তাহলে হয়তো 80 বছর বেঁচে থাকতে পারি| আমাদের জীবন কঠোর পরিশ্রম এবং যন্ত্রণায় ভরা| তারপর হঠাত্ আমাদের জীবন শেষ হয়ে যায়! আমরা উড়ে চলে যাই|
11 হে ঈশ্বর, আপনার ক্রোধের পূর্ণ শক্তি কতখানি তা কোন ব্যক্তিই জানে না| কিন্তু ঈশ্বর, আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভয় আপনার ক্রোধের মতই বিরাট|
12 আমাদের জীবন প্রকৃতপক্ষে যে কত ছোট তা আমাদের দেখান| যাতে আমরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারি|
13 প্রভু সব সময় আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন| আপনার দাসদের প্রতি সদয় হোন|
14 প্রত্যেক প্রভাতে আপনার প্রেমে আমাদের ভরিয়ে দিন| আমাদের সুখী হতে দিন, এ জীবনকে উপভোগ করতে দিন|
15 আমাদের জীবনে অনেক দুঃখ ও সমস্যা দিয়েছেন| এবার আমাদের সুখী করুন|
16 যে সব অলৌকিক কাজ আপনি আপনার সেবকদের জন্য করেন, তা ওরা দেখুক| ওদের সন্তানদের আপনার মহিমা দেখতে দিন|
17 ঈশ্বর আমাদের শ্রমে সাহায্য করুন| আমাদের শ্রম তাঁকে সাহায্য করুক|

অধ্যায় 91

গুপ্ত আশ্রয় লাভের জন্য তুমি পরাত্পরের কাছে যেতে পারো| সুরক্ষার জন্য তুমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে যেতে পারো|
2 আমি প্রভুকে বলেছি, “আপনিই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল, আপনিই আমার দুর্গ| হে আমার ঈশ্বর, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি|”
3 ভয়ঙ্কর ব্যাধি এবং গুপ্ত বিপদ থেকে ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন|
4 নিরাপত্তার জন্য তুমি ঈশ্বরের কাছে যেতে পারো| যেমন করে পাখি তার ডানা মেলে তার শাবকদের আগলে রাখে, তেমন করে, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন| তোমায় রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর হবেন একটি ঢাল ও প্রাচীরের মত|
5 রাতে তোমার ভয় পাওয়ার মতো কিছু থাকবে না| দিনের বেলাতেও শত্রুর তীরকে তুমি ভয় পাবে না|
6 নিশাকালে যে অসুখ আসে তাকে তুমি ভয় পাবে না, কিংবা দিনের বেলায় যে ভয়ঙ্কর অসুস্থতা আসে তাকেও তুমি ভয় পাবে না|
7 তুমি 1,000 হাজার শত্রুকে পরাজিত করতে পারবে| তোমার নিজের ডান হাত 10,000 শত্রু সৈন্যকে পরাজিত করবে| শত্রুরা তোমায় স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না!
8 লক্ষ্য করে দেখ, দেখবে যে ওই দুষ্ট লোকদের শাস্তি হয়েছে!
9 কেন? কারণ তুমি ঈশ্বরে আস্থা রাখ| কারণ পরাত্পরকে তুমি তোমার নিরাপদ আশ্রয়স্থলরূপে গ্রহণ করেছ|
10 তোমার কোন অমঙ্গল হবে না| তোমার বাড়ীতে কোন অসুখ থাকবে না|

11 ঈশ্বর তাঁর দূতদের আজ্ঞা দেবেন এবং তুমি যেখানেই যাবে তারা তোমায় রক্ষা করবে|
12 তোমার পা যাতে পাথরে হোঁচট না খায়, সেই জন্য ওদের হাত তোমায় ধরে থাকবে|
13 বিষধর সাপ, এমন কি সিংহের মধ্যে দিয়েও তুমি হেঁটে যেতে পারবে|
14 প্রভু বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে এবং বিশ্বাস করে, আমি তাকে রক্ষা করবো| আমার অনুগামীরা যারা আমার নাম উপাসনা করে, তাদের আমি রক্ষা করবো|
15 আমার অনুগামীরা সাহায্যের জন্য আমায় ডাকবে এবং আমি তাদের সাড়া দেবো| যখন তারা সমস্যায় পড়বে তখন আমি ওদের সঙ্গে থাকবো| আমি ওদের রক্ষা করবো এবং সম্মান দেবো|
16 আমার অনুগামীদের আমি দীর্ঘ জীবন দেবো| আমি ওদের রক্ষা করবো|

অধ্যায় 92

প্রভুর প্রশংসা করাই ভাল| হে পরাত্পর, আপনার নামের প্রশংসা করাই ভাল|
2 প্রাতঃকালে আপনার প্রেমের গান এবং নিশাকালে আপনার বিশ্বস্ততার গান গাওয়াই ভালো|
3 ঈশ্বর, দশ তারা যন্ত্রে এবং বীণায় আপনার জন্য সুর বাজানো ভাল|
4 প্রভু, যে সব জিনিস আপনি করেছেন তা দিয়ে আমাদের প্রকৃতই সুখী করেছেন| আমরা প্রফুল্লচিত্তে ওই সব বিষয়ের গুণগান করি|
5 প্রভু, আপনি সেই সব মহত্ কাজ করেছেন| আপনার চিন্তা বুঝে ওঠা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন|
6 আপনার তুলনায় মানুষ এক্কেবারে নির্বোধ প্রাণী| আমরা সেই বোকাদের মত যারা কিছুই বুঝতে পারে না|
7 দুষ্ট লোকরা আগাছার মত বেঁচে থেকে এবং মরে| যে অর্থহীন কাজ তারা করে যায়, তা চিরদিনের জন্য ধ্বংস হবে|
8 কিন্তু প্রভু, আপনি চিরদিনের জন্য সম্মানিত থাকবেন|
9 প্রভু, আপনার সব শত্রু ধ্বংস হবে| সেই সব লোক যারা মন্দ কাজ করে, তারা ধ্বংস হবে|
10 একটা গণ্ডার যেমন তার বিশাল খড়গ দিয়ে আক্রমণ করে, আমিও সেই ভাবে, যারা আমার বিরোধিতা করে, সেইসব দুষ্ট লোকদের আক্রমণ করব| বিশেষ কাজের জন্য আপনি আমায় মনোনীত করেছেন এবং গন্ধ তেল মাথায় ঢেলে আমায় অভিষিক্ত করেছেন|
11 চারপাশে আমি শত্রুদের দেখতে পাচ্ছি| বিরাট বলদের মত ওরা আমায় আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে রয়েছে| আমি শুনছি ওরা আমার সম্পর্কে কি বলছে|
12 ধার্ম্মিক লোকরা প্রভুর মন্দিরে পোঁতা লিবানোনের এরস গাছের মত| ধার্ম্মিক লোকরা ঈশ্বরের মন্দিরে অঙ্গনের কুসুমিত তাল গাছের মত|
13
14 তাদের বৃদ্ধ বয়সেও, তারা স্বাস্থ্যবান তরুণ গাছের মতই ফল ধারণ করে|
15 প্রভু যে ভাল এটা দেখানোর জন্যই ওরা ওখানে আছে| তিনিই আমার শিলা এবং তিনি কোন ভুল করেন না|

অধ্যায় 93

প্রভুই রাজা| তিনি রাজকীয় এবং শক্তিমান পোশাকে সজ্জিত| তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিশ্বকে তার আপন জায়গায় স্থাপন করেছেন এবং এটাকে নাড়ানো হবে না|
2 হে ঈশ্বর, আপনার রাজত্ব চিরদিন ধরে রয়েছে| ঈশ্বর আপনার অস্তিত্ব অনাদিকাল থেকে রয়েছে|
3 প্রভু, নদীর গর্জন প্রচণ্ড তীব্র| উচ্চকিত ঢেউ প্রচণ্ড গর্জনশীল|
4 সমুদ্রের উচ্চকিত ঢেউ প্রচণ্ড তীব্র ও গর্জনশীল| কিন্তু উর্দ্ধে অবস্থিত প্রভু তার থেকেও বেশী শক্তিশালী|
5 প্রভু আপনার বিধি চিরদিন বজায় থাকবে| আপনার পবিত্র মন্দিরের অস্তিত্ব দীর্ঘকালের জন্য বজায় থাকবে| আপনার পবিত্র মন্দিরের অস্তিত্ব দীর্ঘকালের জন্য বজায় থাকবে|

অধ্যায় 94

প্রভু, আপনিই সেই ঈশ্বর যিনি আসেন এবং লোকেদের শাস্তি দেন| আপনি সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের জন্য শাস্তি নিয়ে আসেন|
2 আপনিই সারা পৃথিবীর বিচারক| উদ্ধত লোকদের যে শাস্তি প্রাপ্য তা আপনি ওদের দিন|
3 প্রভু, দুষ্ট লোকরা আর কতকাল ধরে উল্লাস করবে? আরও কতদিন প্রভু?
4 আরও কতদিন ধরে ওই দুষ্কৃতকারীরা তাদের দুষ্কৃতির বড়াই করে যাবে?
5 প্রভু, ওরা আপনার লোকদের আঘাত করে| ওরা আপনার লোকদের কষ্ট দিয়েছে|
6 আমাদের দেশে যে সব বিধবা ও বিদেশী থাকে, ওই দুর্জনরা তাদের হত্যা করে| অনাথদেরও ওরা খুন করে|
7 ওরা বলে, ওরা যে সব মন্দ কাজ করে প্রভু তা দেখেন না! ওরা বলে কি ঘটেছে ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাও জানে না|
8 তোমরা নিষ্ঠুর লোকরা সত্যই নির্বোধ মানুষ! আর কবে তোমরা শিক্ষা লাভ করবে? তোমরা মন্দ লোকরা সত্যি অপগণ্ড! তোমরা অবশ্যই বোঝবার চেষ্টা কর|
9 ঈশ্বর আমাদের কান সৃষ্টি করেছেন, তাই নিশ্চয়ই তাঁরও কান রয়েছে এবং তিনি শুনতেও পান কি ঘটছে! ঈশ্বর আমাদের চোখ দিয়েছেন, তাই নিশ্চিতভাবে কি ঘটছে তা তিনি দেখতে পান!
10 ঈশ্বর ওই লোকদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা আনবেন| ওই লোকেরা কি করবে তা ঈশ্বরই ওদের শেখাবেন|
11 মানুষ কি ভাবছে তাও ঈশ্বর জানেন| ঈশ্বর জানেন যে মানুষ বাতাসের একটি ফুত্কারের মত|
12 প্রভু যে লোককে নিয়মানুবর্তী করেন সে সত্যই সুখী হবে| ঈশ্বর তাকে বেঁচে থাকার প্রকৃত পথ কি তা দেখাবেন|
13 ঈশ্বর, সংকটের সময় যে লোক শান্ত থাকে তাকেই আপনি সাহায্য করবেন| মন্দ লোকেদের যতক্ষণ পর্যন্ত না কবরে পাঠানো হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাকে শান্ত থাকতে সাহায্য করবেন|
14 প্রভু তাঁর লোকদের ত্যাগ করবেন না| সাহায্য না করে তিনি ওদের ত্যাগ করবেন না|
15 ন্যায্য বিচার ফিরে আসবে এবং ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে আসবে| তারপর সত্ এবং ভাল লোকরা অবশ্যই থাকবে|
16 মন্দ লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কেউই আমায় সাহায্য করে নি| যারা মন্দ কাজ করে, তাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য কোন লোক আমার পাশে দাঁড়ায় নি|
17 যদি প্রভু আমায় সাহায্য না করতেন আমি এতদিনে কবরের গর্ভে নীরব হয়ে যেতাম|
18 আমি জানি আমি পতনোন্মুখ ছিলাম, কিন্তু প্রভু তাঁর অনুগামীদের সাহায্য করেছেন|
19 আমি প্রচণ্ড চিন্তিত ও বিমর্ষ ছিলাম| কিন্তু প্রভু, আপনি আমায় সান্ত্বনা দিয়ে আমায় সুখী করেছেন!
20 ঈশ্বর আপনি ক্রুর বিচারকদের সাহায্য করবেন না| তাই মন্দ বিচারকরা মানুষের জীবনকে আরও কঠিনতর করার জন্য নিয়ম ব্যবহার করে|
21 ওই বিচারকরা ধার্মিক লোকদের আক্রমণ করে| ওরা নিরপরাধ লোকদের দোষী বলে বিচার করে এবং ওদের হত্যা করে|
22 কিন্তু পর্বতগুলির সু-উচ্চে প্রভুই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল| ঈশ্বর আমার শিলা, আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল|
23 মন্দ কাজ করার জন্য ঈশ্বর ওই দুষ্ট বিচারকদের শাস্তি দেবেন| পাপ করেছে বলে ঈশ্বর ওদের ধ্বংস করবেন| প্রভু আমাদের ঈশ্বর, ওই দুষ্ট বিচারকদের ধ্বংস করবেন|

অধ্যায় 95

এস, আমরা প্রভুর প্রশংসা করি! যে শিলা আমাদের রক্ষা করেন তাঁর উদ্দেশ্যে আমরা উচ্চস্বরে প্রশংসাধ্বনি দিই|
2 আমরা প্রভুর উদ্দেশ্যে ধন্যবাদের গান গাই| তাঁর প্রশংসায় আমরা আনন্দগান গাই|
3 কেন? কারণ প্রভুই মহান ঈশ্বর! তিনিই সেই মহান রাজা যিনি সকল "দেবতাদের" শাসন করছেন|
4 গভীরতম গুহা, উচ্চতম পর্বত, সবই প্রভুর|
5 সমুদ্রও তাঁরই -তিনিই তা সৃষ্টি করেছেন| ঈশ্বর তাঁর নিজের হাতে এই শুকনো জমি সৃষ্টি করেছেন|
6 এস, আমরা অবনত হয়ে তাঁর উপাসনা করি! যে প্রভু আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রশংসা করি!
7 কেন? কারণ যদি আমরা তাঁর কণ্ঠ শুনি তাহলে তিনি আমাদের ঈশ্বর হবেন এবং আমরা হব সেই লোকেরা যাদের তিনি খাদ্য যোগান, আমরা হব সেই মেষ যাদের তিনি স্বহস্তে নেতৃত্ব দেন|
8 ঈশ্বর বলেন, "মরীবাতে তোমরা যেমন অবাধ্য হয়েছিলে, মঃসার মরুপ্রান্তরে যেমন হয়েছিল, তেমন হয়ো না|

9 তোমাদের পূর্বপুরুষরা আমায় পরীক্ষা করেছে| ওরা আমাকে পরীক্ষা করেছিলো কিন্তু এই সময় ওরা দেখেছিলো আমি কি করতে পারি!

10 40 বছর ধরে আমি ওদের প্রতি ধৈর্য্য ধারণ করেছি| আমি জানি যে ওরা বিশ্বাসী নয়| ওরা আমার শিক্ষামালা অনুসরণ করতে অগ্রাহ্য করেছে|

11 তাই ওদের প্রতি আমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম এবং আমি কথা দিয়েছিলাম যে, ওরা আমার বিশ্রামের স্থানে কখনো প্রবেশ করতে পারবে না|

অধ্যায় 96

প্রভু যা কিছু নতুন করেছেন তার জন্য একটা নতুন গান গাও! সারা পৃথিবীকে প্রভুর উদ্দেশ্যে গেয়ে উঠতে দাও|

2 প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাও! তাঁর নামকে ধন্য কর! আনন্দ সংবাদ ছড়িয়ে দাও! যিনি প্রতিদিন আমাদের রক্ষা করেন তাঁর কথা বল!

3 লোকেদের বল যে ঈশ্বর সত্যিই বিস্ময়কর| ঈশ্বর যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেন তা সর্বত্র মানুষকে বল|

4 প্রভু মহান এবং প্রশংসার যোগ্য| অন্য যে কোন "দেবতার" চেয়ে তিনি অনেক বেশী ভয়ঙ্কর|

5 অন্যান্য সমস্ত জাতির "দেবতা" মূর্ত্তিমাত্র| কিন্তু প্রভু স্বর্গ সৃষ্টি করেছেন|

6 তাঁর সামনে অনুপম মহিমা ভাস্বর হয়ে ওঠে| ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরে শক্তি ও সৌন্দর্য্য দুই-ই আছে|

7 হে পরিবার ও জাতিগণ, প্রশংসার গান কর এবং প্রভুকে মহিমান্বিত কর|

8 প্রভুর নামের প্রশংসা কর| তোমাদের নৈবেদ্য নাও এবং মন্দিরে যাও|

9 তোমাদের পবিত্র পোশাকে প্রভুর সামনে নত হও| পৃথিবীর সমগ্র জনগণ, তাঁর উপস্থিতিতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাও|

10 জাতিগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে প্রভু রাজা! তাহলে বিশ্ব ধ্বংস হবে না| অতএব প্রভু ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে লোকদের বিচার করেন|

11 হে স্বর্গলোক - সুখী হও! হে পৃথিবী - উল্লসিত হও! সমুদ্র এবং সমুদ্রে যা কিছু রয়েছে তোমরা সবাই আনন্দে চিৎকার করে ওঠো!

12 ক্ষেতগুলি এবং সেখানে যা কিছু জন্মেছে, সুখী হও! হে অরণ্যের বৃক্ষরাশি, তোমরা গান গাও ও সুখী হও!

13 খুশী হও, কারণ প্রভু আসছেন. পৃথিবীকে শাসনকরার জন্য প্রভু আসছেন| ন্যায় বিচার ও সত্যপথে তিনি পৃথিবীকে শাসন করবেন|

অধ্যায় 97

প্রভু শাসন করেন, তাই পৃথিবী সুখী| দূরদূরান্তের ভূখণ্ডও সুখী|

2 ঘন কালো মেঘ প্রভুকে ঘিরে রয়েছে| সুবিচার এবং ধার্ম্মিকতা তাঁর রাজ্যকে দৃঢ় করে|

3 একটা আগুন প্রভুর আগে আগে যায় এবং তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করে|

4 তাঁর বিদ্যুত্ আকাশে ঝলক দিয়ে ওঠে| তা দেখে লোকে ভয় পায়|

5 পর্বতও প্রভুর সামনে মোমের মত গলে যায়| সমগ্র পৃথিবীর প্রভুর সামনে তারা গলে যায়!

6 আকাশ তাঁর ধার্ম্মিকতার কথা বলে! প্রত্যেকে তাঁর মহিমা দেখুক!

7 লোকরা তাদের মূর্ত্তিকে পূজা করে| ওরা ওদের "দেবতার" বড়াই করে| কিন্তু ওই লোকগুলো লজ্জিত হবে| ওদের "দেবতারাই" মাথা নত করে প্রভুর উপাসনা করবে|

8 সিয়োন, শোন এবং সুখী হও! যিহূদার শহরসমূহ, সুখী হও! কেন? কারণ ঈশ্বর যথায়থ সিদ্ধান্ত নেন|

9 হে পরাত্পর প্রভু, প্রকৃতই আপনি পৃথিবীর শাসনকর্তা| "দেবতাদের" চেয়ে আপনি অনেক ভালো|

10 যারা প্রভুকে ভালোবাসে তারা মন্দকে ঘৃণা করবে| তাই ঈশ্বর তাঁর অনুগামীদের রক্ষা করেন| ঈশ্বর তাঁর অনুগামীদের মন্দ লোকদের হাত থেকে রক্ষা করেন|

11 ধার্ম্মিক লোকদের ওপর আলো ও সুখ উদ্ভাসিত হয়|

12 হে ধার্ম্মিক লোকরা, প্রভুতে সুখী হও! তাঁর পবিত্র নামের সম্মান কর!

অধ্যায় 98

প্রভুর উদ্দেশ্যে একটা নতুন গান গাও, কারণ তিনি নতুন নতুন আশ্চর্য্য কার্য্য করেছেন!
2 তাঁর পবিত্র ডান বাহু আবার তাঁকে বিজয় এনে দিয়েছে|
3 প্রভু জাতিগুলোর নিকট তাঁর উদ্ধার করার শক্তি প্রকাশ করেছেন| প্রভু তাদের তাঁর ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করেছেন|
4 ইস্রায়েলের লোকদের প্রতি প্রভুর বিশ্বস্ততা তাঁর অনুগামীরা স্মরণ করে| দূরদূরান্তের দেশও আমাদের ঈশ্বরের ত্রাণশক্তি দেখেছে|
5 পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ, প্রভুর উদ্দেশ্যে আনন্দধ্বনি দাও| শীঘ্রই প্রশংসা গীত শুরু কর!
6 হে বীণা, প্রভুর প্রশংসা কর| বীণার সুর প্রভুর প্রশংসা কর|
7 ভেঁপু ও বাঁশি বাজাও এবং আমাদের রাজা প্রভুর উদ্দেশ্যে আনন্দ ধ্বনি দাও!
8 সমুদ্র এবং পৃথিবী এবং যেখানে যা কিছু আছে সবাই যেন উচ্চস্বরে গেয়ে ওঠে|
9 হে নদীসমূহ, তোমরা হাততালি দাও! হ পর্বতরাজি, তোমরা একসঙ্গে গেয়ে ওঠো!প্রভুর সামনে গান গাও কেননা তিনি বিশ্বকে শাসন করতে আসছেন| তিনি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে এই বিশ্বকে শাসন করবেন| তিনি সততার সঙ্গে লোকদের শাসন করবেন|

অধ্যায় 99

প্রভুই রাজা| তাই জাতিগুলোকে ভয়ে কাঁপতে দাও| করূব দূতদের ওপরে ঈশ্বর একজন রাজার মত বসেন| তাই পৃথিবীকে ভয়ে কেঁপে উঠতে দাও|
2 সিয়োনে প্রভু মহান! সমগ্র জাতির ওপরে তিনি একজন মহান নেতা|
3 সমস্ত লোক আপনার প্রশংসা করুক| ঈশ্বরের নাম ভীতিপ্রদ| ঈশ্বরই পবিত্র|
4 শক্তিশালী রাজা, ন্যায় বিচার পছন্দ করে| ঈশ্বর, আপনিই ধার্ম্মিকতা সৃষ্টি করেছেন| আপনিই যাকোবকে ধার্ম্মিকতা এবং ন্যায়নীতি দিয়েছিলেন|
5 আমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা কর এবং তাঁর পবিত্র পাদপীঠেউপাসনা কর|
6 মোশি ও হারোণ তাঁর বহু যাজকদের মধ্যে দু'জন এবং শমূয়েলও তাঁর নাম উচ্চারণকারীদের একজন| ওরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলো এবং প্রভু ওদের উত্তর দিয়েছেন|
7 দীর্ঘ মেঘের ভেতর থেকে ঈশ্বর কথা বলেছেন| ওরাও তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন করেছিল| ঈশ্বর ওদের বিধি প্রদান করেছিলেন|
8 প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, আপনি ওদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন| আপনি ওদের দেখিয়েছেন যে আপনিই ক্ষমাশীল ঈশ্বর এবং মানুষ মন্দ কাজ করে বলে আপনি মানুষকে শাস্তি দেন|
9 আমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা কর| তাঁর পবিত্র পর্বতের দিকে মাথা নত করে এবং তাঁর উপাসনা কর| প্রভু আমাদের ঈশ্বর, সত্যিই পবিত্র!

অধ্যায় 100

হে পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাও!
2 যখন তুমি প্রভুর সেবা কর তখন আনন্দিত থেকো! আনন্দ গীত গাইতে গাইতে প্রভুর সামনে এসো!
3 এটা জেনো যে প্রভুই ঈশ্বর| তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন| আমরা তাঁরই মেষের পাল|
4 ধন্যবাদের গীত গাইতে গাইতে তাঁর শহরে এসো| প্রশংসা গীত গাইতে গাইতে তাঁর মন্দিরে এসো| তাঁকে সম্মান কর, তাঁর নামকে ধন্য কর|
5 প্রভু ভালো! তাঁর ভালোবাসা চিরন্তন| আমরা সর্বদাই তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পারি!

অধ্যায় 101

আমি প্রেম এবং ন্যায়ের গান গাইবো| প্রভু, আমি আপনার উদ্দেশ্যে গান গাইবো|
2 আমি একজন বিচক্ষণ লোকের মত শুদ্ধ হৃদয় নিয়ে একটি শুদ্ধ জীবনযাপন করব| আপনি আমার গৃহের একান্ত অভ্যন্তরভাগে কখন আসবেন?
3 আমার সামনে কোন মূর্ত্তি আমি রাখবো না| ওরকম ভাবে যারা আপনার বিরুদ্ধে যায় তাদের আমি ঘৃণা করি| আমি তা করবো না!
4 আমি সত্ থাকবো| আমি কোন মন্দ কাজ করবো না|
5 যদি কেউ গোপনে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে মন্দ কথা বলে, আমি তাকে চুপ করিয়ে দেবো| আমি লোকেদের কখনই উদ্ধত হতে দেবো না এবং তাদের ভাবতে দেবো না যে তারা অন্যান্যদের চেয়ে ভালো|
6 আমি সমস্ত দেশের মধ্যে সেই সব লোকেদের খুঁজবো যাদের ওপর নির্ভর করা যায়| এবং একমাত্র তাদেরই আমার সেবা করতে দেবো| যারা পবিত্র জীবনযাপন করে একমাত্র তারাই আমার সেবক হবে|
7 আমি মিথ্যেবাদীদের আমার গৃহের গোপন অভ্যন্তরভাগে বাস করতে দেব না|
8 এই দেশে যে সব মন্দ লোক বাস করে, সব সময়েই আমি তাদের ধ্বংস করবো| মন্দ লোকদের আমি প্রভুর শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করবো|

অধ্যায় 102

যন্ত্রণা কাতর একটি মানুষের প্রার্থনা| সে যখন দুর্বল বোধ করে ও প্রভুকে তার অভিযোগ জানাতে চায় তখনকার প্রার্থনা| প্রভু, আমার প্রার্থনা শুনুন| সাহায্যের জন্য আমার ক্রন্দন শুনুন|
2 যখন আমি সমস্যার মধ্যে থাকি তখন আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না| আমার কথা শুনুন| যখন আমি সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করি তখন আমায় উত্তর দিন|
3 ধোঁয়ার মত আমার জীবন কেটে যাচ্ছে| আমার জীবন একটি আগুনের মত যা ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছে|
4 আমার শক্তি চলে গেছে| আমি শুকনো মৃত প্রায় ঘাসের মত| আমি আমার খাবার পর্যন্ত খেতে ভুলে গেছি|
5 দুঃখের কারণে আমার ওজন কমে যাচ্ছে|
6 আমি একটি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বাস করা পেঁচার মত নিঃসঙ্গ| ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকায় আমি একা পেঁচার মত বাস করছি|
7 আমি ঘুমোতে পারি না| আমি ছাদে বাস করা এক নিঃসঙ্গ পাখির মত|
8 শত্রুরা সব সময়ে আমাকে অপমান করে| ওরা আমাকে নিয়ে মজা করে ও ভর্ত্সনা করে|
9 আমার খাদ্যই এখন আমার বিরাট দুঃখ| আমার চোখের জল আমার পানীয়তে পড়ছে|
10 কেন? কারণ প্রভু আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন| আপনিই আমাকে তুলে ধরেছেন এবং তারপর আপনিই আমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন|
11 দিনের শেষের দীর্ঘ ছায়াগুলির মত আমার জীবন প্রায় শেষ হয়ে গেছে| আমি শুকনো এবং মৃত প্রায় ঘাসের মত|
12 কিন্তু প্রভু, আপনি চিরদিনই বিরাজিত থাকবেন| আপনার নাম চিরকাল এবং অনন্তকাল মনে রাখা হবে|
13 আপনাকে উত্থান করতে হবে এবং আপনি সিয়োনকে স্বস্তি দেবেন| কারণ তাকে সান্ত্বনা দেবার সময় হয়েছে|
14 আপনার দাসগণ সিয়োনের পাথরগুলিকে ভালোবাসে| এই শহরের ধূলোকে পর্যন্ত তারা ভালোবাসে|
15 লোকরা প্রভুর নামের উপাসনা করবে| হে ঈশ্বর, পৃথিবীর সমস্ত রাজারা আপনাকে মহিমান্বিত করবে|
16 প্রভু সিয়োনকে আবার নির্মাণ করবেন| লোকেরা আবার তাঁর মহিমা দেখবে|
17 যে সব লোককে ঈশ্বর বাঁচিয়ে রেখেছেন, তিনি আবার তাদের প্রার্থনার উত্তর দেবেন| ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনবেন|
18 ভবিষ্যত্ প্রজন্মের জন্য এইসব লিখে রাখো এবং ভবিষ্যতে ওরা প্রভুর প্রশংসা করবে|
19 প্রভু, তাঁর পবিত্র স্থান থেকে নীচের দিকে চেয়ে দেখবেন| স্বর্গ থেকে প্রভু পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখবেন|
20 তিনি বন্দীদের প্রার্থনা শুনবেন| যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাদের তিনি মুক্ত করবেন|
21 তারপর সিয়োনে লোকরা প্রভুর কথা বলবে| জেরুশালেমে তারা প্রভুর নামের প্রশংসা করবে|
22 সব জাতিসমূহ একসঙ্গে জড় হবে| প্রভুর সেবার জন্য সব রাজ্য ছুটে আসবে|
23 আমার শক্তি কমে এসেছে| আমার জীবনও ছোট হয়ে এসেছে|

24 তাই আমি বলেছিলাম, “আমি যতক্ষণ যুবক আছি আমাকে মরতে দেবেন না| ঈশ্বর আপনি চিরদিন বিরাজিত থাকবেন!
25 সুদূর অতীতে আপনি এই বিশ্বসৃষ্টি করেছিলেন| নিজের হাতে আপনি আকাশ সৃষ্টি করেছিলেন!
26 এই বিশ্ব, এই আকাশ একদিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আপনি চির বিরাজমান থাকবেন! ওদের বস্ত্রের মতই পরিধান করা হবে| এবং জামাকাপড়ের মতই আপনি ওদের বদল করবেন| ওরা সবাই পরিবর্তিত হবে|
27 কিন্তু ঈশ্বর, আপনি পরিবর্তিত হবেন না| আপনি চিরদিন বিরাজ করবেন!
28 আজ আমরা আপনার দাস| আমাদের সন্তানরাও এখানে বসবাস করবে| এমনকি তাদের উত্তরপুরুষরাও আপনার উপাসনা করার জন্য এখানেই বসবাস করবে|

অধ্যায় 103

হে আমার আত্মা, প্রভুকে ধন্যবাদ দাও! আমার প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসা কর!
2 হে আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর! ভুলে যেও না যে তিনি সত্যিই দয়ালু|
3 ঈশ্বর আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন| তিনি আমাদের সকল রোগ থেকে সারিয়ে তোলেন|
4 ঈশ্বর আমাদের জীবনকে কবর থেকে রক্ষা করেন| তিনি আমাদের প্রেম ও সহানুভূতি দেন|
5 তিনি আমাদের রাশি রাশি ভালো জিনিস দেন| তিনিই সেইজন যিনি পুরানো পালক ঘসে নতুন পালক গজানো একটি ঈগলের মত তোমাদের যৌবন পুনরুজীবিত করেন|
6 প্রভুই সত্| প্রভু অবদমিত লোকদের কাছে ন্যায় বিচার ও নিরপেক্ষতা আনেন|
7 ঈশ্বর মোশিকে তাঁর শিক্ষামালা দিয়েছিলেন| যে সব ক্ষমতা সম্পন্ন কাজ ঈশ্বর করতে পারেন সে সব তিনি ইস্রায়েলকে দেখিয়েছিলেন|
8 প্রভু দয়ালু এবং ক্ষমতাশীল| ঈশ্বর ধৈর্য্যশীল এবং প্রেমে পূর্ণ|
9 প্রভু সব সময় আমাদের সমালোচনা করেন না| প্রভু সর্বদা আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ থাকেন না|
10 আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিলাম কিন্তু প্রাপ্য শাস্তি তিনি আমাদের দেন নি|
11 যেমন করে পৃথিবীর ওপরে আকাশ বিস্তৃত হয়ে আছে, তেমনি ঈশ্বরের অনুগামীদের ওপরে ঈশ্বরের প্রেম পরিব্যপ্ত হয়ে আছে|
12 পূর্ব যেমন পশ্চিমের থেকে বিচ্ছিন্ন, তেমন করেই ঈশ্বর, আমাদের কাছ থেকে আমাদের পাপকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেছেন|
13 পিতা যেমন পুত্রের প্রতি দয়াময় তেমনি প্রভুও তাঁর অনুগামীদের প্রতি দয়ালু|
14 ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে সব কিছুই জানেন| ঈশ্বর জানেন যে আমরা ধূলো থেকে সৃষ্ট হয়েছি|
15 ঈশ্বর জানেন আমাদের জীবন ঘাসের মত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত|
16 ঈশ্বর জানেন আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুনো ফুলের মত| সেই সব ফুল খুব তাড়াতাড়ি জন্মায়| তারপর উত্তপ্ত বাতাস বইলেই সেই সব ফুল ঝরে পড়ে| আবার তুমি বলতেও পারবে না, সেই সব ফুল কোথায় জন্মেছিল|
17 কিন্তু প্রভু তাঁর অনুগামীদের প্রতি সবসময়ই স্নেহশীল| তিনি চিরদিনই তাঁর অনুগামীদের ভালোবাসেন| ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের প্রতি এবং সন্তানদের সন্তানের প্রতিও ভালো ব্যবহার করবেন|
18 যারা তাঁর চুক্তি অনুসরণ করে, তাদের প্রতি ঈশ্বর ভালো ব্যবহার করেন| যারা তাঁর আজ্ঞা মেনে চলে তাদের প্রতিও ঈশ্বর ভালো ব্যবহার করেন|
19 স্বর্গে ঈশ্বরের সিংহাসন রয়েছে এবং তিনিই সব কিছুর শাসন করছেন|
20 হে দূতগণ, প্রভুর প্রশংসা কর! তোমরা দূতেরা সেই শক্তিশালী সৈন্য যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করো| তোমরা ঈশ্বরের কথা শোন এবং তাঁর আজ্ঞা মান্য কর|
21 প্রভু এবং তাঁর সকল সৈন্যদের প্রশংসা কর| তোমরা তাঁর দাস| ঈশ্বর যা চান তোমরা তাই কর|
22 প্রভুর প্রশংসা কর| তাঁর রাজ্যের প্রতিটি জায়গায় তাঁর সব কাজগুলিকে প্রশংসা কর| হে আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর!

অধ্যায় 104

হে আমার আত্মা প্রভুর প্রশংসা কর! হে প্রভু আমার ঈশ্বর, আপনি মহান! মহিমা এবং সম্মান সহ সজ্জিত|

2 যেমন করে মানুষ জামাকাপড় পরে, তেমন করে আপনি আলোক পরিধান করেন| আপনিই আকাশকে পর্দার মত বিস্তৃত করেছেন|

3 ঈশ্বর তার ওপরে আপনি আপনার গৃহ নির্মাণ করেছেন| ঘন মেঘকে রথের মত ব্যবহার করে, বাতাসের ডানায় ভর করে আপনি সারা আকাশে ঘুরে বেড়ান|

4 ঈশ্বর, আপনার দূতদের আপনি বাতাসের মত এবং আপনার দাসদের আগুনের মত করে সৃষ্টি করেছেন|

5 ঈশ্বর, পৃথিবীকে আপনি তার শক্ত ভিতের ওপর নির্মাণ করেছেন, তাই পৃথিবী কখনও পড়ে যাবে না|

6 কম্বলের মত আপনি তাকে জল দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন| জলরাশি পর্বতকে ঢেকে দিয়েছে|

7 কিন্তু আপনি নির্দেশ দিয়েছিলেন তাই জলও সরে গিয়েছিলো| ঈশ্বর আপনি জলের দিকে চেয়ে উচ্চস্বরে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং জলরাশি সরে গিয়েছিলো|

8 সেই জলরাশি পর্বতসমূহ থেকে বয়ে গিয়ে পড়েছিলো উপত্যকার মধ্যে এবং তারপর তার জন্য যে নির্দিষ্ট জায়গা আপনি তৈরী করেছিলেন সেখানে ঝরে পড়েছিলো|

9 আপনিই সমুদ্রের সীমা নির্ধারণ করেছেন| অতএব, জলরাশি আর অত উঁচুতে উঠবে না যাতে পৃথিবী পুনরায় ঢেকে যেতে পারে|

10 ঈশ্বর, আপনিই প্রস্রবণের জলকে নদীর ধারায় প্রবাহিত করিয়েছেন| পার্বত্য ধারা বেয়ে তা নীচে নেমে আসে|

11 সেই জলধারা সব বন্য প্রাণীদের পানীয় জল দেয়| এমন কি বুনো গাধারাও এখানে জল পান করতে আসে|

12 জলের ধারে বুনো পাখিরা বাস করতে আসে, কাছাকাছি গাছের ডালে বসে তারা গান গায়|

13 ঈশ্বর, পর্বত বেয়ে বৃষ্টি পাঠান| যে সব জিনিস ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সেগুলি পৃথিবীর যা কিছু প্রয়োজন তার সবই জোগান দেয়|

14 পশুদের জন্য তিনি ঘাস দিয়েছেন| আমরা আমাদের কঠিন পরিশ্রম দিয়ে যে উদ্ভিদগুলি রোপন করি তাও তিনিই দেন| ওই সব গাছ মাটি থেকে আমাদের খাদ্য দেয়|

15 যে দ্রাক্ষারস আমাদের সুখী করে, যে তেল আমাদের চামড়া নরম রাখে, যে খাদ্য আমাদের শক্তিশালী করে সে সবই ঈশ্বর আমাদের দেন|

16 লিবানোনের মস্ত বড় এরস গাছগুলো ঈশ্বরের| প্রভুই ওই গাছগুলো লাগিয়েছেন এবং ওদের প্রয়োজনীয় জল তিনিই দিয়েছিলেন|

17 ওই গাছগুলোতে চড়ুই থেকে শুরু করে সারস পর্যন্ত সব পাখি বাসা করেছে|

18 উঁচু পর্বতে বুনো ছাগলরা থাকে| বিশাল বিশাল পাথরের মধ্যে পাহাড়ী ভোঁদড় লুকিয়ে থাকে|

19 হে ঈশ্বর, কবে ছুটি শুরু হবে তা বলে দেওয়ার জন্য আপনি আমাদের চাঁদ দিয়েছেন| এবং কখন অস্ত যেতে হবে সূর্য তা সব সময়েই জানে|

20 রাত্রি হবার জন্য আপনি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, সেই সময় হিংস্র পশুরা বেরিয়ে আসে এবং ঘুরে বেড়ায়|

21 আক্রমণের সময় সিংহ গর্জন করে ওঠে, ঈশ্বর যে খাদ্য তাদের দেন তা যেন তারা গর্জন করে চাইতে থাকে|

22 তারপর সূর্য ওঠে এবং পশুরা তাদের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করে|

23 তারপর লোকরা যে যার কাজে যায় এবং তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে|

24 হে ঈশ্বর, আপনি অনেক বিস্ময়কর কাজ করেছেন| আপনার সৃষ্ট জিনিসে এই পৃথিবী পূর্ণ| আপনি যা কিছু করেন, তার মধ্যে আমরা আপনার প্রজ্ঞা দেখি|

25 সাগরের দিকে দেখ তা কত বড়! সাগরের মধ্যে কত রকম ছোট এবং বড় প্রাণীসমূহ আছে যা গোনা যায় না!

26 আপনার সৃষ্ট লিবিয়াথন যখন সমুদ্রে খেলা করে, তখন জাহাজসমূহ সমুদ্র পারাপার করে|

27 ঈশ্বর, ওই সব জিনিসই আপনার ওপর নির্ভর করে| যথাসময়ে আপনি ওদের খাদ্য দেন|

28 সব জীবন্ত প্রাণীকেই আপনি তাদের আহারের খাদ্য দেন| ভালো ভালো খাবারে ভর্তি করে আপনি আপনার করযুগল উন্মুক্ত করেন এবং তারা সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আহার করে যায়|

29 কিন্তু যখন আপনি ওদের থেকে বিমুখ হন ওরা ভয় পেয়ে যায়| ওদের আত্মা ওদের ছেড়ে যায়, ওরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মারা যায় এবং ওদের দেহ আবার ধূলোয় পরিণত হয়!

30 কিন্তু যখন আপনি আপনার আত্মাকে পাঠালেন, প্রভু, তখন ওরা আবার স্বাস্থ্যবান হল| দেশটিকে আপনি আবার নতুন করে তোলেন!

31 প্রভুর মহিমা চিরদিন বিরাজ করুক! ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তা তিনি উপভোগ করুন|
32 প্রভু যদি একবার পৃথিবীর দিকে তাকান পৃথিবী কেঁপে যাবে| পর্বতকে তিনি স্পর্শ করলে সেখান থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকবে|
33 আমার সারা জীবন আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান গাইব| যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকবো, আমি প্রভুর কাছে প্রশংসা গীত গাইব|
34 আমি যা বলেছি, তা যেন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে| প্রভুর সঙ্গ লাভ করে আমি খুশী|
35 পাপ যেন পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়| দুষ্ট লোকদের অস্তিত্ব যেন আর না থাকে| হে আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভুর প্রশংসা কর!

অধ্যায় 105

প্রভুকে ধন্যবাদ দাও| তাঁর নাম উপাসনা কর| তাঁর বিস্ময়কর কাজকর্ম সম্বন্ধে জাতিগণকে বল|
2 প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাও| তাঁর প্রশংসা গান কর| তিনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেন সে সম্পর্কে বল|
3 প্রভুর পবিত্র নামে গর্ববোধ কর| যারা প্রভুর খোঁজে এসেছে তারা যেন সুখী হয়!
4 শক্তির জন্য তোমরা প্রভুর কাছে যাও| সর্বদাই তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য যাও|
5 তিনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেন তা স্মরণ কর| তিনি যে সমস্ত চমৎকার কাজ করেছেন এবং তাঁর বিচক্ষণ প্রজ্ঞা সিদ্ধান্তগুলি স্মরণে রেখো|
6 তোমরা তাঁর দাস অব্রাহামের উত্তরপুরুষ| তোমরা যাকোবের উত্তরপুরুষ যাকে ঈশ্বর বেছে নিয়েছিলেন|
7 প্রভুই আমাদের ঈশ্বর| প্রভু সারা বিশ্বকে শাসন করেন|
8 ঈশ্বর তাঁর চুক্তি চিরদিন স্মরণে রাখেন এবং 1,000 প্রজন্ম ধরে, যে আজ্ঞাগুলি তিনি দিয়েছেন তা স্মরণে রাখেন|
9 অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বর একটা চুক্তি করেছিলেন| ইস্হাককে ঈশ্বর একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন|
10 তারপর তিনি যাকোবের জন্য বিধিরূপে দিলেন| ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বর চুক্তি করেছিলেন| এই চুক্তি চিরদিন ধরে চলবে!
11 ঈশ্বর বললেন, “আমি তোমাদের কনানের ভূখণ্ড দেব| সেই দেশটি তোমাদের হবে|”
12 যখন অব্রাহামের পরিবার ছোট ছিল, তখন ঈশ্বর এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন| সেই সময়, সেই দেশে তারা বিদেশী ছিল|
13 তারা এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো|
14 কিন্তু ঈশ্বর লোকদের ওদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে দেন নি| ঈশ্বর রাজাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন যে ওদের কোন ক্ষতি করা চলবে না|
15 ঈশ্বর বলেছিলেন, “আমার মনোনীত লোকদের আঘাত করো না| আমার ভাববাদীদের প্রতি অন্যায় করো না|”
16 ঈশ্বর সেই দেশে এক দুর্ভিক্ষ ঘটালেন| লোকজন আহারের জন্য খাবার পেল না|
17 কিন্তু, ঈশ্বর যোষেফ নামে একজনকে ওদের সামনে পাঠালেন| যোষেফকে একজন ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করা হয়েছিল|
18 ওরা একটি দড়ি যোষেফের পায়ে জড়িয়ে বেঁধে দিল| ওরা তার গলায় একটা লোহার রিং পরিয়ে দিল|
19 ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা যতদিন পর্যন্ত না প্রকৃতপক্ষে ঘটল, ততদিন যোষেফ ক্রীতদাসই ছিল| প্রভুর বার্তা প্রমাণ করেছিল যে যোষেফ নির্দোষ ছিল|
20 তাই মিশরের রাজা তাকে মুক্ত করে দিল| সেই জাতির নেতা তাকে কারাগারের বাইরে বের করে দিল|
21 সে তাকে নিজের বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিল| যোষেফও তার প্রভুর সমস্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করত|
22 যোষেফ অন্যান্য নেতাদের নির্দেশ দিয়েছিল| বৃদ্ধ লোকদেরও যোষেফ শেখাতো|
23 পরে ইস্রায়েল মিশরে এলো| যাকোব হামের দেশে থাকলো|
24 যাকোবের পরিবার বেশ বড় হয়ে গেল| ওদের শত্রুদের থেকে ওরা অনেক শক্তিশালী হয়ে গেল|
25 এই মিশরীয়রা যাকোবের পরিবারকে ঘৃণা করতে লাগল| ওরা ওদের ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল|
26 তাই ঈশ্বর তাঁর দাস মোশি এবং তাঁর নির্বাচিত যাজক হারোণকে পাঠিয়েছিলেন|
27 ঈশ্বর মোশি ও হারোণকে ব্যবহার করে হামের দেশে বহু অভাবনীয় কাজ করিয়েছিলেন|

28 ঈশ্বর নীরন্ধ্র অন্ধকার পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু মিশরীয়রা তবুও তাঁর কথা শুনতে অস্বীকার করল|

29 তাই ঈশ্বর জলকে রক্তে পরিণত করলেন এবং ওদের সব মাছ মারা গেল|

30 ওদের দেশ ব্যাঙে ভরে গিয়েছিল| রাজার শোবার ঘরে পর্যন্ত ব্যাঙ ঢুকে পড়েছিলো|

31 ঈশ্বর আজ্ঞা দিলেন, উকুন ও মাছিরা উড়ে এলো| তারা দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল!

32 ঈশ্বর বৃষ্টিকে শিলাবৃষ্টিতে পরিণত করলেন| সারা দেশে বিদ্যুত্পাত হল|

33 ঈশ্বর ওদের দ্রাক্ষালতা ও ডুমুর গাছ ধ্বংস করে দিলেন| ঈশ্বর ওদের দেশের সব গাছ ধ্বংস করে দিলেন|

34 ঈশ্বর আজ্ঞা দিলেন এবং গঙ্গাফড়িং ও পঙ্গপালরা এলো| ওদের সংখ্যা গণনারও অতীত|

35 ঝাঁকে ঝাঁকে গঙ্গাফড়িং ও পঙ্গপালরা দেশের সব গাছপালা ও দ্রাক্ষালতা, ডুমুর গাছগুলো খেয়ে শেষ করে দিল|

36 এরপর ঈশ্বর, দেশের প্রত্যেকটি প্রথমজাতকে হত্যা করলেন| ঈশ্বর সমস্ত জ্যেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করলেন|

37 তারপর ঈশ্বর মিশর থেকে তাঁর লোকদের বের করে নিয়ে এলেন| আসার সময় ওরা সঙ্গে করে সোনা রূপো নিয়ে এলো| ঈশ্বরের কোন লোকই হোঁচট খায় নি বা পড়ে যায় নি|

38 ঈশ্বরের লোকদের চলে যেতে দেখে মিশর ভীষণ খুশী হয়েছিলো, কেননা ওরা ঈশ্বরের লোকদের ভয় পেতো|

39 ঈশ্বর তাদের ওপর কম্বলের মত একটি মেঘ বিস্তৃত করে দিলেন| রাত্রে তাঁর লোকদের আলো দেখানোর জন্য, ঈশ্বর তাঁর অগ্নিস্তম্ভ ব্যবহার করলেন|

40 লোকরা খাদ্য চাইল এবং ঈশ্বর তাদের কাছে কোয়েল এনে দিলেন এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ঈশ্বর আকাশ থেকে তাদের রুটি দিলেন|

41 ঈশ্বর শিলাটিকে অর্ধেক করে ভাঙলেন এবং সেখান থেকে জল বেরিয়ে এলো| মরুভূমিতে একটা নদী বইতে শুরু করলো!

42 ঈশ্বর তাঁর পবিত্র প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করলেন| তাঁর দাস অব্রাহামের কাছে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি স্মরণ করলেন|

43 ঈশ্বর মিশর থেকে তাঁর নির্বাচিত লোকদের বের করে আনলেন| লোকজন মহা উল্লাস করতে করতে, আনন্দ গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে এলো!

44 তারপর ঈশ্বর তাদের সেই দেশ দিলেন যেখানে অন্যান্য লোকরা বাস করেছিলো, অন্যান্য লোকরা যার জন্য পরিশ্রম করেছিলো, ঈশ্বরের লোকরা সেই সব জিনিস পেলো|

45 কেন ঈশ্বর এই সব করলেন? যাতে তাঁর লোকরা তাঁর বিধি মান্য করে| যাতে তারা তাঁর শিক্ষামালাসমূহ সতর্কতার সঙ্গে পালন করে| প্রভুর প্রশংসা কর!

অধ্যায় 106

প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভুকে ধন্যবাদ দাও কারণ তিনি মঙ্গলময়! ঈশ্বরের প্রেম চিরন্তন!

2 ঈশ্বর যে প্রকৃতপক্ষে কত মহান তা কেউই বর্ণনা করে বলতে পারবে না| কোন ব্যক্তিই ঈশ্বরের যথেষ্ট প্রশংসা করতে পারে না|

3 যারা ঈশ্বরের নির্দেশ মানে তারা সুখী হয়| ওই সব লোক সর্বদাই ভালো কাজ করে|

4 হে প্রভু, যখন আপনি আপনার লোকদের দয়া করবেন, তখন আমার কথা স্মরণে রাখবেন| যখন আপনি আপনার লোকদের রক্ষা করবেন তখন আমায় মনে রাখতে ভুলে যাবেন না|

5 আপনার পছন্দ করা লোকদের জন্য আপনি যে সব ভালো কাজ করেন, আমাকেও তার অংশীদার হতে দিন| আপনার জাতির সঙ্গে আমাকেও আনন্দ করতে দিন| আপনার লোকদের সঙ্গে আমাকেও আপনার প্রশংসা করতে দিন|

6 যেমন ভাবে আমাদের পূর্বপুরুষরা পাপ করেছে, আমরাও তেমন ভাবেই পাপ করেছি| আমরা ভুল করেছি| আমরা গর্হিত কাজ করেছি!

7 হে প্রভু, মিশরে আপনি যে সব অলৌকিক কাজ করেছিলেন তা থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই শেখেনি| তারা আপনার ভালবাসা ও দয়া মনে রাখে নি| লোহিত সাগরের ধারে, আমাদের পূর্বপুরুষরা, আপনার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল|

8 কিন্তু তাঁর পবিত্র নামের মহিমার জন্য ঈশ্বর তাদের রক্ষা করেছিলেন| তাঁর মহত্ শক্তি প্রদর্শনের জন্য ঈশ্বর ওদের রক্ষা করেছিলেন|

9 ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং লোহিত সাগর শুকিয়ে গিয়েছিলো| শুকনো মরুভূমি দিয়ে চলার মত, তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের সমুদ্রের গভীরতার ভেতর দিয়ে ডাঙায় নিয়ে গিয়েছিলেন|

10 ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের শত্রুদের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছিলেন! তাদের শত্রুদের হাত থেকে ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করেছিলেন|

11 ঈশ্বর সমুদ্র দ্বারা ওদের শত্রুদের আবৃত করেছিলেন! ওদের একজন শত্রুও পালাতে পারে নি!

12 তারপর আমাদের পূর্বপুরুষরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন| তাঁরা তাঁর প্রশংসা করেছিলেন|

13 কিন্তু ঈশ্বর যা করেছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা খুব তাড়াতাড়ি তা ভুলে গিয়েছিলেন| তাঁরা ঈশ্বরের পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করেন নি|

14 আমাদের পূর্বপুরুষরা মরুভূমিতে ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন| উষর প্রান্তরে তাঁরা ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেছিলেন|

15 কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা যা চেয়েছিলেন, ঈশ্বর ওদের তাই দিয়েছিলেন| কিন্তু ঈশ্বর ওঁদের এক ভয়াবহ রোগও দিয়েছিলেন|

16 পবিত্র শিবিরে লোকরা বিশ্বস্ত রইল এবং মোশি ও হারোণের প্রতি তাদের উদ্যম দেখাল|

17 কিন্তু দাথন এবং অবীরামের গোষ্ঠীর দিকে মাটি দ্বিধাবিভক্ত হল, তাদের গিলে ফেলল এবং ঢেকে দিল|

18 তারপর এক আগুনের হল্কা সেই জনতাকে পুড়িয়ে দিলো| তারপর আগুন সেই সব দুষ্ট লোকদের পুড়িয়ে দিলো|

19 হোরেব পর্বতে তারা একটা সোনার বাছুর তৈরী করেছিল| তারা সেই মূর্ত্তিকে পূজো করেছিলো|

20 এই ভাবে তৃণগ্রাসী বলদ মূর্ত্তির সঙ্গে ওদের মহিমাময় ঈশ্বরের আদান-প্রদান করেছিলো!

21 ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্ষা করেছিলেন! কিন্তু তাঁরা তাঁকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন| মিশরে যে ঈশ্বর বিরাট অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তাঁকে তাঁরা ভুলে গেলেন|

22 হামের দেশে ঈশ্বর আশ্চর্য্য কার্য্য করেছিলেন| লোহিত সাগরের ধারে ঈশ্বর ভয়ঙ্কর কাজ করেছিলেন|

23 ঈশ্বর ওসব লোককে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন| কিন্তু মোশি, যাকে তিনি মনোনীত করেছিলেন তিনি ঈশ্বরকে নিরস্ত করেন| ঈশ্বর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু মোশি পথ রোধ করে দাঁড়ান তাই ঈশ্বর সেইসব লোকদের আর ধ্বংস করেন নি|

24 কিন্তু তারপর এই সব লোক কনানের চমৎকার রাজ্যে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে| ওরা বিশ্বাস করেনি যে, ওই দেশে (কনানে) বসবাসকারী মানুষদের পরাজিত করতে ঈশ্বর ওদের সাহায্য করবেন|

25 আমাদের পূর্বপুরুষরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ করতে তাঁবুর ভেতরে রয়ে গিয়েছিলেন| তাঁরা প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনতে অস্বীকার করেছিলেন|

26 তাই ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি করেছিলেন যে তাঁরা মরুভূমিতে মারা যাবেন|

27 ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি অন্য লোকদের তাদের উত্তরপুরুষদের পরাজিত করতে দেবেন| ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের তিনি বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন|

28 তারপর, বাল-পিয়োরে, ঈশ্বরের লোকরা বাল মূর্ত্তির পূজা করায় যোগ দিয়েছিলো| ঈশ্বরের লোকরা জংলী দলটিতে যোগ দিয়েছিলো এবং মৃত লোকের সম্মানে উৎসর্গ করা বলি আহার করেছিলো|

29 ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি তাদের ভীষণ অসুস্থ করে দিয়েছিলেন|

30 কিন্তু পীনহস ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলো এবং ঈশ্বর অসুস্থতা রদ করেছিলেন|

31 ঈশ্বর জানতেন যে পীনহস খুব ভালো একটা কাজ করেছিলো| ঈশ্বর সেটা চিরদিন, অনন্তকালের জন্য স্মরণে রাখবেন!

32 মরাবীর কাছে লোকজন প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হল| তারা মোশিকে দিয়ে কিছু কু-কাজ করালো|

33 কারণ ওই লোকরা মোশিকে ভীষণ বিমর্ষ করে তুললএবং সে কিছু চিন্তা-ভাবনা না করেই কথা বলল|

34 ঈশ্বর তাঁর লোকদের কনানে অন্য জাতিসমূহ যারা বাস করছিল তাদের ধ্বংস করে দিতে বললেন| কিন্তু ঈস্রায়েলের লোকরা ঈশ্বরের কথা মান্য করে নি!

35 তারা অন্য জাতিগুলোর সঙ্গে মেলামেশা করেছিল এবং তারা যা করত ওরা তাই করতে শিখেছিল|

36 ওই লোকগুলো ঈশ্বরের লোকদের জন্য ফাঁদের মতই ভয়ঙ্কর হল| ঈশ্বরের লোকরাও সেইসব মূর্ত্তিসমূহের পূজা করতে শুরু করলো যাদের ওরা পূজা করত|

37 এমনকি ঈশ্বরের লোকেরা তাদের সন্তানদের পর্য্যন্ত হত্যা করেছিলো এবং ওই দানবদের কাছে উৎসর্গ করেছিলো|

38 ঈশ্বরের লোকরা নিস্পাপ লোকদের হত্যা করেছিলো| ওরা ওদের নিজেদের সন্তানদেরও হত্যা করেছিলো এবং তাদের মূর্ত্তিসমূহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলো|

39 তাই অন্য লোকদের পাপে ঈশ্বরের লোকরা অপবিত্র হয়ে উঠেছিল| ঈশ্বরের লোকরা তাদের ঈশ্বরের কাছে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলো এবং অন্য লোকরা যা করতো ওরাও তাই করতে শুরু করেছিল|

40 ঈশ্বর তাঁর লোকজনের ওপরে চটে গেলেন| তাদের ব্যাপারে ঈশ্বর ক্লান্ত হয়ে গেলেন!

41 ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকেউ চায় নি এমন কিছুতে পরিবর্তন করে দিলেন| ঈশ্বর ওদের শত্রুদের দিয়ে ওদের শাসন করালেন|

42 ঈশ্বরের লোকদের শত্রুরা ওদের দাবিয়ে রাখলো এবং তাদের নিজেদের ক্ষমতার মধ্যে রাখলো|

43 ঈশ্বর তাদের বহুবার রক্ষা করেছিলেন কিন্তু তারা ঈশ্বরের উপদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল|অতএব, এই কারণে লোকদের সম্মানে খাটো করা হয়েছিল|

44 কিন্তু ঈশ্বরের লোকরা যখনই সমস্যায় পড়েছে ওরা সাহায্যের জন্য ঈশ্বরকে ডেকেছে এবং প্রত্যেকবারই ঈশ্বর ওদের প্রার্থনা শুনেছেন|

45 ঈশ্বর সর্বদাই তাঁর চুক্তির কথা স্মরণে রেখেছিলেন এবং তাঁর মহত্ প্রেম দিয়ে তিনি সর্বদাই ওদের স্বস্তি দিয়েছিলেন|

46 অন্য জাতিরা ওদের বন্দী হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলো| কিন্তু তাঁর লোকদের প্রতি ওদের সদয় করেন|

47 হে প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, আমাদের রক্ষা করুন! আমাদের অন্য সব জাতি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন যাতে আমরা আপনার পবিত্র নামের প্রশংসা করতে পারি এবং বন্দনা গান করে আপনাকে সম্মান করতে পারি|

48 ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বরের বন্দনা কর| ঈশ্বর চির বিরাজমান এবং তিনি চিরদিন বিরাজিত থাকবেন| সব লোকরা বলল, “আমেন! প্রভুর প্রশংসা কর!”

অধ্যায় 107

প্রভুকে ধন্যবাদ দাও, কেননা তিনি মঙ্গলময়| তাঁর প্রেম চিরন্তন!

2 প্রভু যাদের রক্ষা করেছেন, তারা প্রত্যেকে অবশ্যই এই একই কথাগুলি উচ্চারণ করবে| প্রভু ওদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন|

3 প্রভু বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর লোকদের জড় করেছেন| তাদের তিনি পূর্ব ও পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণ থেকে নিয়ে এসেছেন|

4 ওদের কেউ কেউ মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো| ওরা বাঁচার জন্য অন্য জায়গা খুঁজছিলো কিন্তু ওরা কোন শহর খুঁজে পাচ্ছিলো না|

5 ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ওরা ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়ছিলো|

6 তখন ওরা সাহায্যের জন্য প্রভুকে ডাকলো তাই তিনি ওদের বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন|

7 ঈশ্বর সোজা তাদের সেই শহরে নিয়ে গেলেন যেখানে তারা বাস করতে পারে|

8 প্রভুকে তাঁর প্রেমের জন্য এবং তাঁর আশ্চর্য্য কার্য্য, যা তিনি লোকদের জন্য করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ দাও|

9 ঈশ্বর তৃষিত আত্মার তৃষ্ণা নিবৃত্ত করেন; ঈশ্বর সুন্দর জিনিস দিয়ে ক্ষুধিত আত্মার সন্তুষ্টি করেন|

10 ঈশ্বরের কিছু লোক বন্দী ছিল, ওরা অন্ধকার গারদে বদ্ধ হয়েছিলো|

11 কেন? কারণ ঈশ্বর যা বলেছেন, ওরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো| তারা পরাত্পরের উপদেশসমূহ মান্য করতে অস্বীকার করেছিলো|

12 ওদের কুকর্মের জন্য ঈশ্বর ওদের জীবনকে কঠিনতর করে তুলেছিলেন| ওরা হোঁচট খেয়ে পড়লো কিন্তু ওদের সাহায্যের জন্য কেউ ছিল না|

13 ওরা সমস্যায় পড়েছিলো| তাই ওরা সাহায্যের জন্য প্রভুকে ডেকেছিলো এবং তিনি তাদের সমস্যাসমূহ থেকে বাঁচিয়েছিলেন|

14 ঈশ্বর ওদের অন্ধকার কারাগার থেকে বাইরে বের করে এনেছিলেন| যে দড়ি দিয়ে ওদের বেঁধে রাখা হয়েছিলো, ঈশ্বর তা ছিন্ন করেছিলেন|

15 প্রভুর প্রেমের জন্য এবং মানুষের জন্য তিনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দাও|

16 শত্রুদের পরাজিত করতে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করেন| ঈশ্বর ওদের পিতলের দরজা ভেঙে দিতে পারেন| ঈশ্বর ওদের ফটকের লোহা ভেঙে দিতে পারেন|

17 কিছু লোক ওদের পাপসমূহ ও অন্যায়গুলোকে, নিজেদের নির্বোধে পরিণত করতে দেয়| তারা তাদের পাপসমূহের

জন্য ভয়ঙ্কর ভাবে ভুগবে|

18 ওরা আহার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলো এবং প্রায় মারা গিয়েছিলো|

19 ওরা সমস্যায় পড়েছিলো, তাই ওরা প্রভুর কাছে সাহায্য চেয়েছিলো| এবং ওদের সমস্যা থেকে তিনি ওদের বাঁচিয়েছিলেন|

20 ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং ওদের সমস্যা মুক্ত করেছিলেন| তাই ওই লোকরা মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছিলো|

21 প্রভুকে তাঁর প্রেমের জন্য এবং লোকদের জন্য তিনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেন তার জন্য ধন্যবাদ দাও|

22 প্রভু যা কিছু করেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, প্রভুর কাছে বলি উৎসর্গ কর| প্রভু যা যা করেছেন তা আনন্দের সঙ্গে বল|

23 কিছু লোক নৌকা করে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলো, ওদের জীবিকা ওদের মহাসমুদ্রে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো|

24 ওই সব লোক দেখেছে প্রভু কি করতে পারেন| সমুদ্রে তিনি যে সব বিস্ময়কর কাজ করেছেন, তা ওরা দেখেছে|

25 ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং প্রবল বাতাস বইতে শুরু করেছিলো| ঢেউগুলো ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়েছিল|

26 ঢেউগুলো ওদের আকাশে তুলে দিচ্ছিলো এবং সমুদ্রের গভীরে নামিয়ে দিচ্ছিলো| সে এমন ভয়ঙ্কর ঝড় ছিলো যে ওরা সাহস হারিয়ে ফেলেছিলো|

27 ওরা টলমল করছিলো এবং নেশাগ্রস্তের মত বোধ করছিলো| নাবিক হিসেবে তাদের ক্ষমতা কোন কাজেই লাগেনি|

28 ওরা সমস্যায় পড়েছিলো তাই ওরা সাহায্যের জন্য প্রভুকে ডেকেছিলো এবং তিনি সমস্যাসমুহ থেকে ওদের রক্ষা করেছিলেন|

29 ঈশ্বর ঝড় থামিয়ে দিয়েছিলেন| তিনি সমুদ্রকে শান্ত করে দিয়েছিলেন|

30 সমুদ্র শান্ত দেখে নাবিকরা খুশী হয়েছিলো এবং তারা যেখানে যেতে চেয়েছিলো সেখানে ঈশ্বর তাদের নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছিলেন|

31 তাঁর প্রেমের জন্য এবং লোকদের জন্য তিনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেন, তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দাও|

32 বিরাট মহাসমাজের সামনে প্রভুর মহাসভায় প্রশংসা কর| প্রবীণ নেতারা যখন একত্রিত হবে তখন তাঁর প্রশংসা করো|

33 ঈশ্বর নদীগুলিকে মরুভূমিতে পরিণত করেছেন| ঈশ্বর ঝর্ণার প্রবাহ বন্ধ করেছেন|

34 উর্বর জমিকে ঈশ্বর পরিবর্তিত করেছেন এবং তা অকাজের নোনা জমিতে পরিণত হয়েছে| কেন কারণ সেই অঞ্চলে মন্দ লোকরা বসবাস করতো|

35 ঈশ্বর মরুভূমিকে পরিবর্তিত করলেন এবং তা জলময় সরোবরে পরিণত হল| শুকনো জমি থেকে ঈশ্বর প্রবাহের নিমিত্ত তৈরী করলেন|

36 ক্ষুধার্ত মানুষকে ঈশ্বর সেই দেশে নিয়ে এলেন এবং তারা বসবাসের জন্য শহর নির্মাণ করলো|

37 ওরা ওদের জমিতে বীজ বুনলো| ওরা জমিতে দ্রাক্ষালতা পুঁতলো এবং ওরা খুব ভাল ফসল পেলো|

38 ঈশ্বর ওদের আশীর্বাদ করলেন| ওদের পরিবার বেড়ে উঠতে লাগলো| ওদের বহুবিধ গৃহপালিত পশু হলো|

39 দুর্যোগ এবং সমস্যার জন্য ওদের পরিবারগুলো ছোট এবং দুর্বল ছিলো|

40 ঈশ্বর ওদের নেতাদের লজ্জিত ও বিব্রত করালেন| ঈশ্বর ওদের মরুভূমির সেই স্থানে ঘোরালেন যেখানে কোন রাস্তাই নেই|

41 কিন্তু ঈশ্বর তারপর ওই ভাগ্যহত লোকদের দূর্দশা থেকে উদ্ধার করলেন| এবং এখন ওদের পরিবার মেষের পালের মত বড় হয়েছে|

42 সত্ লোকরা এটা দেখে এবং তারা সুখী হয়| কিন্তু, মন্দ লোকরা এটা দেখে এবং তারা জানে না কি বলবে|

43 কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞানী হয় তবে সে এই সব গুলো স্মরণে রাখবে এবং সে হৃদয়ঙ্গম শুরু করবে, ঈশ্বরের প্রকৃত প্রেম কি|

অধ্যায় 108

ঈশ্বর, আমি প্রস্তুত, আমার সমস্ত হৃদয় ও আত্মা দিয়ে আপনার প্রশংসা গান করার জন্য আমি প্রস্তুত|
2 হে বীণা এবং অন্যান্য তন্ত্রবাদ্য, সূর্যকে জাগিয়ে দাও!
3 হে প্রভু, বিভিন্ন জাতির মধ্যে আমরা আপনার প্রশংসা করবো| অন্যান্য লোকদের মাঝে আমরা আপনার প্রশংসা করবো|
4 হে প্রভু, আপনার প্রেম আকাশের চেয়ে উঁচু| আপনার প্রেম উচ্চতম মেঘের চেয়েও উঁচুতে অবস্থিত|
5 হে ঈশ্বর, স্বর্গের ওপের উঠুন! সারা বিশ্বকে আপনার মহিমা দেখতে দিন|
6 হে ঈশ্বর, আপনার মিত্রদের রক্ষার জন্য এটা করুন| আমার প্রার্থনার উত্তর দিন এবং আপনার পরাক্রমী শক্তি ব্যবহার করুন|
7 ঈশ্বর তাঁর মন্দিরে বলেছেন, "আমি যুদ্ধে জয়ী হবো এবং জয় করে সুখী হবো! আমার লোকজনদের মধ্যে আমি এই ভূখণ্ড ভাগ করে দেবো| আমি ওদের শিখিম উপত্যকা দেবো| আমি ওদের সুক্কোত উপত্যকা দেবো|
8 গিলিয়দ ও মনঃশিও আমার থাকবে| ইফ্রযিম আমার শিরস্ত্রাণ হবে| যিহূদা হবে আমার বিচারদণ্ড|
9 মোযাব আমার পা ধোযার পাত্র হবে| ইদোম হবে আমার পাদুকাবাহক দাস| আমি পলেষ্টীয়দের পরাজিত করবো এবং জয়ধ্বনি দেবো|"
10 কে আমাকে শত্রুর দুর্গে নেতৃত্ব দেবে? কে আমাকে ইদোমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেতৃত্ব দেবে?
11 ঈশ্বর একমাত্র আপনিই আমাদের সাহায্য করতে পারেন| কিন্তু আপনি আমাদের ত্যাগ করেছেন! আপনি আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে যান নি!
12 ঈশ্বর আমাদের শত্রুদের পরাজিত করতে আমাদের সাহায্য করুন! লোকেরা আমাদের সাহায্য করতে পারবে না!
13 একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের শক্তিশালী করে তুলতে পারেন| ঈশ্বরই আমাদের শত্রুদের পরাজিত করতে পারেন!

অধ্যায় 109

ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শোনা থেকে বিরত হবেন না!
2 দুষ্ট লোকরা আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলছে| যা সত্য নয় ওরা তাই বলছে|
3 লোকেরা আমার সম্পর্কে অপ্রীতিকর কথাবার্তা বলছে| অকারণে লোকরা আমায় আক্রমণ করছে|
4 আমি ওদের ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু ওরা আমায় ঘৃণা করে| তাই ঈশ্বর, এখন আমি আপনার কাছে শরণাগত|
5 আমি ওইসব লোকেরা জন্য ভাল কাজই করেছিলাম কিন্তু ওরা আমার প্রতি মন্দই করেছে| আমি ওদের ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু ওরা আমায় ঘৃণা করেছে|
6 আমার শত্রু যে মন্দ কাজ করেছে তার জন্য ওকে শাস্তি দিন| একজন লোককে খুঁজে বের করুন যে প্রমাণ দেবে ও ভুল করেছে|
7 বিচারককে এই সিদ্ধান্ত নিতে দিন যে আমার শত্রু ভুল করেছে এবং সে দোষী| আমার শত্রুরা যা যা বলে তা যেন ওর পক্ষে অহিতকরই হয়|
8 আমার শত্রুর শীঘ্রই মৃত্যু হোক| অন্য লোকরা তার স্থান নিক|
9 আমার শত্রুর সন্তানদের অনাথ এবং তার স্ত্রীকে বিধবা করে দিন|
10 ওরা যেন ঘর বাড়ী হারিয়ে ভিখারী হয়ে যায়|
11 আমার শত্রু যার কাছে ঋণী সে যেন ওর সব কিছু নিয়ে নেয়| আমার শত্রু যে সব জিনিসের জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছিল, সেগুলো কোন আগন্তুক এসে নিয়ে যাক|
12 কামনা করি, কোন লোক যেন আমার শত্রুর প্রতি সদয় না হয়| কামনা করি, কোন লোক যেন ওর ছেলেদের প্রতি ক্ষমা না দেখায়|
13 আমার শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিন| পরবর্তী প্রজন্ম যেন সব কিছু থেকে ওর নাম মুছে দেয়|
14 প্রভু যেন আমার শত্রুর পূর্বপুরুষদের পাপ সম্পর্কে অবগত হোন| ওর মায়ের পাপও যেন কখনও ধুয়ে না যায়|
15 আমি আশাকরি প্রভু চিরদিন ওই সব পাপগুলো স্মরণে রাখবেন| এবং আমি আশা করি, আমার শত্রুকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে তিনি লোকদের বাধ্য করবেন|
16 কেন? কারণ ওই মন্দ লোকটা কোনদিন কোন ভালো কাজ করে নি| সে কোনদিন কাউকে ভালোবাসে নি| দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জীবনকে সে কঠিন করে তুলেছিলো|

17 ওই লোকটা সর্বদাই অন্যদের অভিশাপ দিতে ভালবাসত| তাই ওর ক্ষেত্রেই ওই সব মন্দ বিষয় ফলতে দিন| ওই মন্দ লোকটা কোনদিন চায় নি, অন্য কারো ভালো হোক| তাই ওর ভালো হতে দেবেন না|

18 অভিশাপ যেন ওর বস্ত্র হয়| অভিশাপ যেন ওর তৃষ্ণার জল হয়, অভিশাপগুলো যেন ওর দেহে মাখা তেল হয়|

19 দুষ্ট লোকে যে পোশাক পরে অভিশাপগুলো যেন সেই পোশাকসমূহ হয় এবং অভিশাপই যেন ওদের কোমরবন্ধ হয়|

20 আমার শত্রুর প্রতি প্রভু যেন এসব করেন| যারা আমায় খুন করতে চায় তাদের প্রতি প্রভু যেন এসব করেন|

21 প্রভু, আপনি আমার সদাপ্রভু| তাই আমার প্রতি এমন ব্যবহার করুন যা আপনার নামের মর্যাদা এনে দেবে| আপনার প্রেম খুব মহান, তাই আমার রক্ষা করুন|

22 আমি নিছক একজন অসহায় দরিদ্র মানুষ| প্রকৃতই আমি ভগ্ন হৃদয়ের এক দুঃখী মানুষ|

23 আমি এমন অনুভব করি যেন, বেলা শেষের লম্বা ছায়ার মত আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে| আমি নিজেকে অগ্রাহ্য করা ছারপোকার মত মনে করি|

24 ক্ষুধার কারণে আমার হাঁটু দুটো দুর্বল| ওজন কমে গিয়ে আমি ক্রমশঃই রোগা হয়ে যাচ্ছি|

25 মন্দ লোকরা আমায় অপমান করে| আমার দিকে তাকিয়ে ওরা মাথা নাড়ায়|

26 প্রভু আমার ঈশ্বর, আমায় সাহায্য করুন| আপনার প্রকৃত প্রেম প্রদর্শন করুন এবং আমায় উদ্ধার করুন!

27 তখন ওই লোকরা জানতে পারবে যে আপনি আমায় সাহায্য করেছিলেন| ওরা জানতে পারবে যে আপনার শক্তিই আমাকে সাহায্য করেছিলো|

28 ওই মন্দ লোকরা আমায় অভিশাপ দেয়| কিন্তু আপনি আমায় আশীর্বাদ করতে পারেন প্রভু| ওরা আমায় আক্রমণ করেছে, তাই ওদের পরাজিত করুন| তাহলে আপনার দাস, আমি সুখী হব|

29 আমার শত্রুদের বিব্রত করে দিন! ওদের বস্ত্রাবরণ হিসেবে ওরা যেন ওদের লজ্জাই পরিধান করে|

30 আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিই| বহু লোকদের সামনে আমি তাঁর প্রশংসা করি|

31 কেন? কারণ অসহায় লোকদের পাশে প্রভু দাঁড়ান| ওকে যারা মৃত্যুদণ্ড দিতে চায়, তাদের থেকে ঈশ্বর ওরে রক্ষা করেন|

অধ্যায় 110

প্রভু আমার মনিবকে বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার শত্রুকে তোমার অধীনে না এনে দিই ততক্ষণ আমার ডান দিকে বস|"

2 প্রভু তোমার রাজ্য বাড়াতে সাহায্য করবেন| তোমার রাজ্য সিয়োনে শুরু হবে যতদিন পর্যন্ত তুমি তোমার শত্রুদের তাদের নিজেদের রাজ্যে শাসন করবে, ততদিন তা বাড়তে থাকবে|

3 যখন আপনি আপনার সৈন্যদের একত্রিত করবেন, তখন আপনার লোকরা স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে যোগ দেবে| ওরা ওদের বিশেষ পোশাক পরে অতি প্রত্যুষে মিলিত হবে| জমিতে পড়া শিশির কণার মত ওই তরুণরা আপনার চারদিকে থাকবে|

4 প্রভু একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করবেন না| "তুমি চিরদিনের জন্য একজন যাজক, একটি বিশিষ্ট রীতির যাজকের মত, যেমন মল্কীষেদক ছিল সেইরকম|"

5 আমার প্রভু আপনার ডান দিকে রয়েছে| যখন তিনি ক্রুদ্ধ হন তখন তিনি অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করেন|

6 ঈশ্বর জাতি সকলের বিচার করবেন| জমিটি মৃতদেহে ঢেকে যাবে এবং ঈশ্বর শক্তিশালী জাতির নেতাদের শাস্তি দেবেন|

7 রাস্তার ধারের ঝর্ণা থেকে রাজাকে জল পান করতে হবে| তারপর সে বিজয়ী হয়ে তার মাথা তুলবে!

অধ্যায় 111

প্রভুর প্রশংসা কর! যেখানে সত্ লোকেরা জমায়েত হয়, সেই মণ্ডলীতে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রভুকে ধন্যবাদ দিই|

2 প্রভু বিস্ময়কর কাজকর্ম করেন| ঈশ্বরের কাছ থেকে যে সব ভালো জিনিস আসে লোকরা তা চায়|

3 ঈশ্বর প্রকৃতই বিস্ময়কর এবং মহিমময় কার্য্য করেন| তাঁর ধার্মিকতা চিরদিনই বিরাজ করে|
4 ঈশ্বর, আশ্চর্য্য কার্য্য করেন যাতে আমরা মনে রাখি যে প্রভু সত্যিই দয়াময় ও ক্ষমাশীল|
5 ঈশ্বর, তাঁর অনুগামীদের আহার দেন| ঈশ্বর চিরদিন তাঁর চুক্তি স্মরণে রাখেন|
6 ঈশ্বর যে সব শক্তিশালী জিনিসগুলি করেছেন তা তাঁর লোকজনের কাছে প্রমাণ করেছে যে তিনি অন্য জাতিসমূহের অধিকারভুক্ত দেশ তাদের দিয়েছিলেন|
7 ঈশ্বর যা কিছু করেন সবই সুন্দর ও যথাযথ| তাঁর সব আজ্ঞাকেই নির্ভর করা চলে|
8 ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ চিরদিন বজায় থাকবে| যে কারণে ঈশ্বর আজ্ঞাগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি ছিল সত্ ও আন্তরিক|
9 তাঁর লোকেদের উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর কাউকে পাঠিয়েছিলেন| ঈশ্বর তাদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন তা চিরদিন বজায় থাকবে| ঈশ্বরের নাম ভয়ঙ্কর এবং পবিত্র|
10 ঈশ্বরের প্রতি ভয় এবং শ্রদ্ধা থেকেই প্রজ্ঞার সূত্রপাত হয়| যারা ঈশ্বরকে মান্য করে তারা খুব বিচক্ষণ| চিরদিন ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসাগীত গাওয়া হবে|

অধ্যায় 112

প্রভুর প্রশংসা কর! সেই ব্যক্তি যে প্রভুকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে সে খুব সুখী হবে| সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞা পছন্দ করে|
2 তার উত্তরপুরুষরা এই পৃথিবীতে মহত্ হবে| সত্ লোকদের উত্তরপুরুষরা সত্যিকারের ধন্য হবে|
3 সেই ব্যক্তির পরিবার প্রচণ্ড ধনী হবে এবং তার ধার্মিকতা চিরদিন বজায় থাকবে|
4 সত্ লোকদের কাছে ঈশ্বর অন্ধকারে প্রতিভাত একটি আলোর মত| ঈশ্বর দয়াময়, ক্ষমাশীল এবং ভালো|
5 একজন ব্যক্তির পক্ষে দয়ালু এবং উদার হওয়া ভালো| একজন ব্যক্তির পক্ষে তার কর্মে সত্ থাকা ভালো|
6 সেই ব্যক্তির কোনদিন পতন হবে না| একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে চিরদিন স্মরণ করা হবে|
7 সে দুঃসংবাদে ভীত হবে না| সে তার নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় কেননা সে প্রভুতে আস্থা রাখে|
8 সেই ব্যক্তি নিজের বিশ্বাসে দৃঢ়| সে কখনও ভয় পাবে না| সে তার শত্রুদের পরাজিত করবে|
9 সেই ব্যক্তি দরিদ্রদের মুক্তহস্তে দান করে এবং তার ধার্মিকতা চিরদিন বজায় থাকবে| সে বিরাট সম্মান পাবে|
10 দুষ্ট লোকরা এই সব দেখে রেগে যায়| ওরা রাগে দাঁত কড়মড় করতে থাকে কিন্তু তারপর ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়| যা সব থেকে বেশী করে দুষ্ট লোকরা চায় তা ওরা পাবে না|

অধ্যায় 113

প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভুর দাসরা, তাঁর প্রশংসা কর! প্রভুর নামের প্রশংসা কর|
2 প্রভুর নাম এখনকার জন্য এবং চিরকালের জন্য ধন্য হোক|
3 যেখানে পূর্বদিকে সূর্য্যোদয় হয় সেখান থেকে শুরু করে পশ্চিমে যেখানে সূর্য অস্ত যায় সেখান পর্য্যন্ত প্রভুর নামের প্রশংসা হোক|
4 প্রভু, সমস্ত জাতিগুলির উর্দ্ধে| তাঁর মহিমা আকাশ পর্য্যন্ত যায়|
5 কোন ব্যক্তিই আমাদের প্রভু ঈশ্বরের মত নয়| ঈশ্বর স্বর্গের উঁচু আসনে বসেন|
6 ঈশ্বর আমাদের থেকে এত উঁচুতে আছেন যে আকাশ ও পৃথিবীকে দেখতে হলে তাঁকে নীচের দিকে তাকাতে হয়|
7 ঈশ্বর দরিদ্র লোকদের ধূলো থেকে ওপরে তোলেন| আস্তাকুঁড় থেকে ঈশ্বর ভিখারীদের তুলে আনেন|
8 এবং সেই সব লোকদের ঈশ্বর খুব গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন| ঈশ্বর তাদের লোকদের ওপর নেতৃত্ব করবার জন্য উচ্চ স্থানগুলি দেন|
9 একজন নারীর কোন সন্তান না থাকতে পারে| কিন্তু ঈশ্বর তাকে সন্তান দেন ও সুখী করেন| প্রভুর প্রশংসা কর!

অধ্যায় 114

ইস্রায়েল মিশর ত্যাগ করলো| যাকোব সেই বিদেশ ত্যাগ করলো|
2 যিহূদা ঈশ্বরের বিশেষ মানুষ হলো| ইস্রায়েল তাঁর রাজত্ব হলো|
3 এই দেখে লোহিতসাগর দৌড়ে পালিয়েছিলো| যর্দন নদীও ঘুরে দৌড় দিয়েছিলো|
4 পর্বতগুলো বুনো ছাগলের মত নেচে উঠেছিলো| পাহাড়গুলো মেষর মত নেচে উঠেছিলো|
5 লোহিতসাগর কেন তুমি ছুটে পালালে? যর্দন নদী কেন তুমি ঘুরে দৌড় দিলে?
6 পর্বতমালা কেন তোমরা বুনো ছাগলের মত নাচলে? পাহাড় সকল, কেন তোমরা মেষশাবকের মত নাচলে?
7 যাকোবের প্রভু, ঈশ্বরের সামনে, পৃথিবী কেঁপে গিয়েছিলো|
8 ঈশ্বর হলেন এমন একজন, যিনি পাথর থেকে জলকে প্রবাহিত করান| ঈশ্বর শক্ত পাথর থেকে একটি জলধারা প্রবাহিত করেছিলেন|

অধ্যায় 115

হে প্রভু, আমাদের কোন সম্মান পাওয়া উচিত্ নয়| সব সম্মানই আপনার| আপনার প্রেমের জন্য আমরা আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি| এই জন্য সকল সম্মান আপনার|
2 অন্য জাতির লোকরা কি করে বলতে পারে, “কোথায় তোমাদের ঈশ্বর?”
3 ঈশ্বর স্বর্গে রয়েছেন এবং তিনি যা চান তাই করতে পারেন|
4 অন্যান্য জাতির “দেবতারা” শুধুই সোনা ও রূপার তৈরী মূর্তি মাত্র| ওরা কিছু মানুষের তৈরী মূর্তি মাত্র|
5 ওই মূর্তিদের মুখ আছে কিন্তু কথা বলতে পারে না| ওদের চোখ আছে কিন্তু দেখতে পায় না|
6 ওদের কান আছে কিন্তু শুনতে পায় না| ওদের নাক আছে কিন্তু ঘ্রাণ নিতে পারে না|
7 ওদের হাত আছে কিন্তু অনুভব করতে পারে না| ওদের পা আছে কিন্তু চলতে পারে না এবং ওদের কণ্ঠ থেকে কোন স্বর আসে না|
8 যে সব লোকরা মূর্তিগুলি তৈরী করে এবং তাতে তাদের আস্থা রাখে, তারা কি ওই সব মূর্তিগুলোর মত হয়ে যাবে?
9 হে ইস্রায়েলের লোকরা, প্রভুকে বিশ্বাস কর! প্রভু ওদের রক্ষক এবং তিনি তাদের সাহায্য করেন|
10 হারোণের পরিবার প্রভুকে বিশ্বাস কর! প্রভু ওদের রক্ষক এবং তিনি তাদের সাহায্য করেন|
11 প্রভুর অনুগামীরা, প্রভুকে বিশ্বাস কর! প্রভু ওদের রক্ষক এবং তিনি তাদের সাহায্য করেন|
12 প্রভু আমাদের স্মরণে রাখবেন এবং আমাদের আশীর্বাদ করবেন| প্রভু ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ করবেন| প্রভু হারোণের পরিবারকে আশীর্বাদ করবেন|
13 প্রভু তাঁর সমস্ত অনুগামীদের আশীর্বাদ করবেন| দীন থেকে মহত্তম পর্যন্ত সকলকেই সমানভাবে আশীর্বাদ করবেন|
14 প্রভু, তোমাকে এবং তোমার সন্তানদের অনেক অনেক আশীর্বাদ দিন|
15 প্রভুই স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রভু তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছেন!
16 স্বর্গ ঈশ্বরের কিন্তু মানুষকে তিনি পৃথিবী দিয়েছেন|
17 মৃত লোকেরা ঈশ্বরের প্রশংসা করে না| মৃত লোকেরা, যারা কবরে রয়েছে তারা প্রভুর প্রশংসা করে না|
18 কিন্তু আমরা এখন প্রভুর ধন্যবাদ করছি এবং চিরদিন আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দেবো| প্রভুর প্রশংসা কর!

অধ্যায় 116

প্রভু যখন আমার প্রার্থনা শোনেন, তখন আমার ভালো লাগে|
2 আমি যখন সাহায্যের জন্য ডাকি তখন তিনি আমার কথা শুনলে আমার ভালো লাগে|
3 আমি প্রায় মৃত হয়ে গিয়েছিলাম! আমার চার দিকে মৃত্যুর দড়িগুলো জড়ানো ছিল| কবর আমার ওপর ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে| আমি সংকটযুক্ত ও দুঃখিত হলাম|
4 তখন আমি প্রভুর নামকে আমন্ত্রণ করলাম| আমি বলেছিলাম “প্রভু, আমায় রক্ষা করুন!”
5 প্রভু মঙ্গলময় এবং করুণাময়| ঈশ্বর দয়াময়|
6 প্রভু অসহায় মানুষের যত্ন নেন| আমি সহায়হীন ছিলাম, প্রভু আমায় রক্ষা করেছেন|

7 হে আমার আত্মা, তোমার বিশ্রামের স্থানে ফিরে এস! প্রভু তোমার সম্পর্কে যত্ন নেবেন|
8 হে ঈশ্বর, আপনি আমার আত্মাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন এবং আপনি আমার অশ্রু নিবারণ করেছেন| আপনি আমায় পতন থেকে রক্ষা করেছেন|
9 জীবিতদের রাজ্যে, আমি প্রভুর সেবা অব্যাহত রাখব|
10 যখন আমি বলেছি, "আমি ধ্বংস হয়ে গেছি" তখনও আমি বিশ্বাস করে চলেছি|
11 হ্যাঁ, যখন আমি বিমর্ষ ছিলাম, তখন বলেছিলাম, "সব লোকই মিথ্যাবাদী|"
12 আমি প্রভুকে কি আর দিতে পারি? আমার যা কিছু আছে সবই প্রভু দিয়েছেন!
13 তিনি আমায় রক্ষা করেছেন, তাই আমি তাঁকে পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করবো| আমি প্রভুর নাম আমন্ত্রণ করবো|
14 যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, প্রভুকে আমি তা দেবো| আমি এখন তাঁর সকল লোকের সামনে যাবো|
15 প্রভুর অনুগামীদের একজনের মৃত্যু প্রভুর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ| প্রভু, আমি আপনার একজন দাস!
16 আমি আপনার দাস, আমি আপনারই এক দাসীর সন্তান| প্রভু, আপনিই আমার প্রথম শিক্ষক ছিলেন!
17 আমি আপনাকে ধন্যবাদ উৎসর্গ করবো| আমি প্রভুর নাম স্মরণ করবো|
18 যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি প্রভুকে আমি তা দেবো| আমি এখন তাঁর সকল লোকের সামনে যাবো|
19 আমি জেরুশালেমের মন্দিরে যাবো| প্রভুর প্রশংসা কর|

অধ্যায় 117

তোমরা জাতিসকল, প্রভুর প্রশংসা কর| তোমরা সব লোকেরা, প্রভুর প্রশংসা কর|
2 প্রভু আমাদের খুব ভালোবাসেন! এবং প্রভু চিরদিনই আমাদের প্রতি সত্ থাকবেন| প্রভুর প্রশংসা কর!

অধ্যায় 118

প্রভুকে সম্মান কর, কারণ তিনিই ঈশ্বর| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির প্রবহমান থাকে!
2 ইস্রায়েল এই কথা বল, "তাঁর প্রকৃত প্রেম চির প্রবহমান থাকে!"
3 যাজকরা তোমরা বল, "তাঁর প্রকৃত প্রেম চির প্রবহমান থাকে!"
4 তোমরা লোকেরা যারা প্রভুকে উপাসনা কর, তোমরা বলো, "তাঁর প্রকৃত প্রেম চির প্রবহমান থাকে!"
5 আমি সমস্যায় পড়েছিলাম তাই সাহায্যের জন্য আমি প্রভুকে ডেকেছিলাম| প্রভু আমায় উত্তর দিয়েছেন এবং আমায় মুক্ত করেছেন|
6 আমার সঙ্গে প্রভু আছেন, তাই আমি ভয় পাবো না| লোকেরা আমাকে আহত করার জন্য কিছু করতে পারে না|
7 প্রভুই আমার সহায়| আমি আমার শত্রুদের পরাজিত দেখবো|
8 মানুষকে বিশ্বাস করার থেকে প্রভুকে বিশ্বাস করা অনেক ভালো|
9 তোমাদের নেতাদের বিশ্বাস করা থেকে প্রভুকে বিশ্বাস করা অনেক ভালো|
10 বহু শত্রু আমাকে ঘিরে ধরেছিল| কিন্তু প্রভুর শক্তির দ্বারা আমি আমার শত্রুদের পরাজিত করেছি|
11 আমার শত্রুরা ক্রমাগত আমায় ঘিরেই যাচ্ছিল| প্রভুর শক্তির সাহায্যে আমি ওদের পরাজিত করেছি|
12 ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছির মত শত্রুরা আমায় ঘিরে ধরেছিলো| কিন্তু দ্রুত জ্বলনশীল ঝোপের মত ওরা শেষ হয়ে গিয়েছিলো| প্রভুর শক্তি দিয়ে আমি ওদের পরাজিত করেছি|
13 আমার শত্রুরা আমায় আক্রমণ করেছিলো এবং আমাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিলো| কিন্তু প্রভু আমায় সাহায্য করেছিলেন|
14 প্রভুই আমার শক্তি এবং আমার জয়গান! প্রভু আমায় রক্ষা করেন!
15 ধার্মিক লোকেদের বাড়ীতে তুমি এই বিজয় উৎসব শুনতে পাবে| প্রভু আবার তাঁর মহান শক্তি প্রদর্শন করলেন|
16 প্রভুর বাহুগুলি জয়ে উত্তোলিত| তিনি আবার একবার তাঁর মহান শক্তি দেখালেন|
17 আমি মরবো না, আমি বেঁচে থাকবো এবং প্রভু কি করেছেন তা আমি বলবো|
18 প্রভু আমায় শাস্তি দিয়েছেন, কিন্তু তিনি আমায় মরতে দেন নি|

19 ন্যায়ের সিংহদ্বারগুলি আমার জন্য খুলে যাও, আমি প্রভুর উপাসনা করতে ভেতরে আসবো|
20 ওইগুলো প্রভুর দ্বার| একমাত্র ধার্মিক লোকরাই ওর মধ্যে দিয়ে যেতে পারে|
21 হে প্রভু, আমার প্রার্থনার উত্তর দেওয়ার জন্য এবং আমাকে রক্ষা করবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই|
22 যে পাথরটিকে স্থপতিরা চায় নি, সেটাই হয়ে গেল মুখ্য প্রস্তর|
23 প্রভু এটি করেছেন এবং এটি দেখতে অদ্ভুত লাগছে!
24 আজকের দিন সেই দিন যা প্রভু সৃষ্টি করেছেন| আজ আমাদের আনন্দ করতে দিন, সুখী হতে দিন|
25 লোকেরা বললো, "প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভু আমাদের রক্ষা করেছেন!"
26 সেই লোকটিকে স্বাগত জানাও, যে প্রভুর নাম নিয়ে আসছে|" যাজকরা উত্তর দিয়েছিলো, "আমরা তোমাকে প্রভুর গৃহে স্বাগত জানাই!"
27 প্রভুই ঈশ্বর এবং তিনি আমাদের গ্রহণ করেন| বলির জন্য একটা মেষ বাঁধ এবং সেটাকে বেদীর কোণে নিয়ে চল|"
28 প্রভু, আপনিই আমার ঈশ্বর, আপনাকে ধন্যবাদ দিই| আমি আপনার প্রশংসা করি!
29 প্রভুর প্রশংসা কর! কারণ তিনি মঙ্গলময়| তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরন্তন|

অধ্যায় 119

সেই সব লোক যারা সত্ ও শুদ্ধ জীবনযাপন করে তারা সুখী| ওই সব লোক প্রভুর শিক্ষামালাকে অনুসরণ করে|
2 যারা প্রভুর চুক্তি মানে তারা সুখী| তারা সর্বান্তঃকরণ দিয়ে প্রভুকে মানে|
3 ওই সব লোক কোন মন্দ কাজ করে না| ওরা প্রভুকে মানে|
4 প্রভু, আপনি আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন এবং আপনি আমাদের ওই আজ্ঞাসমূহ পুরোপুরি মানতে বলেছেন|
5 প্রভু, সবসময় আমি যদি আপনার বিধি মানি,
6 তাহলে আমি যখন আপনার আদেশগুলি নিয়ে চিন্তা করব তখন আমি লজ্জিত হবো না|
7 তাহলে আমি প্রকৃতই আপনাকে সম্মান করতে পারবো, যখন আমি আপনার ন্যায্য বিধিগুলি সমীক্ষা করব|
8 প্রভু আমি আপনার আজ্ঞাগুলো পালন করবো তাই আমাকে ছেড়ে যাবেন না!
9 একজন যুবক কি করে শুদ্ধ জীবনযাপন করবে? আপনার আদেশসমুহ মেনে সে এরকম করতে পারবে|
10 সমগ্র অন্তর দিয়ে আমি প্রভুর সেবা করতে চেষ্টা করি| ঈশ্বর, আপনার আজ্ঞা মানতে আমায় সাহায্য করুন|
11 আপনার শিক্ষামালা আমি যত্ন করে অনুধাবন করি, যাতে আমি আপনার বিরুদ্ধে পাপ না করি|
12 হে প্রভু, আপনি ধন্য| আপনার বিধিসমূহ আমায় শেখান|
13 আমি আপনার সব প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তের কথা বলবো|
14 আমি যে কোন জিনিসের চেয়ে আপনার চুক্তিসমুহ জানতে বেশী উপভোগ করি|
15 আমি আপনার নিয়মের আলোচনা করি| আমি আপনার জীবনধারা অনুসরণ করি|
16 আমি আপনার বিধিসমুহ উপভোগ করি| আপনার বাক্য আমি ভুলবো না|
17 আপনার দাস, এই যে আমি আমার প্রতি ভাল ব্যবহার করুন, যাতে আমি বেঁচে থাকতে পারি এবং আপনার আজ্ঞাসমুহ মানতে পারি|
18 প্রভু আমার চোখ খুলে দিন| আমাকে আপনার শিক্ষাসমুহ দেখতে দিন এবং যেসব আশ্চর্য্য কার্য্য আপনি করেছেন তা পাঠ করতে দিন|
19 প্রভু, এই দেশে আমি একজন বিদেশী| আমার কাছ থেকে আপনার শিক্ষাকে আড়াল করে রাখবেন না|
20 সব সময়েই আমি আপনার সিদ্ধান্তগুলো অনুধাবন করতে চাই|
21 প্রভু, আপনি অহঙ্কারী লোকদের সমালোচনা করেন| যারা আপনার আদেশগুলি মানতে অস্বীকার করে, তাদের ভাগ্যে মন্দ কিছু ঘটবে|
22 আমাকে লজ্জিত এবং বিব্রত করবেন না| আমি আপনার চুক্তি পালন করেছি|
23 নেতারা পর্য্যন্ত আমার সম্পর্কে মন্দ কথা বলেছে| কিন্তু প্রভু, আমি, আপনার দাস এবং আমি আপনার বিধিসমূহ অনুধাবন করি|
24 আপনার চুক্তি আমার নিকট বন্ধু| ওটি আমাকে ভালো উপদেশ দেয়|

25 আমি খুব শীঘ্রই মারা যাবো| প্রভু আপনি আজ্ঞা দিন এবং আমাকে বাঁচতে দিন|

26 আমার জীবন সম্পর্কে আমি আপনাকে বলেছি এবং আপনি আমায় উত্তর দিয়েছেন| এখন আমাকে আপনার বিধি সম্পর্কে শিক্ষা দিন|

27 প্রভু আপনার বিধি বুঝতে আমায় সাহায্য করুন| যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য আপনি করেছেন তা আমায় বলতে দিন|

28 আমি দুঃখী এবং শ্রান্ত| আপনি আজ্ঞা করুন এবং আমি আবার শক্তিশালী হয়ে উঠবো|

29 হে প্রভু, আমাকে ওই প্রবঞ্চনাময় জীবন থেকে দূরে রাখুন| আপনার শিক্ষামালা দিয়ে আমায় পরিচালিত করুন|

30 হে প্রভু, আমি আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে স্থির করেছি| অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে আমি আপনার প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তসমূহ অনুধাবন করি|

31 হে প্রভু, আপনার চুক্তিতে আমি নিশ্চল থাকবো| অতএব আমাকে হতাশ করবেন না|

32 আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার আজ্ঞাগুলো মানবো| প্রভু আপনার আজ্ঞাগুলো আমায় সুখী করে|

33 প্রভু, আমাকে আপনার বিধি শিক্ষা দিন, আমি সেগুলো মেনে চলবো|

34 আমাকে বুঝতে সাহায্য করুন, আমি আপনার শিক্ষামালাগুলো মানবো. আমি সম্পূর্ণভাবে সেগুলো পালন করবো|

35 হে প্রভু, আপনার আজ্ঞাসমুহের পথে আমায় পরিচালিত করুন| জীবনের সেই পথ আমি সত্যিই ভালোবাসি|

36 কি করে ধনী হওয়া যায় সেই চিন্তার থেকে, আপনার চুক্তি সম্পর্কে চিন্তা করতে আমায় সাহায্য করুন|

37 প্রভু, অসার বিষয়ের দিকে আমাকে তাকাতে দেবেন না| আপনার পথে বাঁচতে আমায় সাহায্য করুন|

38 আপনার দাসের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করুন, যার ফলে লোকরা আপনাকে শ্রদ্ধা করে|

39 যে লজ্জাকে আমি ভয় পাই তা আপনি নিরসন করুন| আপনার সিদ্ধান্তগুলি জ্ঞানগর্ভ এবং ভালো|

40 দেখুন আমি আপনার আজ্ঞাগুলো ভালোবাসি| আমার প্রতি ভালো ব্যবহার করুন এবং আমায় বাঁচতে দিন|

41 প্রভু, আমার প্রতি আপনার প্রকৃত প্রেম প্রদর্শন করুন| আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমায় রক্ষা করুন|

42 তাহলে যে লোকরা আমায় অপমান করেছে তাদের জন্য আমি একটা উত্তর খুঁজে পাবো| প্রভু আপনি যা বলেন প্রকৃতই আমি তা বিশ্বাস করি|

43 আপনার সত্য শিক্ষা সম্পর্কে আমাকে সর্বদাই বলতে দিন| প্রভু, আমি আপনার প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করি|

44 প্রভু, আমি চিরদিন আপনার শিক্ষামালাগুলো অনুসরণ করবো|

45 তাহলে আমি মুক্ত হবো| কেন? কারণ আপনার বিধি পালন করতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি|

46 এমন কি রাজাদের সামনেও আমি নির্ভয়ে আপনার নীতি কি বলে সে সম্বন্ধে বলব|

47 হে প্রভু, আপনার আজ্ঞাগুলি আমি ভালবাসি এবং ওগুলোতে আমি আনন্দ পাই|

48 প্রভু, আপনার আজ্ঞাগুলোর প্রশংসা করি| আমি সেগুলোকে ভালোবাসি এবং সেগুলো অনুধাবন করি|

49 প্রভু আমার প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখবেন| সেই প্রতিশ্রুতি আমাকে আশা দেয়|

50 আমি দুর্দশাগ্রস্ত ছিলাম, আপনি আমায় স্বস্তি দিয়েছেন| আপনার বাক্য আমাকে পুর্নবার বাঁচতে দিয়েছে|

51 যারা ভাবে ওরা নিজেরা আমার চেয়ে ভালো, তারা আমাকে ক্রমাগত অপমান করেছে| কিন্তু আমি আপনার শিক্ষা অনুসরণ করা থেকে বিরত হই নি|

52 আমি সর্বদাই আপনার প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তসমূহ স্মরণ করি| প্রভু আপনার প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্ত আমায় সান্ত্বনা দেয়|

53 যখন দেখি, দুর্জন মানুষ আপনার শিক্ষা অনুসরণ করা থেকে বিরত হয়েছে, তখন আমি ক্রুদ্ধ হই|

54 আপনার বিধিগুলোই আমার গৃহেসঙ্গীত|

55 প্রভু, রাতে আমি আপনার নাম স্মরণ করি|

56 এটা সম্ভব হয়েছে তার কারণ, আমি যত্ন করে আপনার আজ্ঞা পালন করি|

57 প্রভু, আপনার আজ্ঞা পালন করাকেই আমার জীবনের কর্তব্য বলে স্থির করেছি|

58 প্রভু, আমি সম্পূর্ণভাবে আপনার ওপর নির্ভর করি| আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমার প্রতি সদয় হোন|

59 নিজের জীবন সম্পর্কে আমি খুব সতর্কভাবে চিন্তা করেছি এবং আমি আপনার চুক্তিতে ফিরে এসেছি|

60 কোনও বিলম্ব না করে আমি আপনার আজ্ঞাগুলি পালন করার জন্য তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি|

61 একদল মন্দ লোক আমার সম্পর্কে বাজে কথা বলেছে| কিন্তু প্রভু, আমি আপনার শিক্ষামালাকে ভুলিনি|

62 আপনার সুসিদ্ধান্তর জন্য, মাঝ রাতে উঠে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিই|

63 যারা আপনার উপাসনা করে আমি তাদের প্রত্যেকের কাছে বন্ধুস্বরূপ|

64 প্রভু, আপনার প্রকৃত প্রেম পৃথিবীকে পূর্ণ করে| আমায় আপনার বিধিগুলো শেখান|

65 হে প্রভু, আমার জন্য আপনার এই দাসের জন্য আপনি অনেক মঙ্গল করেছেন| যা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আপনি ঠিক তাই করেছেন|

66 প্রভু, প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমায় প্রজ্ঞা দিন| আমি আপনার আজ্ঞাসমূহ বিশ্বাস করি|

67 দুর্দশায় পড়ার আগে আমি অনেক ভুল কাজ করেছি| কিন্তু এখন আমি যত্ন করে আপনার আজ্ঞা পালন করি|

68 হে ঈশ্বর, আপনি মঙ্গলময় এবং আপনি ভালো কাজসমূহ করেন| আপনার বিধিগুলো আমায় শেখান|

69 লোকরা যারা ভাবে ওরা আমার চেয়ে ভালো তারা আমার সম্পর্কে বাজে কথা এবং মিথ্যা কথা বলেছে| কিন্তু সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি আপনার আজ্ঞা পালন করে গেছি|

70 ঐ সব লোক খুবই নির্বোধ| কিন্তু আমি আপনার শিক্ষামালার অধ্যয়ন উপভোগ করেছি|

71 আমি যে ভুগেছিলাম তা ভালোই হয়েছিল, কারণ আমি আপনার বিধিগুলো শিখেছিলাম|

72 প্রভু, আপনার শিক্ষামালাগুলো আমার পক্ষে হিতকর| তারা 1,000 খণ্ড সোনা ও রূপোর চেয়েও উত্তম|

73 হে প্রভু, আপনি আমায় সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি নিজের হাত দিয়ে আমায় অবলম্বন দিয়েছেন| আপনার আজ্ঞাগুলো বুঝতে এবং পালন করতে আমায় সাহায্য করুন|

74 প্রভু, আপনার অনুগামীরা আমায় দেখে এবং আমায় শ্রদ্ধা করে| ওরা খুশী, কারণ আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি|

75 প্রভু, আমি জানি আপনার সিদ্ধান্তগুলো সুন্দর এবং আপনি যে আমায় শাস্তি দিয়েছিলেন তা আপনার পক্ষে যথাযথ ছিলো|

76 এখন আপনার প্রকৃত প্রেম দিয়ে আমায় আরাম দিন| আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমায়, আপনার দাসকে আরাম দিন|

77 হে প্রভু, আমার ওপর আপনার করুণা বর্ষন করুন এবং আমায় বাঁচতে দিন| আমি আপনার শিক্ষামালাগুলো সত্যিই উপভোগ করি|

78 লোকে, যারা নিজেদের আমার চেয়ে উত্তম বলে মনে করে তারা আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছে| ঐ লোকগুলো যেন লজ্জিত হয়| হে প্রভু, আপনার বিধিগুলো আমি অধ্যয়ন করি|

79 আশা করি আপনার অনুগামীরা আমার কাছে ফিরে আসবে এবং তারা আপনার চুক্তি সম্পর্কে জানবে|

80 প্রভু আপনার আজ্ঞাগুলো আমাকে নিখুঁতভাবে পালন করতে দিন, তাহলে আমি আর লজ্জিত হব না|

81 আমি প্রায় মৃত, আপনি আমায় রক্ষা করবেন এই প্রতীক্ষায় আছি| কিন্তু হে প্রভু, আপনি যা বলেন তাতে আমি বিশ্বাস করি|

82 আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা দেখতে দেখতে আমার দুচোখ ক্লান্ত হয়ে গেছে| হে প্রভু, কখন আপনি আমাকে আরাম দেবেন?

83 যদি আমি কখনও আবর্জনাস্তুপে শূন্য মদের পিপার মত পরিত্যক্ত হই তখনও আমি আপনার বিধিগুলো ভুলবো না|

84 আমি কতদিনই বা বাঁচবো? হে প্রভু, যারা আমায় নির্যাতিত করেছে, সেইসব লোকেদের আপনি কবে শাস্তি দেবেন?

85 কিছু উদ্ধত লোক তাদের মিথ্যার দ্বারা আমায় বিদ্ধ করেছে এবং তাও আপনার শিক্ষামালার বিরুদ্ধে|

86 প্রভু লোকে আপনার সব আজ্ঞা বিশ্বাস করতে পারে| আমায় নির্যাতন করে ঐসব ভুল করেছিল| আমায় সাহায্য করুন|

87 ঐ লোকরা আমাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে| কিন্তু আমি আপনার আজ্ঞা পালন থেকে বিরত হই নি|

88 প্রভু আমার প্রতি আপনার প্রকৃত প্রেম প্রদর্শন করুন এবং আমায় বাঁচতে দিন| আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো|

89 হে প্রভু, আপনার বাণী চিরকাল থাকে| আপনার বাণী স্বর্গে চিরকালের জন্য থাকে|

90 চিরদিনের জন্যই আপনি বিশ্বস্ত| প্রভু, আপনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এখনও তা রয়েছে|

91 এখনও পর্যন্ত এই পৃথিবী যে অস্তিত্বশীল রয়েছে, তার কারণ আপনার বিধি| এই পৃথিবী আপনার বিধিকে একজন ক্রীতদাসের মতই মান্য করে|

92 আপনার শিক্ষামালাগুলো যদি আমার কাছে বন্ধুর মত না হত তাহলে আমার দুর্গতিই আমায় শেষ করে দিতো|

93 আমি আপনার আজ্ঞাগুলি কখনই ভুলবো না, কারণ সেগুলো আমাকে বাঁচতে দিয়েছে|

94 প্রভু, আমি আপনারই, তাই আমাকে রক্ষা করুন! কেন? কারণ আপনার আজ্ঞাগুলি মানতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি|

95 দুষ্ট লোকরা আমায় ধ্বংস করতে চেয়েছিলো| কিন্তু আপনার চুক্তি আমাকে জ্ঞানী করেছে|

96 আপনার বিধি ছাড়া সব কিছুরই সীমা আছে|

97 হে প্রভু, আমি আপনার শিক্ষামালাগুলো ভালোবাসি| সব সময়েই আমি সে সম্পর্কে কথা বলি|

98 প্রভু আপনার আজ্ঞাগুলো আমাকে আমার শত্রুদের থেকে জ্ঞানী করেছে| আপনার বিধি সব সময়েই আমার সঙ্গে থাকে|

99 আমার সকল শিক্ষকের চেয়ে আমি জ্ঞানী, কারণ আমি আপনার চুক্তি অধ্যয়ন করি|

100 সমস্ত প্রাচীন নেতাদের চেয়ে আমি বেশী বিজ্ঞ কারণ আমি আপনার সব আজ্ঞাগুলি মান্য করি|

101 আমি প্রতিটি মন্দ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলাম| তাই প্রভু, আপনি যা বলবেন, আমি তাই করতে পারি|

102 হে প্রভু, আপনি আমার শিক্ষক, তাই আমি আপনার বিধিসমূহ পালন করা থেকে বিরত হব না|

103 আপনার বাক্যগুলো আমার মুখে মধুর চেয়েও মিষ্টি লাগে|

104 আপনার শিক্ষামালা আমাকে জ্ঞানী করেছে, তাই ভ্রান্ত শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করি|

105 প্রভু, আপনার বাক্যগুলো প্রদীপের মত আমার পথকে আলোকিত করে|

106 আপনার বিধিগুলো ভালো| আমি সেগুলো পালন করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এবং আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবো|

107 প্রভু দীর্ঘদিন ধরে আমি ভুগেছি| দয়া করে আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমাকে আবার বাঁচতে দিন!

108 প্রভু আমার প্রশংসা গ্রহণ করুন এবং আপনার বিধিগুলো শেখান|

109 আমার জীবন সর্বদাই সঙ্কটাপন্ন| কিন্তু আমি আপনার শিক্ষাগুলো ভুলি নি|

110 দুষ্ট লোকরা আমায় ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলো| কিন্তু আমি আপনার আজ্ঞাগুলি অমান্য করিনি|

111 প্রভু, আমি চিরদিন আপনার চুক্তি অনুসরণ করবো| এটা আমাকে ভীষণ খুশী করে|

112 আপনার বিধিগুলো পালন করার জন্য আমি অবশ্যই সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা করবো|

113 প্রভু, যারা আপনার প্রতি পুরোপুরি নিষ্ঠাবান নয় তাদের আমি ঘৃণা করি| কিন্তু আপনার শিক্ষামালাগুলো আমি ভালোবাসি| 1

114 আমায় রক্ষা করুন, আমায় আড়াল করে রাখুন| প্রভু, আপনি যা বলেন আমি সব বিশ্বাস করি|

115 প্রভু, দুষ্ট লোককে আমার কাছে আসতে দেবেন না| আমি অবশ্যই আমার ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করবো|

116 হে প্রভু, আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমায় সহায়তা দিন এবং আমি অবশ্যই বাঁচবো| আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, আমাকে হতাশ করবেন না| 1

117 প্রভু, আমায় সাহায্য করুন, আমি রক্ষা পাবো| আমি সর্বদা আপনার আজ্ঞাগুলি অধ্যযন করবো|

118 হে প্রভু, যারা আপনার বিধি ভঙ্গ করে তাদের সবার কাছ থেকে আপনি সরে আসুন| কেন? কারণ যখন তারা আপনাকে অনুসরণ করার কথা বলেছিলো, তখন তারা মিথ্যা কথা বলেছিলো| 1

119 প্রভু, দুষ্ট লোকদের আবর্জনার মত আপনি পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলে দিন| তাই আমি সর্বদাই আপনার চুক্তিকে ভালোবাসবো|

120 প্রভু, আমি আপনাকে ভয় করি| আপনার বিধিকে আমি ভয় ও শ্রদ্ধা করি|

121 যা সঠিক এবং ভালো আমি তাই করেছি| হে প্রভু, যারা আমায় উত্পীড়ন করে এমন লোকেদের হাতে আমায় সমর্পণ করবেন না|

122 আপনার দাস, আমার প্রতি ভাল ব্যবহার করবার প্রতিশ্রুতি করুন| আমি আপনার দাস| হে প্রভু, ঐ অহঙ্কারী লোকেদের আমাকে উত্পীড়ন করতে দেবেন না|

123 হে প্রভু, আপনার সাহায্যের আশায় থেকে এবং আপনার সাহায্যের আশায় থেকে এবং আপনার সুন্দর বাক্যের প্রত্যাশায় আমার দু চোখ ক্লান্ত|

124 আমি আপনার দাস| আমার প্রতি আপনার প্রকৃত ভালোবাসা দেখান| আমাকে আপনার বিধিগুলো শেখান|

125 আমি আপনার দাস| আমি যাতে আপনার চুক্তি জানতে পারি, আমায় বুঝতে সাহায্য করুন|

126 প্রভু এখন আপনার কিছু করার সময় এসেছে| লোকরা আপনার বিধি ভঙ্গ করেছে|

127 প্রভু আপনার বিধিগুলোকে আমি সব থেকে খাঁটি সোনার চেয়েও ভালোবাসি|

128 আপনার সব আজ্ঞা আমি খুব যত্ন করে পালন করি| ভ্রান্ত শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করি|

129 হে প্রভু, আপনার চুক্তি সত্যিই বিস্ময়কর| সেই জন্য আমি তা অনুসরণ করি|

130 যখন লোকেরা আপনার বানীসমুহ বুঝতে শুরু করে, তা একটি আলোর মত যেটা তাদের সঠিক পথে বেঁচে থাকার পথ দেখায়|

131 হে প্রভু, আমি সত্যিই আপনার আজ্ঞাগুলো অধ্যযন করতে চাই| আমি সেই লোকের মত যার নিঃশ্বাস ভারী হয়েছে এবং অধৈর্য্য হয়ে প্রতীক্ষা করছে|

132 ঈশ্বর আমার দিকে দেখুন, আমার প্রতি সদয় হন, যারা আপনার নাম ভালোবাসে তাদের পক্ষে যা হিতকর তাই করুন|

133 প্রভু, আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমায় পরিচালিত করুন| আমার প্রতি ক্ষতিকর কিছু ঘটতে দেবেন না|

134 হে প্রভু, যে সব লোক আমায় আঘাত করে তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন এবং আমি আপনার আজ্ঞা মান্য করবো|

135 প্রভু, আপনার দাসকে গ্রহণ করুন এবং আমাকে আপনার বিধি শিক্ষা দিন|

136 লোকে আপনার শিক্ষামালাকে মান্য করে না| সেইজন্য আমি এত কেঁদেছি যে আমার চোখের জলে একটা নদী বইয়ে দিয়েছি|

137 হে প্রভু, আপনি মঙ্গলময় এবং আপনার বিধিগুলোও ন্যায্য ও সত্|

138 আপনার চুক্তিতে আপনি আমাদের জন্য ভালো এবং ন্যায্য বিধিসমুহ দিয়েছেন| আমরা সত্যি তাদের ওপর নির্ভর করতে পারি|

139 আমার প্রবল উদ্দীপনা আমায় ধ্বংস করে দিচ্ছে| আমার শত্রুরা আপনার আজ্ঞাগুলো ভুলে গেছে তাই আমি এত বিমর্ষ হয়ে রয়েছি|

140 আমরা যে আপনার বাক্যকে বিশ্বাস করতে পারি, আমাদের কাছে সেই প্রমাণ আছে এবং আমি তা ভালোবাসি|

141 আমি একজন তরুণ লোক এবং লোকে আমায় সম্মান করে না| কিন্তু আমি আপনার আজ্ঞা ভুলি নি|

142 আপনার ধার্ম্মিকতা চিরন্তন এবং আপনার শিক্ষাগুলিকে বিশ্বাস করা যায়|

143 আমার সমস্যা এবং দুঃসময় ছিল| কিন্তু আমি আপনার নির্দেশ উপভোগ করি|

144 আপনার চুক্তি চিরকালের জন্য ভালো ও ন্যায্য| আমাকে বুঝতে সাহায্য করুন যাতে আমি বাঁচতে পারি|

145 হে প্রভু, আমার সর্বান্তঃকরণ দিয়ে আমি আপনাকে ডাকছি, আমায় উত্তর দিন! আমি আপনার সমস্ত আজ্ঞাগুলি মান্য করব|

146 প্রভু, আমি আপনাকে ডাকছি| আমায় রক্ষা করুন! আমি আপনার চুক্তি পালন করবো|

147 আপনার কাছে প্রার্থনা করার জন্য আমি খুব সকালে উঠি| আপনি যা বলেন আমি তার ওপর নির্ভর করি|

148 আপনার কথা অধ্যযনের জন্য আমি অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকি|

149 হে প্রভু, আপনি প্রেমময় এবং ন্যায়পরায়ণ| দয়া করে আমার কথা শুনুন এবং আমাকে বাঁচতে দিন|

150 দুষ্ট লোকরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে| ঐ লোকরা আপনার শিক্ষামালা অনুসরণ করে না|

151 প্রভু, আপনি আমার কাছেই আছেন এবং আপনার সব আজ্ঞাই বিশ্বাস করা চলে|

152 দীর্ঘদিন আগে আমি আপনার চুক্তি থেকে জেনেছি যে আপনার শিক্ষামালা হবে চিরন্তন|

153 প্রভু, আমার দুর্দশা দেখুন এবং আমায় উদ্ধার করুন| আমি আপনার শিক্ষামালাগুলো ভুলি নি|

154 হে প্রভু, আমার জন্য আপনি লড়াই করুন এবং আমায় রক্ষা করুন| আপনার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমায় বাঁচতে দিন|

155 দুষ্ট লোকরা জয় করতে পারবে না, কারণ তারা আপনার বিধি অনুসরণ করে না|

156 প্রভু, আপনি অত্যন্ত সদয়| যেগুলো আপনি যথায়থ বলেন সেই কাজই করুন এবং আমায় বেঁচে থাকতে দিন|

157 আমার অনেক শত্রু আছে যারা আমাকে আঘাত করতে চায়, কিন্তু আমি আপনার চুক্তি অনুসরণ করা থেকে বিরত হই নি|

158 আমি ঐ বিশ্বাসঘাতকদের দেখি| প্রভু, তারা আপনার বাক্য অনুসরণ করে না| এবং আমি তা ঘৃণা করি|

159 দেখুন, আপনার আজ্ঞা পালনের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি| প্রভু আপনার সব ভালোবাসা দিয়ে আমায় বেঁচে থাকতে দিন|

160 একেবারে শুরু থেকে আপনার প্রত্যেকটি বাক্যকেই নির্ভর করা যাবে| প্রভু এবং আপনার সমস্ত ভালো ও ন্যায্য বিধিগুলো চিরদিনই থাকবে|

161 শক্তিশালী নেতারা বিনা কারণে আমায় আক্রমণ করেছিলো| কিন্তু আমি একমাত্র আপনার বিধিকে ভয় ও শ্রদ্ধা করেছিলাম|

162 হে প্রভু, আপনার বাক্যসমুহ আমাকে খুশী করে, একটি লোক প্রচুর সম্পদ খুঁজে পেলে যেমন সুখী হয় তেমন সুখী|

163 আমি মিথ্যাকে ঘৃণা করি! আমি ওসব সহ্য করতে পারি নি| কিন্তু আমি আপনার শিক্ষামালাকে ভালোবাসি, প্রভু|

164 আপনার ভালো ও ন্যায্য বিধিগুলোর জন্য আমি দিনে সাতবার আপনার প্রশংসা করি|

165 যারা আপনার শিক্ষাকে ভালোবাসে সেই লোকেরা প্রকৃত শান্তি খুঁজে পাবে| কোন কিছুই ঐ লোকদের পতন ডেকে আনতে পারবে না|

166 রভু, আপনি আমায় রক্ষা করবেন আমি এই জন্য প্রতীক্ষা করছি| আমি আপনার আজ্ঞাগুলি পালন করেছি|

167 আমি আপনার চুক্তি অনুসরণ করেছি| প্রভু, আপনার বিধিগুলো আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি|

168 আমি আপনার আজ্ঞা এবং আপনার চুক্তি অনুসরণ করেছি| প্রভু, আমি কি করেছি তার সবই আপনি জানেন|

169 প্রভু আমার আনন্দ গীত শুনুন| আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমায় জ্ঞানী করে দিন|

170 প্রভু, আমার প্রার্থনা শুনুন| আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমায় রক্ষা করুন|

171 আমায় আপনি আপনার বিধিগুলো শিখিয়েছেন| আপনার প্রশংসা আমার ওষ্ঠ থেকে উপছে পড়ে|

172 আপনার বাক্যে আমাকে সাড়া দিতে দিন এবং আমাকে আমার গান গাইতে দিন| হে প্রভু, আপনার সব বিধিই ভালো|

173 আমি স্থির করেছি আপনার আজ্ঞাই মান্য করবো| তাই এগিয়ে আসুন এবং আমায় সাহায্য করুন|

174 হে প্রভু, আমি চাই আপনি আমায় রক্ষা করুন| আপনার শিক্ষামালা আমাকে সুখী করে|

175 আমাকে বাঁচতে দিন এবং আপনার প্রশংসা করতে দিন প্রভু| আপনার বিধি যেন আমায় সাহায্য করে|

176 হারিয়ে যাওয়া মেষের মত আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম অতি দূরে| হে প্রভু, আমায় খুঁজতে আসুন| আমি আপনার দাস এবং আমি আপনার আজ্ঞাগুলি ভুলে যাই নি|

অধ্যায় 120

আমি সমস্যায় পড়েছিলাম| সাহায্যের জন্য আমি প্রভুকে ডেকেছিলাম এবং তিনি আমায় উদ্ধার করেছেন!

2 প্রভু, যারা আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন| ওই লোকগুলো যে কথাগুলো বলেছে তা সত্য নয়|

3 মিথ্যাবাদীরা তোমরা কি জানো তোমরা কি পাবে? তোমরা কি জানো তোমরা কি লাভ করবে?

4 সৈনিকগণের তীক্ষ্ণ তীরসমুহ এবং জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে|

5 তোমরা মিথ্যাবাদী, তোমাদের কাছে বাস করা মেশকে বাস করার মতন| এটা যেন কেদরের তাবুঁতে বাস করার সমতুল্য|

6 যারা শান্তিকে ঘৃণা করে তেমন লোকদের সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন বাস করেছি|

7 আমি বলেছি আমি শান্তি চাই, কিন্তু তারা যুদ্ধ চেয়েছে|

অধ্যায় 121

সাহায্যের জন্য আমি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকি| কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার সাহায্য কোথা থেকে আসবে?

2 আমার সাহায্য প্রভুর কাছ থেকে আসবে, যে প্রভু স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা|

3 ঈশ্বর তোমার পতন ঘটাতে দেবেন না| তোমার রক্ষাকর্তা ঘুমিয়ে পড়বেন না|

4 ইস্রায়েলের রক্ষাকর্তা কখনও ঘুমোন না| ঈশ্বর কখনও নিদ্রা যান না|

5 প্রভুই তোমার রক্ষাকর্তা| তাঁর মহত্ শক্তি দিয়ে তিনি তোমায় রক্ষা করেন|

6 দিনের বেলায় সূর্য তোমায় আঘাত করতে পারে না| রাতের বেলায় চাঁদ তোমায় আঘাত করতে পারে না|
7 সকল বিপদ থেকে প্রভু তোমায় রক্ষা করবেন| প্রভু তোমার আত্মাকে রক্ষা করবেন|
8 যখনই তুমি আসবে এবং যাবে তখন প্রভু তোমায় সাহায্য করবেন| প্রভু তোমাকে এখন এবং চিরদিন সাহায্য করবেন!

অধ্যায় 122

আমি প্রচণ্ড খুশী হয়েছিলাম যখন লোকে বলেছিলো, "চল আমরা প্রভুর মন্দিরে যাই|"
2 আমরা এখানে জেরুশালেমের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি|
3 এটা নতুন জেরুশালেম! একটা সংযুক্ত শহর হিসেবে এই শহর আবার গড়ে উঠেছে|
4 এটা সেই শহর যেখানে ঈশ্বরের লোকরা যায়| প্রভুর নামের প্রশংসা করার জন্য ইস্রায়েলের লোকরা সেখানে যায়| ওরা সবাই প্রভুর পরিবারগোষ্ঠীর লোক|
5 দায়ূদের পরিবারের রাজগণ তাঁদের বিচারের সিংহাসন ঐখানেই স্থাপন করেছেন| লোকজনের বিচার করার জন্য তাঁরা তাঁদের সিংহাসন ঐখানে স্থাপন করেছেন|
6 জেরুশালেমের শান্তির জন্য প্রার্থনা কর| "আমি আশা করি যারা আপনাকে ভালোবাসে তারা ওখানে গিয়ে শান্তি পাবে| আমি আশা করি আপনার প্রাচীরের ভিতরে শান্তি থাকবে| আপনার প্রাসাদগুলি নিরাপদ থাকুক|"
7 আমার প্রতিবেশী এবং ভাইদের ভালোর জন্য আমি প্রার্থনা করি, সেখানে শান্তি থাকবে|
8 আমাদের প্রভুর মন্দিরের কল্যানের জন্য, এই শহরের ভাল কিছু হোক এই মানসে আমি প্রার্থনা করি|
9

অধ্যায় 123

হে ঈশ্বর, আমি আমার নয়ন যুগল উর্দ্ধে তুলি এবং আপনার কাছে প্রার্থনা করি| স্বর্গ আপনি রাজার মত বসেন|
2 দাসরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য তাদের ওপর নির্ভর করে|
3 সেই ভাবে আমরাও আমাদের প্রভু ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করি| প্রভু আমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করবেন, এই প্রতীক্ষায় আমরা রয়েছি|
4 প্রভু, আমাদের প্রতি সদয় হোন, কারণ দীর্ঘদিন ধরে আমরা অপমানিত হয়ে এসেছি|ঐসব অলস এবং উদ্ধত লোকদের কাছ থেকে আমরা যথেষ্ট অপমান ও নিন্দা পেয়েছি|

অধ্যায় 124

যদি প্রভু আমাদের দিকে না থাকতেন তাহলে কি হতে পারত? হে ইস্রায়েল, আমাকে উত্তর দাও|
2 যখন লোকে আমাদের আক্রমণ করেছিলো, তখন যদি প্রভু আমাদের দিকে না থাকতেন তাহলে কি অবস্থা হত?
3 যখন আমাদের শত্রুরা আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলো, তখন হয়তো তারা আমাদের জ্যান্ত গিলে ফেলত|
4 আমাদের শত্রুরা আমাদের বন্যার মত ধুয়ে দিয়ে যেতো, নদীর মত ডুবিয়ে দিয়ে যেতো|
5 ঐ গর্বিত লোকরা মুখের ওপর ছাড়িয়ে যাওয়া জলের মত হত এবং আমাদের ডুবিয়ে দিত|
6 প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভু আমাদের শত্রুদের হাতে, আমাদের ধরা পড়তে ও হত হতে দেন নি|
7 আমরা সেই পাখির মত, যে জালে জড়িয়ে পড়েও পালিয়ে গিয়েছিলো| জাল ছিঁড়ে গেল এবং আমরা পালিয়ে গেলাম|
8 প্রভুর কাছ থেকে আমাদের সাহায্য আসে| প্রভুই স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন|

অধ্যায় 125

যে লোকরা প্রভুতে আস্থা রাখে তারা সিয়োন পর্বতের মত হবে| তারা কখনই কাঁপবে না এবং তারা চিরদিন অব্যাহত থাকবে|

2 জেরুশালেমের চারদিকেই পর্বত রয়েছে এবং প্রভু তাঁর লোকদের চারদিকে রয়েছেন| তাঁর লোককে তিনি চিরদিন রক্ষা করবেন|

3 দুষ্ট লোকরা ভাল লোকদের দেশকে চিরদিন শাসন করবে না| যদি তাই হত তাহলে সত্ লোকরাও হয়তো মন্দ কাজ করা শুরু করতো|

4 হে প্রভু, ভাল ও সত্ লোকদের প্রতি ভালো ব্যবহার করুন| শুদ্ধ হৃদয়ের লোকদের প্রতি সদ্ব্যবহার করুন|

5 মন্দ লোকরা মন্দ কাজকর্ম করে| প্রভু ঐসব মন্দ লোককে শাস্তি দেবেন| ইস্রায়েলের শান্তি বজায় থাকুক!

অধ্যায় 126

সিয়োন থেকে নির্বাসিত লোকদের প্রভু যখন ফিরিয়ে আনলেন, সেই সময় যেন স্বপ্নের মতই ছিলো!

2 আমরা আনন্দে ভরে গিয়েছিলাম এবং আনন্দে গান গেয়েছিলাম! তখন অন্যান্য জাতিতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো, "ইস্রায়েলের লোকদের জন্য প্রভু বিস্ময়কর সব কাজ করেছেন|"

3 হ্যাঁ, প্রভু আমাদের জন্য চমৎকার জিনিসগুলি করেছেন এবং এই বিষয়ে আমরা খুশী|

4 হে প্রভু, মরুভূমিতে অতর্কিত বন্যার মত আমাদের ভাগ্যফিরিয়ে দিন|

5 কোন ব্যক্তি যখন বীজ বোনে তখন হয়তো সে বিমর্ষ থাকে| কিন্তু যখন সে ফসল সংগ্রহ করে তখন সে খুশী হয়|

6 যখন সে জমিতে বীজ বয়ে নিয়ে যায় তখন সে কাঁদতে পারে| কিন্তু যখন সে শস্য ঘরে তোলে তখন সে খুশী হবে, আর উল্লাসে চিৎকার করবে!

অধ্যায় 127

যদি প্রভু বয়ং একটি বাড়ী না তৈরী করেন, তাহলে নির্মাণকারীরা বৃথাই তাদের সময় নষ্ট করছে| যদি প্রভু বয়ং শহরের নজরদারি না করেন তাহলে রক্ষী বৃথাই তার সময় নষ্ট করছে|

2 জীবিকার জন্য ভোরে ওঠা এবং অধিক রাত পর্যন্ত কাজ করা অবশ্যই সময়ের অপচয়| ঈশ্বর যাদের ভালোবাসেন তাদের রাত্রে সুনিদ্রা দেন|

3 শিশুরা ঈশ্বরেরই উপহার| তারা হল মায়ের গর্ভ থেকে পাওয়া পুরস্কার|

4 একজন যুবকের ছেলেরা একজন সৈনিকের তূণের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা তীরের মত|

5 যে লোক তার তূণকে সন্তান দ্বারা পূর্ণ করে সে ধন্য হবে|সেই লোক কখনই পরাজিত হবে না| নগরের ফটকগুলিতে, তার সন্তানরা তাকে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবে|

অধ্যায় 128

প্রভুর প্রত্যেকটি অনুগামীই সুখী| ঈশ্বর যেভাবে চান তারা সেইভাবেই বাঁচে|

2 যার জন্য তুমি পরিশ্রম করছো তা তুমি উপভোগ করবে| তুমি সুখী হবে এবং তোমার ভাল হবে|

3 গৃহে তোমার স্ত্রী ফলদায়ী দ্রাক্ষালতার মতই হবে| তোমার সন্তানরা তোমার পোঁতা জলপাই গাছের মতই তোমার টেবিলের চারপাশে থাকবে|

4 এই ভাবেই প্রভু তাঁর অনুগামীকে তাঁর প্রকৃত আশীর্বাদ দেবেন|

5 সিয়োন থেকে প্রভু তোমায় আশীর্বাদ করুন| সারা জীবন ধরে জেরুশালেমে তুমি তাঁর আশীর্বাদ উপভোগ কর|

6 তুমি যেন তোমার নাতি-নাতনিদের দেখার জন্য দীর্ঘ জীবন লাভ কর| ইস্রায়েলের শান্তি বজায় থাকুক|

অধ্যায় 129

সারা জীবন ধরে আমার অনেক শত্রু ছিলো| হে ইস্রায়েল, আমাকে ঐ শত্রুদের সম্পর্কে বল|
2 সারা জীবন ধরে আমার অনেক শত্রু ছিলো| কিন্তু তারা কখনই জয়ী হয় নি|
3 আমার পিঠে গভীর ক্ষত না হওয়া পর্যন্ত তারা আমায় মেরেছিল| আমার দীর্ঘ গভীর ক্ষত হয়েছিল|
4 কিন্তু মঙ্গলময় প্রভু দড়ি কেটে দিয়েছিলেন| আমাকে ঐ মন্দ লোকদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন|
5 যারা সিয়োনকে ঘৃণা করতো তারা পরাজিত হয়েছে| যুদ্ধ থামিয়ে দিয়ে ওরা দৌড়ে পালিয়ে গেছে|
6 ঐ লোকগুলো ছাদের ওপর জন্মান ঘাসের মত| সেই ঘাস বেড়ে ওঠার আগেই মারা যায়|
7 কজন শ্রমিক সেই ঘাস থেকে এক মুঠো দানাও পায় না| এক গাদা দানার জন্য সেখানে যথেষ্ট ছিল না|
8 পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কোনও লোকে বলবে না "প্রভু তোমায় আশীর্বাদ করুন|" ওদের অভিনন্দন জানিয়ে লোকে বলবে না, "প্রভুর নামে আমরা তোমায় আশীর্বাদ করি|"

অধ্যায় 130

হে প্রভু, আমি গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছি, তাই সাহায্যের জন্য আমি আপনাকে ডাকছি|
2 হে আমার প্রভু, আমার কথা শুনুন| সাহায্যের জন্য আমার প্রার্থনা শুনুন|
3 হে প্রভু, আপনি যদি লোকদের তাদের পাপ সমূহের জন্য শাস্তি দেন তাহলে কেউই আর জীবিত থাকবে না|
4 প্রভু আপনার লোকদের ক্ষমা করে দিন| তাহলে আপনার উপাসনা করার মত লোক থাকবে|
5 প্রভু আমায় সাহায্য করবেন আমি এই প্রতীক্ষায় রয়েছি| আমার আত্মা তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে| প্রভু যা বলেন আমি তা বিশ্বাস করি|
6 আমি আমার প্রভুর প্রতীক্ষায় রয়েছি, যেমন একজন প্রহরী সকাল হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকে|
7 হে ইস্রায়েল, প্রভুকে বিশ্বাস কর| প্রকৃত প্রেম একমাত্র প্রভুতেই খুঁজে পাওয়া যায়| প্রভু আমাদের বারে বারে রক্ষা করেন এবং প্রভু ইস্রায়েলকে তাদের সব পাপের জন্যই ক্ষমা করবেন|
8

অধ্যায় 131

হে প্রভু, আমি অহঙ্কারী নই| আমি কোন গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি হবার ভান করি না| এমন কি আমি বিরাট কিছু করবার চেষ্টাও করি না| আমি নিজেকে এমন কোন ব্যাপারে জড়াই না, যা খুব বড় ও আমার অসাধ্য|
2 আমি শান্ত, আমার আত্মা শান্ত|
3 মায়ের কোলে পরিতৃপ্ত শিশুর মত আমার আত্মা শান্তিতে মগ্ন|ইস্রায়েল (তুমি) প্রভুকে বিশ্বাস কর| তাঁকে এখন বিশ্বাস কর, তাঁকে চিরদিন বিশ্বাস কর!

অধ্যায় 132

প্রভু স্মরণে রাখবেন দায়ূদ কেমন কষ্ট পেয়েছিলেন|
2 দায়ূদ প্রভুর কাছে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন| দায়ূদ যাকোবের শক্তিমান ঈশ্বরের কাছে একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতি করেছিলেন|
3 দায়ূদ বলেছিলেন, "আমি আমার বাড়িতে যাবো না, আমি আমার বিছানায় শোব না|
4 আমি ঘুমোতে যাব না| আমি আমার চোখকে বিশ্রাম দেবো না|
5 যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি যাকোবের শক্তিমান 'একজনের' জন্য একটি বাসস্থান খুঁজে পাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ওই সবের কোন কিছুই করবো না!"
6 আমরা ইফ্রাথায় সে সম্পর্কে শুনেছি| কিরিয়ত্ য়িয়ারিমে আমরা সাক্ষ্য সিন্দুক খুঁজে পেয়েছি|
7 চল আমরা পবিত্র তাঁবুতে যাই| চল আমরা সেই চৌকিতে উপাসনা করি যেখানে প্রভু তাঁর পা রাখেন|
8 হে প্রভু, আপনি এবং আপনার শক্তির সিন্দুকউত্থান করুন এবং বিশ্রাম স্থানে ফিরে আসুন|

9 হে প্রভু, আপনার যাজকরা ধার্ম্মিকতায় সজ্জিত| আপনার নিষ্ঠাবান অনুগামীরা প্রচণ্ড সুখী|
10 আপনার সেবক দায়ূদের ভালোর জন্য, আপনার মনোনীত রাজাকে বাতিল করবেন না|
11 প্রভু দায়ূদে কাছে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন| প্রভু দায়ূদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন| প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, দায়ূদের পরিবার থেকেই রাজারা আসবে|
12 প্রভু বলেছেন, "দায়ূদ, যদি তোমার সন্তানরা আমার চুক্তি এবং যে বিধিসমূহ আমি তাদের শিখিয়েছি তা মানে তাহলে সর্বদাই তোমার পরিবারের কোন একজন, তোমার নিজের বংশধর, রাজা হবে|"
13 তাঁর মন্দিরের স্থান হিসেবে প্রভু সিয়োনকে মনোনীত করেছেন| তাঁর গৃহ (মন্দির) হিসেবে তিনি সেই স্থানই চেয়েছিলেন|
14 প্রভু বলেছিলেন, "চিরদিনের জন্য এটাই আমার স্থান হবে| আমার থাকার স্থান হিসেবে আমি এই জায়গাকে মনোনীত করেছি|
15 প্রচুর খাদ্য দিয়ে আমি এই শহরকে আশীর্বাদ করবো| এমনকি দরিদ্র মানুষরাও প্রচুর খাদ্য পাবে|
16 আমি যাজকদের পরিত্রাণ দিয়ে সজ্জিত করবো| আমার অনুগামীরা সুখী হবে|
17 এই স্থানে আমি দায়ূদকে শক্তিশালী করবো| আমার দ্বারা মনোনীত রাজার জন্য আমি একটি প্রদীপ দেব|
18 দায়ূদের শত্রুদের আমি লজ্জায় ঢেকে দেবো| কিন্তু দায়ূদের রাজ্যকে আমি বাড়িয়ে তুলবো|"

অধ্যায় 133

যখন ভাইরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একত্রিত বসে তখন সেটা কত সুন্দর ও মনোরম|
2 এটা যেন সেই সুগন্ধি তেলের মত যে তেল হারোণের মাথায় ঢালা হয়েছে এবং তার মাথা থেকে মুখ ও দাড়ি বেয়ে তার বিশেষ বস্ত্রে গড়িয়ে পড়েছে|
3 এটা হর্ম্মোণ পর্বত থেকে আগত মৃদু বৃষ্টির মত যেটা সিয়োন পর্বতের ওপর ঝরে পড়ছে|কারণ সিয়োনে প্রভু তাঁর আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, অনন্তকালের জীবনের আশীর্বাদ|

অধ্যায় 134

তোমরা প্রভুর দাসরা যারা সারা রাত ধরে মন্দিরে তাঁর সেবা কর!
2 সেবকগণ দুহাত তুলে তোমরা প্রভুর প্রশংসা কর|
3 প্রভু সিয়োন থেকে তোমাদের আশীর্বাদ করুন| প্রভু আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন|

অধ্যায় 135

প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভু নামের প্রশংসা কর! হে প্রভুর দাসগণ, তাঁর প্রশংসা কর!
2 তোমরা যারা প্রভুর মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছো, আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরের আঙিনায়, তারা তাঁর প্রশংসা কর|
3 প্রভুর প্রশংসা কর, কারণ তিনি ভালো| তাঁর নামের প্রশংসা কর, কারণ তা অত্যন্ত মনোরম|
4 প্রভু যাকোবকে মনোনীত করেছেন| ইস্রায়েল ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত|
5 আমি জানি প্রভু মহান! আমাদের প্রভু সব দেবতাদের চেয়ে মহান!
6 স্বর্গে এবং পৃথিবীতে, সমুদ্র বা গভীর মহাসাগরে ঈশ্বর যা চান তাই করতে পারেন|
7 ঈশ্বরই, সারা পৃথিবীতে মেঘ সৃষ্টি করেন| ঈশ্বরই বৃষ্টি এবং বিদ্যুত্ সৃষ্টি করেন এবং ঈশ্বরই বাতাস সৃষ্টি করেন|
8 ঈশ্বর, মিশরবাসীদের প্রথম সন্তান এবং সেখানকার পশুদের প্রথম শাবককে ধ্বংস করেছিলেন|
9 ঈশ্বর, মিশরে অনেক চমৎকার ও অলৌকিক কাজ করেছিলেন| এমনকি ফরৌণ এবং তার আধিকারিকদের জন্যও ঈশ্বর এই সব ঘটনা ঘটিয়েছিলেন|
10 ঈশ্বর অনেক জাতিকে পরাজিত করেছিলেন| অনেক শক্তিশালী রাজাকে ঈশ্বর হত্যা করেছিলেন|
11 ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে ঈশ্বর পরাজিত করেছিলেন| বাশনের রাজা ওগকে ঈশ্বর পরাজিত করেছিলেন|

কনানের সব রাজ্যগুলিকে ঈশ্বর পরাস্ত করেছিলেন|
12 এবং তাদের ভূখণ্ডগুলি প্রভু ইস্রায়েলকে দিয়েছেন| তাদের ভূখণ্ড প্রভু তাঁর লোকদের দিয়েছেন|
13 প্রভু আপনার নাম চিরদিন ধরে বিখ্যাত থাকবে! প্রভু মানুষ আপনাকে চিরকাল মনে রাখবে|
14 প্রভু জাতিগুলিকে শাস্তি দিয়েছিলেন| কিন্তু প্রভু তাঁর সেবকদের প্রতি সদয় ছিলেন|
15 অন্যান্য লোকদের দেবতারা শুধুই সোনা ও রূপোর মূর্তি| ওদের দেবতারা নিছকই মানুষের হাতের তৈরী মূর্তি মাত্র|
16 ওই মূর্তিগুলোর মুখ ছিলো কিন্তু কথা বলতে পারতো না| ওই মূর্তিগুলোর চোখ ছিলো কিন্তু দেখতে পারতো না|
17 ওই মূর্তিগুলোর কান ছিলো কিন্তু শুনতে পেতো না| ওই মূর্তিগুলোর নাক ছিলো কিন্তু ঘ্রাণ নিতে পারতো না|
18 যে লোকগুলো ওই মূর্তিগুলো তৈরী করেছে তারাও ওই রকম হয়ে যাবে! কেন? কারণ ওরা বিশ্বাস করে যে মূর্তিগুলোই ওদের সাহায্য করবে|
19 হে ইস্রায়েলের পরিবারবর্গ, প্রভুর প্রশংসা কর! হে হারোণের পরিবার, প্রভুর প্রশংসা কর!
20 হে লেবীয় পরিবার প্রভুর প্রশংসা কর! হে প্রভুর অনুগামীরা, প্রভুর প্রশংসা কর!
21 সিয়োন থেকে, তাঁর গৃহ জেরুশালেম থেকে, প্রভু প্রশংসা প্রাপ্ত হন| প্রভুর প্রশংসা কর!

অধ্যায় 136

প্রভুর প্রশংসা কর কারণ তিনিই মঙ্গলকর| তাঁর প্রকৃত প্রেম বিরাজমান থাকে|
2 যিনি সব দেবতাদের দেবতা, সেই ঈশ্বরের প্রশংসা কর! তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে|
3 সব প্রভুদের প্রভুকে প্রশংসা কর! তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
4 ঈশ্বরের প্রশংসা কর যিনি একাই বিস্ময়কর সব কাজ করেন! তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
5 ঈশ্বরের প্রশংসা কর যিনি প্রজ্ঞা দিয়ে আকাশ সৃষ্টি করেছেন! তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
6 শুষ্ক ভূখণ্ডকে তিনি সাগরে স্থাপন করেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
7 ঈশ্বর মহান আলোগুলো সৃষ্টি করেছেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
8 দিথকে শাসন করার জন্য ঈশ্বর সূর্য্য সৃষ্টি করেছেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
9 রাত্রিকে শাসন করার জন্য ঈশ্বর চাঁদ এবং তারা সৃষ্টি করেছেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
10 মিশরের প্রথম জাত মানুষ এবং প্রাণীকে ঈশ্বর হত্যা করেছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
11 ঈশ্বর ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
12 ঈশ্বর তাঁর বিপুল শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শন করে ছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
13 ঈশ্বর লোহিত সাগরকে দুভাগে ভাগ করেছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
14 ঈশ্বর লোহিত সাগরের মধ্যে দিয়ে ইস্রায়েলকে পরিচালিত করেছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম অনন্তকাল অব্যাহত থাকে|
15 ফরৌণ এবং সৈন্যবাহিনীকে ঈশ্বর লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
16 ঈশ্বর তাঁর লোকদের মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পথ দেখিয়েছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
17 ঈশ্বর শক্তিশালী রাজাদের পরাজিত করেছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
18 ঈশ্বর বলবান রাজাদের পরাজিত করেছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
19 ঈশ্বর ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে পরাজিত করেছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
20 ঈশ্বর বাশনের রাজা ওগকে পরাজিত করেছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
21 ঈশ্বর তাদের ভূখণ্ড ইস্রায়েলকে দিয়েছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে|
22 ঈশ্বর সেই ভূখণ্ড ইস্রায়েলকে উপহারস্বরূপ দিয়েছেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
23 যখন আমরা পরাজিত হয়েছিলাম, তখন ঈশ্বর আমাদের স্মরণে রেখেছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
24 ঈশ্বর আমাদের শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
25 ঈশ্বর প্রত্যেকটি লোককে আহার দেন| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|
26 স্বর্গের ঈশ্বরের প্রশংসা কর| তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে|

অধ্যায় 137

বাবিলের নদীগুলির তীরে আমরা বসেছিলাম এবং যখন সিয়োনের কথা মনে পড়েছিল, তখন আমরা কেঁদেছিলাম|

2 আমরা আমাদের বীণাগুলি নিকটবর্তী বাইশী গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম|

3 বাবিলের লোকরা যারা আমাদের অধিকার করেছিল, তারা আমাদের গান গাইতে বলেছিলো| ওরা আমাদের আনন্দের গান গাইতে বলেছিলো| ওরা আমাদের সিয়োন সম্পর্কে গান গাইতে বলেছিলো|

4 কিন্তু বিদেশ বিভুঁইতে আমরা প্রভুর গান গাইতে পারি না!

5 জেরুশালেম, কখনও যদি আমি তোমাকে ভুলে যাই, তাহলে যেন আমি বাজনা বাজাতে ভুলে যাই|

6 জেরুশালেম কখনও যদি আমি তোমাকে ভুলে যাই, তাহলে যেন আবার আমি গান না গাই| আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি তোমাকে কখনও ভুলবো না|

7 আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, জেরুশালেম সর্বদাই আমার শ্রেষ্ঠতম আনন্দ হবে| হে প্রভু, জেরুশালেমের পতনের দিন ইদোমীয়রা কি করেছিল মনে রাখবেন| তারা চিৎকার করে বলেছিল, “ভেঙ্গে ফেলো, আমূল ভেঙে ফেলো!”

8 বাবিল তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে! সেই লোকই ধন্য যে তোমার প্রাপ্য শাস্তি তোমাকে দেয়| সেই মানুষের প্রশংসা হোক যে লোক, তোমাকে সেই ভাবে আঘাত করে, যেমন তুমি আমাদের আঘাত করেছিলে|

9 সেই লোক ধন্য যে তোমাদের শিশুদের আঁকড়ে ধরে আর তাদের পাথরে পিষে ফেলে|

অধ্যায় 138

ঈশ্বর, আমার সর্বান্তঃকরণ দিয়ে আমি আপনার প্রশংসা করি| সব দেবতার সামনে আমি আপনার গান গাইবো|

2 ঈশ্বর, আপনার পবিত্র মন্দিরে আমি মাথা নত করে প্রণাম করি| আমি আপনার নাম প্রেম এবং নিষ্ঠার প্রশংসা করি| কারণ আপনার প্রতিশ্রুতি আপনার নামকে পৃথিবীর সব কিছুর উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠা করেছে|

3 ঈশ্বর, আমি আপনার সাহায্য চেয়েছিলাম| আপনি আমায় সাড়া দিয়েছেন! আপনি আমায় শক্তি দিয়েছেন|

4 প্রভু, পৃথিবীর প্রত্যেকটা রাজা যখন শুনবে আপনি কি বলেন তখন তারা আপনার প্রশংসা করবে|

5 তারা প্রভুর পথের বন্দনা গান গাইবে কারণ প্রভুর মহিমা অত্যন্ত মহান|

6 যদিও ঈশ্বর মহিমান্বিত তথাপি তিনি নম্র ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যত্ন নেন| আত্মগর্বী লোকরা কি করে তা ঈশ্বর জানেন, কিন্তু তিনি তাদের থেকে দূরে থাকেন|

7 হে ঈশ্বর, আমি সংকটে পড়েছি, আমায় বাঁচিয়ে রাখবেন| শত্রুরা যদি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, ওদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করবেন|

8 প্রভু, আপনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই সব জিনিস আমায় দিন| প্রভু, আপনার প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে| প্রভু, আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন| তাই আমাদের ছেড়ে যাবেন না|

অধ্যায় 139

প্রভু আপনি আমায় পরীক্ষা করেছেন| আমার সম্পর্কে আপনি সবই জানেন|

2 আমি কখন বসি এবং উঠি আপনি তাও জানেন| বহু দূর থেকেই আপনি আমার চিন্তা-ভাবনা জানতে পারেন|

3 প্রভু, আমি কোথায় যাই এবং আমি কোথায় শুই তাও আপনি জানেন| আমি যা করি তার সবই আপনি জানেন|

4 প্রভু, আমি কিছু বলার আগেই আপনি বুঝে যান আমি কি বলতে চাই|

5 প্রভু, আপনি আমার সামনে পিছনে আমার চারদিকে রয়েছেন| নম্রভাবে আমার ওপর আপনার হাত রাখুন|

6 আপনি যা জানেন তাতে আমি বিস্ময়াভিভূত| এটা আমার বোধের অতীত|

7 যেখানে যেখানে আমি যাই সর্বত্রই আপনার আত্মা বিরাজ করে| হে প্রভু, আমি আপনার কাছ থেকে পালাতে পারি না|

8 হে প্রভু, যদি আমি স্বর্গলোকে যাই, আপনি সেখানে রয়েছেন| যদি আমি পাতালে যাই, আপনি সেখানেও রয়েছেন|

9 প্রভু, যেখানে সূর্যের উদয় হয় সেই পূর্বদিকে যদি আমি যাই আপনি সেখানে রয়েছেন| যদি আমি পশ্চিমের সমুদ্রে যাই

সেখানেও আপনি রয়েছেন|

10 সেখানেও আপনার ডান হাত আমায় ধরে থাকে এবং আমায় পরিচালিত করে|

11 প্রভু, আমি আপনার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে চাইতে পারি এবং বলতে পারি, "দিনের আলো এখন রাত্রিতে বদলে গেছে| নিশ্চয়ই অন্ধকার আমাকে লুকিয়ে দেবে|"

12 কিন্তু অন্ধকার আপনার কাছে অন্ধকার নয়| প্রভু, রাত আপনার কাছে দিনের মতই উজ্জ্বল|

13 প্রভু আপনি আমার সারা দেহ সৃষ্টি করেছেন| যখন আমি মাতৃদেহে ছিলাম তখনও আপনি আমার সম্পর্কে সব জানতেন|

14 প্রভু, আমি আপনার প্রশংসা করি! আপনি অত্যন্ত বিস্ময়-বিহ্বলভাবে ও চমৎকারভাবে আমাকে সৃষ্টি করেছেন| আমি খুব ভালোভাবে জানি যে আপনি যা কিছু করেছেন সবই চমৎকার|

15 আপনি আমার সম্পর্কে সব কিছু জানেন| মায়ের দেহে লুকিয়ে যখন আমার শরীর বড় হচ্ছিলো তখন আপনি আমার অস্থি মজ্জাকে পর্যন্ত লক্ষ্য করেছিলেন|

16 আমার প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আপনি বাড়তে দেখেছিলেন| আপনার গ্রন্থে আপনি সে সম্বন্ধে লিখে রেখেছেন| প্রত্যেকদিন আপনি আমার ওপর লক্ষ্য রেখেছেন| তার মধ্যে একটাও হারিয়ে যায় নি|

17 আপনার চিন্তাগুলো আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ| ঈশ্বর আপনি কত জানেন!

18 যদি আমি আপনার চিন্তাগুলোকে গুনতে পারতাম, তারা সংখ্যায় সমস্ত বালুকণার চেয়ে বেশী হতো এবং যখন আমি শেষ করতাম, তখনও আমি আপনার সঙ্গে থাকতাম|

19 ঈশ্বর, দুষ্ট লোকদের শেষ করে দিন| ওই ঘাতকদের আমার থেকে দূরে সরিয়ে নিন|

20 ওই মন্দ লোকরা আপনার সম্পর্কে মন্দ কথা বলে| ওরা আপনার নাম সম্পর্কে বাজে কথা বলে|

21 প্রভু যারা আপনাকে ঘৃণা করে আমি তাদের ঘৃণা করি| যারা আপনার বিরুদ্ধে যায় তাদের আমি ঘৃণা করি|

22 আমি তাদের পুরোপুরি ঘৃণা করি! আপনার শত্রুরা আমারও শত্রু|

23 হে প্রভু, আমার দিকে দেখুন এবং আমার অন্তরকে জানুন| আমায় পরীক্ষা করুন এবং আমার চিন্তাগুলো জানুন|

24 দেখুন কোন মন্দ চিন্তা আমার মনে আছে কিনা এবং আমাকে সেই পথে পরিচালিত করুন যে পথ চির বিরাজমান থাকে|

অধ্যায় 140

প্রভু মন্দ লোকদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন| নৃশংস লোকের থেকে আমায় রক্ষা করুন|

2 ওই লোকরা মন্দ কাজ করার পরিকল্পনা করে| ওই লোকরা সর্বদাই লড়াই করে|

3 ওদের জিভ বিষধর সাপের মত| ওদের জিভের নীচে সাপের মতই বিষ থাকে|

4 প্রভু, দুষ্ট লোকদের থেকে আমায় রক্ষা করুন| নৃশংস লোকদের থেকে আমায় রক্ষা করুন| ওই লোকরা আমায় ফাঁদে ফেলবার জন্য আমায় তাড়া করে|

5 ওই উদ্ধত লোকরা আমার জন্য ফাঁদ পেতেছে| আমাকে ধরার জন্য ওরা জাল বিছিয়েছে| ওরা আমার পথে ফাঁদ পেতেছে|

6 প্রভু, আপনিই আমার ঈশ্বর| প্রভু আমার প্রার্থনা শুনুন|

7 প্রভু, আপনি আমার শক্তিশালী প্রভু| আপনি আমার পরিত্রাতা| আপনি আমার শিরস্ত্রাণের মত যেটা যুদ্ধের সময় আমার মাথাকে রক্ষা করে| ওদের পরিকল্পনাকে সফল হতে দেবেন না| তাহলে ওরা নিজেদের ছাড়িয়ে যাবে|

8 প্রভু, ঐ লোকরা দুষ্ট| ওরা যা চায় তা ওদের পেতে দেবেন না| ওদের পরিকল্পনাকে সফল হতে দেবেন না| নতুবা ওরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে|

9 হে প্রভু, আমার শত্রুকে জয়ী হতে দেবেন না| ওরা সবসময়েই মন্দ ফন্দি আঁটে| ওদের খারাপ ফন্দিগুলো যেন ওদের ক্ষেত্রেই ঘটে|

10 ওদের মাথায় জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দিন| আমার শত্রুদের আগুনে ফেলে দিন| ওদের কবরের মধ্যে নিক্ষেপ করুন যাতে ওরা আর ওখান থেকে উঠতে না পারে|

11 প্রভু, ওই মিথ্যাবাদীদের বাঁচতে দেবেন না| ওই মন্দ লোকদের প্রতি যেন মন্দ ঘটনাই ঘটে|
12 আমি জানি প্রভু ন্যায়সঙ্গভাবে দরিদ্রদের বিচার করেন| ঈশ্বর সহায়হীথকে সাহায্য করেন|
13 হে প্রভু, সত্ ও ভাল লোকরা আপনার নামের প্রশংসা করবে| সত্ লোকরা আপনার উপাসনা করবে|

অধ্যায় 141

প্রভু, সাহায্যের জন্য আমি আপনাকে ডাকছি| যখন আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি তখন আমার প্রার্থনা শুনুন| শীঘ্রই আমাকে সাহায্য করুন!
2 প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রহণ করুন| এটা যেন জ্বলন্ত ধূপের সুগন্ধির মত হয়| এটা যেন সান্ধ্যকালীন উৎসর্গের মত হয়|
3 প্রভু, আমি যা বলি সে সম্বন্ধে যেন সাবধান হই| আমি যা বলি তাতেই আমাকে আনন্দিত হতে দিন| আমাকে খারাপ কাজের বাধ্য করতে দেবেন না|
4 মন্দ কাজ করার আকাঙ্খা আমার মধ্যে থাকতে দেবেন না| মন্দ লোকরা যা করে আনন্দ পায় আমাকে তার সামিল হতে দেবেন না|
5 একজন সত্ লোক আমার ভুল সংশোধন করিয়ে দিতে পারে| সেটা তারই দয়া| আপনার অনুগামীরা আমার সমালোচনা করতে পারে| সেটা ওদের পক্ষে ভালো কাজ হবে| তাও আমি মেনে নেবো| কিন্তু মন্দ লোকরা যে সব মন্দ কাজ করে তার বিরুদ্ধে আমি সর্বদাই প্রার্থনা করবো|
6 ওদের শাসকদের শাস্তি পেতে দিন| তখন লোকে জানতে পারবে আমি সত্য বলেছিলাম|
7 লোকে মাটি খোঁড়ে, জমি চাষ করে এবং সার ছড়িয়ে দেয়| একই রকমভাবে ওদের কবরের চারদিকে আমাদের হাড় ছড়ানো থাকবে|
8 হে আমার প্রভু, আমি সাহায্যের জন্য আপনার দিকে চেয়ে থাকি| আমি আপনাকে বিশ্বাস করি| আমাকে মরে যেতে দেবেন না|
9 মন্দ লোকরা আমার জন্য ফাঁদ পেতেছে| আমাকে ওদের ফাঁদে পড়তে দেবেন না| ওরা যেন ওদের ফাঁদে আমার ধরতে না পারে|
10 দুষ্ট লোকরা নিজেরাই যেন নিজেদের ফাঁদে পড়ে| এবং আমি যেন অনাহত ভাবে চলে যেতে পারি|

অধ্যায় 142

আমি সাহায্যের জন্য প্রভুকে ডাকবো| আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করবো|
2 আমি প্রভুকে আমার সব সংকটের কথা বলবো| আমি প্রভুকে আমার অসুবিধার কথা বলবো|
3 আমার শত্রুরা আমার জন্য একটা ফাঁদ পেতেছে| আমি সমর্পণ করতে প্রস্তুত| কিন্তু প্রভু জানেন আমার মধ্যে কি হচ্ছে|
4 আমি চারদিকে দেখি, কিন্তু আমি আমার কোন বন্ধু দেখি না| আমার পালানোর কোন জায়গা নেই| কেউ আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে না|
5 তাই আমি প্রভুর কাছে উচ্চস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম| প্রভু, আপনিই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল| প্রভু আপনিই আমায় বাঁচতে দিতে পারেন|
6 হে প্রভু, আমার প্রার্থনা শুনুন কারণ আমি অসহায়| যারা আমায় তাড়া করে তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন| ওই লোকগুলো আমার পক্ষে প্রচণ্ড শক্তিশালী|
7 আমাকে এই ফাঁদ এড়িয়ে যেতে সাহায্য করুন যাতে আমি আপনার নামের প্রশংসা করতে পারি| এবং ভালো লোকরা এসে আমার সঙ্গে উদযাপন করবে, কারণ আপনি আমায় প্রযত্নে রেখেছিলেন|

অধ্যায় 143

প্রভু আমার প্রার্থনা শুনুন| আমার প্রার্থনা শুনুন এবং তারপর আমার প্রার্থনার উত্তর দিন| আমাকে দেখান যে সত্যিই আপনি কত মঙ্গলকর ও বিশ্বস্ত|

2 আমি আপনার দাস, আমাকে বিচার করবেন না| কারণ কোন জীবিত ব্যক্তি আপনার সামনে কখনই নির্দোষ বলে বিবেচিত হতে পারে না| সারা জীবন ধরে আমি কি কখনও নিস্পাপ বলে বিবেচিত হব|

3 কিন্তু শত্রুরা আমায় তাড়া করেছে| তারা আমার জীবনকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে| দীর্ঘদিন আগে মরে যাওয়া লোকের মত ওরা আমাকে অন্ধকার কবরে ঠেলে দিচ্ছে|

4 আমি ত্যাগ করতে প্রস্তুত| আমি আমার সাহস হারিয়ে ফেলেছি|

5 কিন্তু দীর্ঘকাল আগে কি ঘটেছিলো আমার তা মনে আছে| বহু বিষয়, যেগুলো আপনি করেছিলেন তার সম্বন্ধে আমি ভাবি| আপনার বিপুল ক্ষমতা দিয়ে আপনি যা করেছিলেন সে সম্পর্কে আমি বলে থাকি|

6 প্রভু, আমার দু হাত তুলে আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেমন করে শুকনো জমি বৃষ্টির প্রতীক্ষা করে তেমন করে আমি আপনার সাহায্যের প্রতীক্ষা করি|

7 শীঘ্রই আমাকে উত্তর দিন প্রভু| আমি সাহস হারিয়েছি| আমার থেকে বিমুখ হবেন না| কবরে শুয়ে থাকা মৃত লোকের মত আমাকে মৃত হতে দেবেন না|

8 প্রভু আজকের সকালে আমাকে আপনার প্রকৃত প্রেম প্রদর্শন করুন| আমি আপনাতে বিশ্বাস রাখি| আমার যা করণীয় তা আমায় দেখান| আমি আমার জীবন আপনার হাতে সমর্পণ করছি!

9 প্রভু আমি নিরাপত্তার জন্য আপনার কাছে এসেছি| শত্রুদের থেকে আমায় রক্ষা করুন|

10 আমাকে দিয়ে আপনি কি করাতে চান তা আমায় দেখান| আপনি আমার ঈশ্বর| আপনার মহত্ উদ্দীপনা দিয়ে আমায় সঠিক পথে এগিয়ে দিন|

11 প্রভু আমাকে বাঁচতে দিন, তাহলে লোকে আপনার নামের প্রশংসা করবে| আপনি যে প্রকৃতই মঙ্গলকর তা আমায় দেখান এবং শত্রুদের থেকে আমায় রক্ষা করুন|

12 হে প্রভু, আপনার প্রকৃত প্রেম প্রদর্শন করুন এবং যারা আমায় মেরে ফেলতে চাইছে সেই শত্রুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন| তাদের পরাজিত করুন এবং তাদের ধ্বংস করুন|

অধ্যায় 144

প্রভু আমার শিলা, আমার নিরাপদ স্থান| প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভু আমার হাতগুলোকে যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দেন| তিনি আমার আঙ্গুলগুলিকে সংগ্রামের জন্য প্রশিক্ষণ দেন|

2 প্রভু আমায় ভালোবাসেন এবং রক্ষা করেন| উঁচু পাহাড়ে প্রভু আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল, প্রভুই আমায় উদ্ধার করেন| প্রভুই আমার ঢাল| আমি তাঁকে বিশ্বাস করি| আমার লোকদের তিনি আমার অধীনস্থ করেন|

3 প্রভু, লোকরা কেন আপনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ? কেন আপনি আমাদের সম্বন্ধে যত্ন নেন|

4 একজন লোকের জীবন বাতাসের ফুত্কারের মত| একজন মানুষের জীবন চলমান ছায়ার মত|

5 প্রভু, আকাশ বিদীর্ণ করে নেমে আসুন| পর্বত স্পর্শ করুন ,পর্বত থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসবে|

6 হে প্রভু, আপনি বিদ্যুতের চমক পাঠান এবং আমার শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করুন| আপনার "তীরগুলি" নিক্ষেপ করুন এবং তাদের পালাতে বাধ্য করুন|

7 প্রভু, স্বর্গ থেকে নেমে আসুন এবং আমায় রক্ষা করুন! শত্রুর সাগরে আমাকে ডুবে যেতে দেবেন না| এই সব বিদেশীদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন|

8 এই শত্রুরা মিথ্যাবাদী| ওরা এমন কথা বলে যা সত্য নয়|

9 প্রভু যে সব বিস্ময়কর কাজ আপনি করেন, সে সম্পর্কে আমি একটা নতুন গান গাইবো| দশতারা বীণা বাজিয়ে আমি আপনার প্রশংসা করবো|

10 রাজাদের তাঁদের যুদ্ধসমূহে জয়ী হতে প্রভু সাহায্য করেন| প্রভু তাঁর দাস দায়ূদকে শত্রুর তরবারি থেকে রক্ষা করেছেন|

11 এই বিদেশীর হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন| এইসব শত্রুরা মিথ্যাবাদী| ওরা এমন কথা বলে যা সত্য নয়|

12 আমাদের তরুণ ছেলেরা শক্ত গাছের মত| আমাদের কন্যারা প্রাসাদের অনুপম কারুকার্যের মত|

13 আমাদের গোলাগুলি সব রকম ফসলে পূর্ণ| আমাদের চারণক্ষেত্রে হাজারে হাজারে মেষ রয়েছে|

14 আমাদের সৈন্যরা সুরক্ষিত| কোন শত্রু জোর করে এখানে প্রবেশ করতে চাইছে না| আমরাও যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না| রাস্তাগুলোতে লোকজন চিৎকার করছে না|

15 এই রকম সময় লোকজন ভীষণ খুশী| প্রভু যদি বয়ং তাদের ঈশ্বর হন লোকজন ভীষণ খুশী হয়|

অধ্যায় 145

হে আমার ঈশ্বর এবং রাজা, আমি আপনার প্রশংসা করি| চিরদিনের জন্য এবং অনন্তকালের জন্য আমি আপনার নামকে আশীর্বাদ করি|

2 প্রতিদিন আমি আপনার প্রশংসা করি| চিরদিনের জন্য আমি আপনার নামের প্রশংসা করি|

3 প্রভু মহান| লোকজন ভীষণভাবে তাঁর প্রশংসা করে| যে সব মহত্ কাজ তিনি করেন, তা আমরা গুনতে পারি না|

4 প্রভু, আপনি যা করেন তার জন্য লোকজন চিরদিন আপনার প্রশংসা করবে| আপনি যে মহত্ কাজ করেন তার সম্পর্কে তারা বলবে|

5 আপনার মহত্ব এবং মহিমা দুইই চমৎকার| আপনার বিস্ময়কর কাজ সম্পর্কে আমি বলবো|

6 প্রভু, যে সব বিস্ময়কর কাজ আপনি করেন সে সম্পর্কে লোকে বলবে| আপনি যে সব মহত্ কাজ করেন সে সম্পর্কে আমি বলবো|

7 আপনি যেসব ভালো কাজ করেন সে সম্পর্কে লোকরা বলবে| লোকে আপনার ধার্মিকতার গান গাইবে|

8 প্রভু দয়াময় এবং ক্ষমাশীল| প্রভু স্থিতধী এবং প্রেমে পরিপূর্ণ|

9 প্রতিটি লোকের জন্যই প্রভু মঙ্গলকর| প্রভু যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতিটি বস্তুর প্রতি তিনি করুণা প্রদর্শন করেন|

10 প্রভু, আপনি যা করেন, তাই আপনাকে প্রশংসা এনে দেয়| আপনার অনুগামীরা আপনার প্রশংসা করে|

11 তারা বলে আপনার রাজত্ব কত মহত্| তারা আপনার মহত্ব সম্বন্ধে বলে|

12 তাই হে প্রভু, আপনি যে সব মহত্ কাজ করেন অন্য লোকেরা তা জানতে পারে এবং তারা জানতে পারে আপনার রাজত্ব কত বিশাল এবং গৌরবময়|

13 প্রভু, আপনার রাজত্ব চির বিরাজমান থাকবে| আপনি চিরদিনই রাজত্ব করবেন|

14 পতিত মানুষকে প্রভু উদ্ধার করেন| যারা সমস্যায় পড়ে প্রভু তাদের সাহায্য করেন|

15 হে প্রভু, সমস্ত জীবিত প্রাণী তাদের খাদ্যের জন্য আপনার দিকে চেয়ে থাকে| এবং যথাসময়ে আপনি তাদের খাদ্য দেন|

16 হে প্রভু, আপনি আপনার হাত খুলে দিন এবং জীবিত প্রাণীদের যা কিছু প্রয়োজন তা দিন|

17 প্রভু যা কিছু করেন তা সবই ভালো| যা কিছু তিনি করেন তা দেখিয়ে দেয় তিনি কত মঙ্গলকর এবং বিশ্বস্ত|

18 যারা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে, প্রভু ওই সব লোকের কাছেই থাকেন| তিনি তাঁর উপাসকদের অন্তরঙ্গ|

19 তাঁর অনুগামীরা যা চান প্রভু তাই করেন| তিনি ওদের প্রার্থনার উত্তর দেন এবং ওদের রক্ষা করেন|

20 যারা তাঁকে ভালোবাসে, প্রভু তাদের রক্ষা করেন| কিন্তু মন্দ লোকদের প্রভু বিনাশ করেন|

21 আমি প্রভুর প্রশংসা করবো! সব লোক যেন চিরদিন ধরে তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসা করে|

অধ্যায় 146

প্রভুর প্রশংসা কর! হে আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর!

2 আমার সারাজীবন ধরে আমি প্রভুর প্রশংসা করবো| সারা জীবন আমি তাঁর প্রশংসা করবো|

3 সাহায্যের জন্য তোমরা নেতাদের ওপর নির্ভর কর না| লোকেদের বিশ্বাস কর না| কেন? কারণ লোকে তোমাকে বাঁচাতে পারে না|

4 মানুষ মরে কবরে চলে যায়| তখন তাদের সাহায্যের সব পরিকল্পনা শেষ হয়ে যায়|

5 কিন্তু যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য চায় তারা ভীষণ সুখী হয়| ওরা ওদের প্রভু ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে|

6 প্রভুই স্বর্গ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন| প্রভু সমুদ্র এবং তার ভেতরের সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন| প্রভু তাদের চিরদিন রক্ষা করবেন|

7 নিস্পেষিত লোকদের জন্য প্রভু ঠিক কাজ করেন| ঈশ্বর ক্ষুধার্ত মানুষকে আহার দেন| কারাগারে বদ্ধ মানুষকে প্রভুই মুক্ত করেন|

8 প্রভু অন্ধকে পুনরায় দৃষ্টি দেন| যারা সমস্যায় পড়েছে, প্রভু তাদের সাহায্য করেন| যে সব লোকরা ভাল তাদের প্রভু ভালোবাসেন|

9 আমাদের দেশে যে সব বিদেশীরা বাস করে তাদের প্রভু রক্ষা করেন| প্রভুই বিধবা ও অনাথদের দেখাশোনা করেন কিন্তু মন্দ লোকদের প্রভু বিনাশ করেন|

10 প্রভু চিরদিনই শাসন করবেন! সিয়োন, তোমার ঈশ্বর চিরদিনই রাজত্ব করবেন! প্রভুর প্রশংসা কর!

অধ্যায় 147

প্রভুর প্রশংসা কর কারণ তিনি মঙ্গলকর| আমাদের ঈশ্বরের কাছে প্রশংসার গান কর| তাঁর প্রশংসা করা ভালো এবং মনোরম|

2 প্রভু জেরুশালেম শহরটি বানিয়েছেন| যে সব ইস্রায়েলীয়কে বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো ঈশ্বর তাদের ফিরিয়ে এনেছিলেন|

3 ঈশ্বর তাদের ভগ্নহৃদয় সারিয়ে তুলেছিলেন এবং তাদের ক্ষতের শুশ্রূষা করেছিলেন|

4 ঈশ্বর তারা গণনা করেন এবং প্রত্যেকটিকে তাদের নাম ধরে ডাকেন|

5 আমাদের প্রভু মহান| তিনি প্রচণ্ড শক্তিশালী| তিনি যে কত জানেন তার কোন সীমা নেই|

6 বিনয়ী লোকদের ঈশ্বর সাহায্য করেন| কিন্তু মন্দ লোকদের তিনি হতবিহ্বল করে দেন|

7 প্রভুকে ধন্যবাদ দাও| বীণা বাজিয়ে তাঁর প্রশংসা কর|

8 ঈশ্বর আকাশকে মেঘে ঢেকে দেন| ঈশ্বরই বৃষ্টি আনেন| ঈশ্বরই পাহাড়ে ঘাসের জন্ম দেন|

9 ঈশ্বর প্রাণীকে খাদ্য দেন| ঈশ্বর নবীন পাখীদের আহার দেন|

10 মানবিক ইচ্ছাসমূহ ঈশ্বরের মধ্যে থাকে না| যুদ্ধের শক্তিশালী ঘোড়াগুলো তিনি চান না|

11 যারা তাঁর উপাসনা করে তাদের নিয়েই প্রভু সুখী| যারা তাঁর প্রকৃত প্রেমে বিশ্বাস রাখে ঈশ্বর তাদের নিয়েই খুশী হন|

12 জেরুশালেম, প্রভুর প্রশংসা কর! সিয়োন, তোমার প্রভুর প্রশংসা কর!

13 জেরুশালেম, তোমার ফটকগুলিকে ঈশ্বর দৃঢ় করেছেন এবং তোমার শহরের লোকজনকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করেন|

14 ঈশ্বর তোমাদের রাজ্যে শান্তি এনেছেন| সেজন্যই যুদ্ধের সময় শত্রুরা তোমাদের ফসল নিয়ে যায় নি এবং তোমাদের আহারের জন্য প্রচুর শস্য আছে|

15 ঈশ্বর পৃথিবীকে একটা আদেশ দিলে সে তত্ক্ষণাত্ তা পালন করে|

16 যতক্ষণ পর্যন্ত মাটি পশমের মত সাদা না হয়, ঈশ্বর ততক্ষণ তুষার পাত করেন| ঈশ্বরই শিলাবৃষ্টিকে বাতাসের মধ্যে ধূলোর মত উড়িয়ে নিয়ে যান|

17 ঈশ্বর আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করান| তাঁর পাঠানো ঠাণ্ডা কেউ সহ্য করতে পারে না| যে মেঘ তিনি পাঠান কোন লোকই তাকে দাঁড় করাতে পারে না|

18 তারপর ঈশ্বর আর একটা আদেশ দেন এবং আবার উষ্ণ বাতাস বইতে শুরু করে| বরফ গলতে শুরু করে এবং জল প্রবাহিত হয়|

19 ঈশ্বর যাকোবকে তাঁর নির্দেশ দিয়েছিলেন| ঈশ্বর তাঁর নিয়ম ও বিধিগুলো ইস্রায়েলকে দিয়েছিলেন|

20 অন্য কোন জাতির জন্য ঈশ্বর এসব করেন নি| তাঁর বিধিগুলো ঈশ্বর অন্য লোকদের শেখান নি| প্রভুর প্রশংসা কর|

অধ্যায় 148

প্রভুর প্রশংসা কর! হে দূতগণ স্বর্গ থেকে প্রভুর প্রশংসা কর!

2 তোমরা সব দূতগণ, প্রভুর প্রশংসা কর! তাঁর সেনাবাহিনীরপ্রভুর প্রশংসা কর!

3 চন্দ্র ও সূর্য প্রভুর প্রশংসা কর| আকাশের তারকাগণ এবং আলো তাঁর প্রশংসা কর!

4 স্বর্গের উচ্চতম স্থানে প্রভুর প্রশংসা কর! হে আকাশের উর্দ্ধের জলরাশি, তাঁর প্রশংসা কর!

5 প্রভুর নামের প্রশংসা কর| কারণ ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন এবং তাই প্রতিটি বস্তু অস্তিত্ব পেয়েছে!
6 চিরদিন অব্যাহত থাকবার জন্য ঈশ্বর এই সব সৃষ্টি করেছেন| ঈশ্বর তাদের অনন্ত বিধিসমুহ দিয়েছেন|
7 পৃথিবীর সব কিছুই প্রভুর প্রশংসা করে! মহাসাগরের বড় বড় সামুদ্রিক প্রাণীরা, প্রভুর প্রশংসা কর!
8 আগুন ও শিলাবৃষ্টি, তুষার এবং ধোঁয়া, এবং ঝোড়ো বাতাস সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন|
9 ঈশ্বর পাহাড় ও পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন, ফলের বৃক্ষসমুহ ও এরস গাছ সৃষ্টি করেছেন|
10 সমস্ত প্রাণী ও গবাদি পশু এবং সরীসৃপ ও পাখি সৃষ্টি করেছেন|
11 ঈশ্বরই পৃথিবীতে রাজাগণকে এবং জাতিগণকে সৃষ্টি করেছেন| ঈশ্বরই নেতাদের ও বিচারকদের সৃষ্টি করেছেন|
12 ঈশ্বরই তরুণ তরুণীদের সৃষ্টি করেছেন| ঈশ্বরই বৃদ্ধ ও যুবকদের সৃষ্টি করেছেন|
13 প্রভুর নামের প্রশংসা কর| চিরদিনের জন্য তাঁর নামের সম্মান কর! পৃথিবী এবং স্বর্গে যা কিছু রয়েছে, তারা সবাই প্রভুর প্রশংসা কর!
14 ঈশ্বর তাঁর মানুষদের শক্তিশালী করবেন| লোক ঈশ্বরের অনুগামীদের প্রশংসা করবে| লোকে ইস্রায়েলের প্রশংসা করবে| ওরা সেই লোক যাদের জন্য ঈশ্বর লড়াই করেন, প্রভুর প্রশংসা কর!

অধ্যায় 149

প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভু নতুন যা করেছেন তার জন্য একটা নতুন গান গাও! যেখানে তাঁর অনুগামীরা একসঙ্গে জড় হয়, সেই সমাজে তাঁর প্রশংসা কর|
2 ইস্রায়েলকে তাদের স্রষ্টাকে নিয়ে আনন্দ করতে দাও| সিয়োনের লোককে তাদের রাজাকে নিয়ে আনন্দ করতে দাও|
3 লোকেরা বীণা ও খঞ্জনী বাজাক এবং নাচতে নাচতে ঈশ্বরের প্রশংসা করুক!
4 ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি প্রসন্ন| ঈশ্বর তাঁর বিনম্র লোকদের জন্য এক বিস্ময়কর জিনিস করেছেন| তিনি তাদের রক্ষা করেছেন!
5 হে ঈশ্বর অনুগামীরা, তোমাদের জয়কে উপভোগ কর! বিছানায় যাওয়ার পরে পর্যন্ত সুখী হও|
6 লোকজনকে চিৎকার করে প্রভুর প্রশংসা করতে দাও এবং তাদের হাতে তরবারি ধরতে দাও|
7 ওরা ওদের শত্রুদের শাস্তি দিতে যাক| ওরা ওই সব লোকদের শাস্তি দিতে যাক|
8 ঈশ্বরের লোকরা ওদের রাজাদের এবং বড় বড় নেতাদের লোহার শিকল দিয়ে শৃঙ্খলিত করবে|
9 ঈশ্বরের নির্দেশ মতই ঈশ্বরের লোকরা ওদের শাস্তি দেবে| ঈশ্বরের সমস্ত অনুগামীরা, তাঁকে সম্মান জানাও| প্রভুর প্রশংসা কর!

অধ্যায় 150

প্রভুর প্রশংসা কর! ঈশ্বরের মন্দিরে তাঁর প্রশংসা কর! স্বর্গে তাঁর ক্ষমতার প্রশংসা কর!
2 ঈশ্বর যে সব মহত্ কাজ করেন, তার জন্য তাঁর প্রশংসা কর! তাঁর সকল মহত্বের জন্য তাঁর প্রশংসা কর!
3 শিঙা ও বাঁশির সাহায্যে তাঁর প্রশংসা কর! বীণা ও লীরা বাজিয়ে তাঁর প্রশংসা কর!
4 খঞ্জনি বাজিয়ে নাচ করতে করতে তাঁর প্রশংসা কর! তন্ত্রবাদ্যযন্ত্র ও বাঁশি বাজিয়ে তাঁর প্রশংসা কর!
5 করতালের উচ্চ ধ্বনিতে তাঁর প্রশংসা কর! কান ফাটানো করতালের শব্দে তাঁর প্রশংসা কর!
6 প্রত্যেকটি জীব তোমরা তাঁর প্রশংসা কর! প্রভুর প্রশংসা কর!

For other languages please go to **www.wordproject.org**